শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

ইলাবতী

৩৫।১, বিবেকানন্দ রোড

ইলাবতী

নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
বাণী-পীঠ—৩৫।১নং বিবেকানন্দ রোড
১৩৪৫

মূল্য ১৲০ মাত্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ—

মানিনী সত্যভামা ১।০

মা ১।০ চন্দ্রহাস ১৲

মীনা ১৲ রেখা ১৲

চাঁদসদাগর ১।০

ভাস্কর পণ্ডিত ১।০

আরবী-হুর ৸০

ভ্রান্তি-বিলাস ১৲

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
Bani-pith—35/1, Vivekananda Road, Calcutta.
Printed by C. C. Santra, Lalit Press,
81, Simla Street, Calcutta.

1938

বঙ্গীয় নাট্যশালার যুগান্তকারী

প্রবীণ নাট্যকার

স্বর্গীয় ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

মহাশয়ের পবিত্র

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই

"ইলাবতী"

নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষগণ

শিলাদিত্য ... জলন্ধর-রাজ।

জয়াপীড় ... কাশ্মীর-সেনাপতি।

চেৎসিংহ ... ঐ সহকারী

চন্দ্রসেন ... জলন্ধর-সেনাপতি।
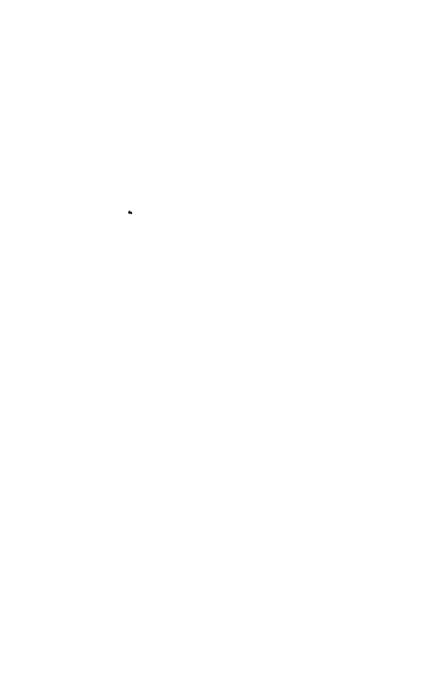
জয়সেন ... ঐ সহকারী।

কর্পূরচাঁদ ... পুরোহিত।

আনন্দগিরি ... ব্রহ্মচারী।

গঙ্গাদাস ... জলন্ধরবাসী।

ছট্টু ... প্রহরী।

সন্ন্যাসী, বৈতালিক, প্রহরী, রক্ষী, জনৈকচর, বৃদ্ধ জালন্ধরী, বালক, পুরুষগণ, বালকগণ, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

ইলাবতী ... জয়সেনের পত্নী।

চন্দ্রা ... জয়াপীড়ের অনুরাগিণী।

অপর্ণা ... নিরাশ্রিতা।

ভৈরবী, পরিচারিকা, চারণীগণ, নর্ত্তকীগণ, রমণীগণ প্রভৃতি।
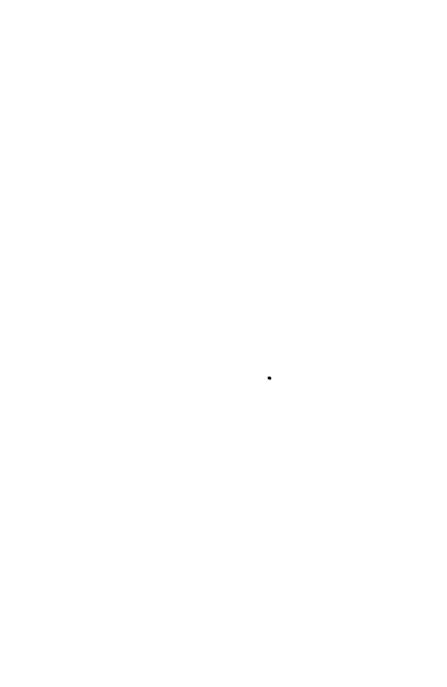
ইলাবতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

জয়াপীড়ের শিবির-অন্তর্গত একটী সুসজ্জিত কক্ষ

কাল—অপরাহ্ন

চঞ্চলপদে চন্দ্রা প্রবেশ করিল

চন্দ্রা। পার্‌ব না? নিশ্চয়ই পার্‌ব। কেন পার্‌ব না? যখন এতদূর এগিয়েছি, তখন আর পেছুব না। হয় মন্ত্রের সাধন, নয় এ দেহের পতন। নিশ্চয়ই পার্‌ব—আমায় পার্‌তেই হবে। অকৃতকার্য্য হ'তে পারি, এমন অভাব কিছুরই নেই; তবে পার্‌ব না কে'ন? রূপ আছে—যৌবন আছে—বুকভরা ভালবাসা আছে—পুরুষকে মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে যা কিছু চাই, সবই আছে, তবে পার্‌ব না কেন? হ'ক সে বীর—হ'ক সে উচ্চাভিলাষী—হ'ক সে রক্ত-পিপাসু যোদ্ধা, তবু তাকে জয় কর্‌ব। জয় কর্‌ব বলি কেন, জয় ত করেছি; এখন চাই—তাকে মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে; কিন্তু—

[নেপথ্যে ভেরী-নিনাদ]

চঃ ওই আবার! রক্ত-পিপাসু দানবের রক্তপানের উল্লাস-আমন্ত্রণ! আমায় পার্‌তেই হবে—আমায় পার্‌তেই হবে! কে আছিস্?

পরিচারিকার প্রবেশ।

নর্ত্তকীদের ডাক্, নাচ-গান কর্‌তে বল্; এমন নাচ-গান—যাতে রণোন্মত্ত সৈনিকের চোখেও ঘুমের পাহাড় ভেঙে পড়ে। আমি ঘুমাব।

পরি। এখনই—

চন্দ্রা। হাঁ, এখনই।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

উত্তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে স্নিগ্ধ করকার সুখ-সম্মেলন অসম্ভব হ'লেও উপভোগ্য নিশ্চয়।

[নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনি]

চমৎকার! ঘুমবার এই উপযুক্ত সময়।

[পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন।]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

কোন্ মলয়ের পরশ নিয়ে
ফুলের বাসে ভরপূর।
সুদূর হ'তে ভেসে আসে
কোন্ রাগিণী সুমধুর॥
প্রাণের ব্যথা মুছিয়ে নিয়ে,
আঁখির পাতে আবেশ দিয়ে,

হিয়ার তারে আপনি বাজে
মিলন-বাঁশির সুর।

[নর্ত্তকীগণ প্রস্থান করিল, তন্দ্রাতুরা চন্দ্রা ঘুমাইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে চেৎসিংহ প্রবেশ করিল এবং অসামান্যা রূপবতী চন্দ্রাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে পালঙ্কের নিকটে গমন করিল। সহসা কোন্ অজানা আতঙ্কে চন্দ্রার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; তিনি চক্ষু মেলিলেন এবং এই নির্জ্জন কক্ষে চেৎসিংহকে দেখিয়া বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও তীব্রস্বরে কহিলেন]

চন্দ্রা। চেৎসিংহ—

চেৎ। অবিকল; দস্যু, তস্কর বা আর কেউ নয়, চেৎসিংহের প্রেতাত্মাও নয়, স্ব-শরীরে স্বয়ং চেৎসিংহ।

চন্দ্রা। নিদ্রিতা রমণীর নির্জ্জন কক্ষে এমন চোরের মত আস্‌বার উদ্দেশ্য কি, চেৎসিংহ?

চেৎ। চোর-আখ্যা যখন দিলে, তখন চোরের উদ্দেশ্য কি তোমার অজানা, সুন্দরি?

চন্দ্রা। স্পর্দ্ধিত গোলাম—

চেৎ। সে স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছ তুমি, হাটের মাঝে রূপের পসরা খুলে দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রা। বিশ্বাসঘাতক! জয়াপীড় না তোমার প্রভু?

চেৎ। প্রভু! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! জয়াপীড় সেনানায়ক আর আমি তার সহকারী—সমান পদস্থ বল্‌লেও চলে; তা ছাড়া গুণের কথা ধর যদি, আমি কোন অংশে নিকৃষ্ট নই তার চেয়ে। আভিজাত্যের দিক্ দিয়ে সে অনেক নীচে। তার পর

রূপ বল—শৌর্য্য বল, কতটুকু প্রভেদ দেখ্‌তে পাও—তাতে আর আমাতে ? আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না—সুন্দরি, কিসের আকর্ষণে সৌন্দর্য্যের রাণী চন্দ্রাবাঈ আজ সর্ব্বত্যাগিনী—একটা পরস্বাপহারী—

চন্দ্রা। রসনা সংযত কর, চেৎসিংহ! মনে রেখো, নিন্দা কর্‌তে যাচ্ছ যার, তুমিও তার কৃপাপ্রার্থী একজন নগণ্য সৈনিক থেকে আজ সহকারীর পদে উন্নীত হয়েছ।

চেৎ। এ কথার উত্তর আজ নয়—সুন্দরি, আর একদিন দেব; শুধু এইটুকু ব'লে রাখ্‌ছি, উন্নতির চরম শিখরে উঠ্‌তে পারি—যদি আমি তোমার সাহায্য পাই।

চন্দ্রা। সে আশা পরিত্যাগ কর, চেৎসিংহ!

চেৎ। আজ এ কথা বল্‌ছ বটে; কিন্তু এমন দিন আস্‌বে, যখন—না থাক্, আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে যখন, তখন আশা ত্যাগ কর্‌ব কেমন ক'রে, সুন্দরি ?

চন্দ্রা। চেৎসিংহ, তুমি জান—এই মুহূর্ত্তে আমি তোমার এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে পারি ?

চেৎ। খুব জানি; আমার এ অনধিকার-প্রবেশের উদ্দেশ্যটা জয়াপীড়ের কানে তুলে। আর তুমিও বোধ হয় জান, তোমার দুর্ব্বলতাটুকুও আমার অজানা নয় ? মনে কর্‌লে—

চন্দ্রা। [চমকিত হইয়া] চেৎসিংহ, হিংস্র সর্পের চেয়েও তুমি ভয়ঙ্কর !

চেৎ। তবে তাকে ঘাঁটাও কেন, সুন্দরি ?

চন্দ্রা। তোমাদের এ জিঘাংসা-বৃত্তির কি শেষ নেই, চেৎসিংহ ?

চেৎ। শেষ নিশ্চয়ই আছে; তবে কতদিনে, তা বল্‌তে পারি না। গত যুদ্ধে জলন্ধরের কাছে পরাজিত হ'য়ে জয়াপীড়

নূতন উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন কর্‌ছে ; উদ্দেশ্য—জলন্ধরকে গ্রাস করা। শ্রান্ত সেনাগণের দুঃখ সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, তবুও তারা এখনও জয়াপীড়ের আজ্ঞাধীন—অনুগত ; কিন্তু—

চন্দ্রা। কিন্তু কি, চেৎসিংহ ?

চেৎ। কিন্তু আর বুঝি থাকে না ! জয়াপীড়ের বিলাসিতার অপব্যয় সামরিক ব্যয়কে ছাপিয়ে উঠেছে।

চন্দ্রা। তাতে কি ? যুদ্ধের পরিণাম শুধু কি জয়-গৌরব অর্জ্জন ? সঙ্গে সঙ্গে অর্থলাভও নয় কি ? বিজিত শত্রু জেতার ক্ষতি কড়ায়-গণ্ডায় পূরণ ক'রে দেয়।

চেৎ। স্বেচ্ছায় নয়, নিতান্ত অনিচ্ছায়—অত্যাচার উৎপীড়নের চোখ রাঙানি দেখে। সুন্দরি, তুমি এ নিষ্ঠুর আচার অনুমোদন কর ?

চন্দ্রা। ভুল বুঝেছ, চেৎসিংহ ! এ নিষ্ঠুরতার মূল যে যুদ্ধ, আমি তারও পক্ষপাতিনী নই ; তোমাদের এ অহৈতুক হত্যা-উৎসব আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

চেৎ। ঘৃণাই যদি কর, তা হ'লে আজ তুমি এই বিরাট্ হত্যা-উৎসবের অনুষ্ঠাতা জয়াপীড়ের অঙ্কশায়িনী কেন ? সেই হিংস্রক নরঘাতকের অনুরাগিণী কেন ?

চন্দ্রা। কেন, শুন্‌বে ? শুন্‌লে হয় ত তুমি হাস্‌বে ; এখন সে কথা মনে হ'লে আমারও হাসি পায়। নিতান্ত বালিকা আমি তখন, যখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুধু ধ্বনিত হয়েছিল, জয়াপীড়ের বীরত্ব-গৌরবের অজস্র প্রশংসাবাদ, স্বাবলম্বী বীরের অমানুষিক অভ্যুত্থানের অভিনব কাহিনী। সেইদিন এই বালিকা-হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ল অদম্য আকাঙ্ক্ষা, ঐ আদর্শ বীরের

সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে। তখনই মরলুম; সংসার, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন সব ত্যাগ ক'রে কী এক দুর্নিবার প্রেরণায় আমি আপনাকে উৎসর্গ করলুম, ঐ শোণিত-লোলুপ—চেৎসিংহ—চেৎসিংহ, তুমি যাও; আমার মনের অবস্থা এখন ভাল নয়—নির্জ্জনে ব'সে আমায় একটু ভাবতে দাও।

চেৎ। অধীরা হ'য়ো না—চন্দ্রাবাঈ, বীরাঙ্গনা তুমি।

চন্দ্রা। ভুল—ভুল, চেৎসিংহ! বীরাঙ্গনা যদি হ'তে পারতুম, যদি সে সময় অন্ততঃ একটিবারের জন্য মহাপ্রাণ বৃদ্ধ আনন্দগিরির সাক্ষাৎ পেতুম।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

বুঝি আসছেন, তুমি যাও, চেৎসিংহ; বড় সন্দিগ্ধ মন তাঁর, হয় ত হিতে বিপরীত হবে।

চেৎ। কোন চিন্তা নেই, সুন্দরি! শঠে শাঠ্যং। আমি চেৎসিংহ—জয়সেন নই।

চন্দ্রা। জয়সেন—একটা মানুষের মত মানুষ।

চেৎ। তাই সে প্রিয়শিষ্য হয়েও জয়াপীড়ের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে আপনাকে উৎসর্গ করেছে, অত্যাচার পীড়িত স্বজাতি ভাইদের রক্ষা করতে। এ যুদ্ধের অন্যতম নেতা জয়সেন, গুরু-শিষ্যের সংগ্রাম দেখবার মত একটা।

জয়াপীড়ের প্রবেশ।

জয়া। চেৎসিংহ! তুমি এখানে?

চেৎ। সর্দ্দারের অনুসন্ধানে—গুপ্তচরের মুখে একটা সংবাদ শুনে।

জয়া। কি সংবাদ?

চেৎ। শত্রুপক্ষের অন্যতম নেতা জয়সেন সৈন্যদের নূতনভাবে শিক্ষিত করেছে আর প্রতিজ্ঞা করেছে—

জয়া-। প্রতিজ্ঞা করেছে!

চেৎ। হয় জলন্ধরের উত্থান, নয়—

জয়া-। পতন—কেমন? তাই হবে, চেৎসিংহ! জলন্ধরের পতন অনিবার্য্য। শত্রুর সৈন্যবল না বুঝে একবার আক্রমণ ক'রে বিফল-মনোরথ হয়েছি ব'লে মনে ক'রো না—চেৎসিংহ, এবারও পরাজয় কলঙ্কের ছাপ নিয়ে ফির্‌ব। দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ করেছি—ক্ষুদ্র পিপীলিকার মত তাদের টিপে মার্‌ব ব'লে। বিশ্বাস-ঘাতক জয়সেন—

চন্দ্রা। বিশ্বাসঘাতক!

চেৎ। একশ'বার; যাকে বলে নেমক্‌হারাম। এই যুদ্ধ-বিদ্যাটা সর্দ্দার তাকে শিখিয়েছেন হাতে ক'রে। মা-হারা এতটুকু ছেলেকে সহোদরের স্নেহ দিয়ে মানুষ কর্‌লেন, তার কি না এই প্রতিদান! একশ'বার—হাজারবার নেমক্‌হারাম সে।

জয়া-। বিশ্বাসঘাতক সে হ'ত না, চেৎসিংহ! ভণ্ড, প্রতারক আনন্দগিরিই তাকে বিশ্বাসঘাতক ক'রে তুলেছে। দিনরাত উপদেশের ছড়া আওড়ে তার মগজ বিগ্‌ড়ে দিয়েছে; তাই আজ সে কাশ্মীরী হ'য়েও কাশ্মীরীদের ছেড়ে উৎপীড়িত সহায়হীন জলন্ধরবাসীদের সাহায্য কর্‌তে ছুটেছে। কী ধৃষ্টতা!

চন্দ্রা। ধৃষ্টতা নয়, মনুষ্যত্ব।

জয়া-। নারীর অজ্ঞতা এইখানে; রাজ-নীতির, সমর-নীতির কোন ধার ধারে না তারা, কারণে অকারণে শুধু ছুটে যায় বুকভরা করুণা নিয়ে ব্যথিতের পশ্চাতে।

গুপ্তচরের প্রবেশ।

জয়া-। কি সংবাদ ?

চর। যুদ্ধের পূর্ব্বে শত্রুদল শ্মশানেশ্বরীর পূজার আয়োজন করছে ; পূজার সময় কল্য মধ্যাহ্ন।

জয়া-। চমৎকার সুযোগ ! চেৎসিংহ, প্রস্তুত হও, কাল আমরা আক্রমণ করব।

চেৎ। উত্তম যুক্তি, সর্দ্দার ! তাদের ইঁদুর-কলে ফেলে মারব—তাদের ইঁদুর-কলে ফেলে মারব।

চন্দ্রা। সর্দ্দার, এই কি তোমাদের রণনীতি ? অতর্কিত নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ করাই কি বীরধর্ম্ম ?

জয়া-। অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না, চন্দ্রা ! নারী তুমি, তোমাদের অধিকার অন্তঃপুর-গণ্ডীর বাইরে নয় ; যাও—

চন্দ্রা। এ নৃশংস নীতির অনুসরণ করবার অধিকার তোমারও নেই। এ সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর।

জয়া-। প্রশ্রয় পেয়ে তোমার দম্ভ আকাশে উঠেছে দেখছি, চন্দ্রা ! জেনো, জয়াপীড় হীন রমণীর সঙ্গে কখনও রাজনীতির আলোচনা করে না। আর এও জেনে রেখো, জয়াপীড়ের সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ বা প্রতিহত হবার নয়।

চন্দ্রা। তা হ'লে তুমি কৃতসঙ্কল্প ?

জয়া-। নিশ্চয়।

চন্দ্রা। যদি কেউ প্রতিবন্ধক হয় ?

জয়া-। প্রয়োজন হ'লে এই তরবারির আঘাতে সে প্রতিবন্ধকের আগাছা সমূলে উচ্ছেদ করতে এতটুকুও দ্বিধা করব না। এস—চেৎসিংহ। [জয়াপীড় ও চেৎসিংহের প্রস্থান।

চন্দ্রা। উঃ—কী ভীষণ অত্যাচার—কী নিদারুণ উৎপীড়ন—কী মর্ম্মভেদী নিষ্ঠুরতা! ঈশ্বর, এ নৃশংসতার কি শেষ নেই? তোমার সৃষ্ট এতবড় পৃথিবীটাতে নিরীহ, অসহায়, দুর্ব্বলের শুষ্ক মুখের দিকে চাইতে কি একজনও নেই?

জয়াপীড়ের পুনঃ প্রবেশ।

একি, আবার ফির্‌লে যে?

জয়া-। মনে একটু খট্‌কা হ'ল, তাই ফিরে এলুম তার মীমাংসা করতে।

চন্দ্রা। কিসের খট্‌কা?

জয়া-। খট্‌কা, তোমার এই ভাবান্তর দেখে।

চন্দ্রা। কি ভাবান্তর দেখ্‌লে আমার?

জয়া-। যেন তুমি আজকাল আগের মত নেই, যেন অনেকখানি বদ্‌লে গেছ।

চন্দ্রা। কিসে বুঝ্‌লে?

জয়া-। আগে তুমি আমাদের বিবাহের কথা কতবার তুলেছ, আমি গ্রাহ্য করি নি; এখন আর সে কথা মুখেই আন না।

চন্দ্রা। সেটা কি তোমার মঙ্গলের জন্যই নয়, কাশ্মীর-সেনাপতি? বীর তুমি, মুক্ত-স্বাধীন থেকে জগতের যতটা কাজ করতে পারবে, একটা বন্ধনে বাঁধা পড়্‌লে তোমার সে সামর্থ্য কতখানি ক'মে যাবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছ?

জয়া-। তা যেন হ'ল, কিন্তু তোমার এই ভাবান্তর দেখে আমি যদি তোমায় ত্যাগ করি?

চন্দ্রা। স্বচ্ছন্দে; যদি তাতে তুমি সুখী হও, স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করতে পার। বিবাহের বাঁধনে, নৈতিক আচারে মানুষ বাঁধা পড়ে বটে;

কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়, যদি তার মন বাঁধা না পড়ে। সম্বন্ধ মনের সঙ্গে - দেহের সঙ্গে নয়। বিবাহ ক'রেও ত অনেকে ত্যাগ করে শুনেছি, কাজেই ত্যাগটা সংসারে নূতন নয়। তোমার শৌর্য্য—তোমার বীর্য্য—তোমার মনুষ্যত্ব দেখে তোমায় আত্ম-সমর্পণ করেছি, স্বামী ব'লে হৃদয়ে তোমার সিংহাসন পেতে রেখেছি ; এইখানেই ত বিবাহের বাঁধন অনেকখানি এগিয়ে গেছে ? তোমার যা দেখে তোমায় পতিত্বে বরণ করেছি, তা যদি তোমার থাকে, তুমি আমার স্বামী—আমার জীবনে-মরণে আরাধ্য দেবতা ; কিন্তু—

জয়া-। কিন্তু কি, ব'লে যাও।

চন্দ্রা। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, তুমি তোমার মহত্ত্বের উচ্চ আসন থেকে অনেকখানি নীচে নেমে গিয়েছ ; আমি আমার যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছি তোমায় ফিরিয়ে আন্‌তে ; যদি কৃতকার্য্য হই, তবেই শুনবে আমার মুখে আবার বিবাহের কথা, নইলে—

জয়া-। নইলে – তার পর ?

চন্দ্রা। নইলে যা দেখ্‌ছ আমার একটু ভাবান্তর, তা দেখ্‌বে তখন সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়েছে ; তোমার জন্য শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ আর—

জয়া-। আর—

চন্দ্রা। আর প্রয়োজন হ'লে—প্রতিহিংসা।

জয়া-। বটে ; আচ্ছা—

[রোষভরে প্রস্থান ।

[অদূরে গীতধ্বনি]

চন্দ্রা। কে গায়? [কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] ওঃ! সেই ভিক্ষুক-বালিকা। কে আছিস্? ওই ভিক্ষুক-বালিকাকে এইখানে পাঠিয়ে দে। তাই করি না কেন? কে সন্দেহ কর্‌বে একে? ভিক্ষুকের গতি সর্ব্বত্র অবারিত। দেখি, জয়াপীড়ের নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ব্যর্থ কর্‌তে পারি কি-না।

গীতকণ্ঠে অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা।—

গান।

স্রোতের তৃণ ভেসে যায়
কোন্ সুদূরে কে জানে।
অকূল-লহর হিল্লোলে দোলে
অকূল-পাথার মাঝখানে॥
অসীমের বুকে অতি ক্ষীণকায়,
আশায় ভাসে কভু ডুবে নিরাশায়,
কেউ ত দেখে না, বেদনা বোঝে না,
শুধু অবহেলা বিষ শেল হানে॥

আমায় কি ডাক্‌ছিলেন?

চন্দ্রা। হাঁ।

অপর্ণা। কেন?

চন্দ্রা। প্রয়োজন আছে।

অপর্ণা। কি প্রয়োজন?

চন্দ্রা। সে কথা বল্‌বার আগে আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই, অপর্ণা!

অপর্ণা। বলুন।

চন্দ্রা। তুমি কি আর কোন গান জান না ?

অপর্ণা। একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

চন্দ্রা। অমন সুকণ্ঠ তোমার, গানের প্রতি মূর্চ্ছনায় সুধা ঢেলে দাও ; কিন্তু সে সুধা পান ক'রে হৃদয় ব্যথায় ভ'রে ওঠে, মনে হয়—যেন তোমার হৃদয়ের অগাধ বেদনারাশি গানের মূর্চ্ছনার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে।

অপর্ণা। ঠিক তা নয়, আমার আনন্দ ব্যথা নিয়ে, আমার সুখ ব্যথিতের ব্যথা দূর করে—আমার তৃপ্তি পরের ব্যথা নিজের বুকে নিয়ে। লোকে গান গায় তৃপ্তির জন্য ; এতেই আমার তৃপ্তি।

চন্দ্রা। তা হ'লে তুমিই পারবে।

অপর্ণা। কি পারব ?

চন্দ্রা। ব্যথিতের ব্যথা দূর করতে।

অপর্ণা। বলুন, আমার কি করতে হবে ?

চন্দ্রা। এখানে নয়, তাঁবুর আশে-পাশে সদা সতর্ক প্রহরী ; এখানকার বাতাসকেও বিশ্বাস নেই। তুমি আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ে গমনোদ্যত]

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

রক্ষী। দেবি, সর্দ্দারের আদেশ, আপনাকে নজরবন্দী রাখতে। ছাউনীর পূর্ব্বদিকের তাঁবুতে আপনার থাকবার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। আসুন আমার সঙ্গে।

চন্দ্রা। কি বললি, গোলাম ?

রক্ষী। মার্জ্জনা করবেন, দেবি ! আমি ভৃত্য, প্রভুর আদেশ পালনই আমার কর্ত্তব্য।

চন্দ্রা। এতদূর! গোলাম—না, তোরই বা অপরাধ কি? চল্—কোথায় যেতে হবে।

অপর্ণা। আর আমি?

চন্দ্রা। ভাগ্য তাদের প্রতিকূলে, অপর্ণা! আমি এখন নজরবন্দী। যে কর্ত্তব্যের উপদেশ নিতে তোমায় ডেকেছিলুম, সে কর্ত্তব্য তুমি নিজে খুঁজে নাও।

[অপর্ণার প্রস্থান।

চল—রক্ষি!

রক্ষী। সর্দ্দার আরও বলেছেন, আপনি যদি এ স্থান পরিত্যাগ করতে না চান, তা হ'লে এইখানেই থাকতে পারেন।

চন্দ্রা। প্রয়োজন নেই তোমার সর্দ্দারের এ অযাচিত করুণায় —প্রয়োজন নেই চন্দ্রার এই মনোরম সুখময় বিলাস-কক্ষে। আজ হ'তে চন্দ্রার সমস্ত সুখ—সমস্ত শান্তি—সমস্ত আকাঙ্ক্ষার এই-খানেই সমাধি।

[রক্ষীসহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ। কাল—সন্ধ্যা

কর্পূরচাদের প্রবেশ।

কর্পূর। নাঃ—সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। শাস্ত্রেও বলে, "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।" খুব খাঁটী কথা। গরীব বামুনের ছেলে, তোমার এ ঘোড়া-রোগ কেন? রাজ-রাজড়ার সঙ্গে কি তোমার পোষায়? জানি সব—বুঝি সব; তবুও ত পারি না। কি যেন এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমার টিকি ধ'রে নিয়ে চলেছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পথে। রাজার ইচ্ছা, যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্মশানেশ্বরীর পূজা করা—আর তার সমস্ত ভার আমার উপর। বামুনের ছেলে বটে; কিন্তু পূজার মন্ত্র এক বর্ণও মনে নেই। থাক্‌বেই বা কেমন ক'রে? দিন রাত মোসাহেবী আর ভাঁড়ামীই ক'রে আস্‌ছি, পূজা-অর্চ্চনা ত দূরের কথা, গায়ত্রী দেবীই কর্পূর-চাঁদের স্মৃতিপট থেকে কর্পূরের মত উবে যেতে বসেছেন। কি যে কর্‌ব—কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না!

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে কর্পূরচাঁদ, আমি তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম; রাজসভা হ'তে হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেলে তুমি, আমি ত খুঁজে খুজে সারা!

কর্পূর। এটা ত আর নূতন ব্যাপার নয়, সেনাপতি মশায়!

উবে যাওয়াটাই কর্পূরের ধর্ম্ম ; একটা গোল মরিচ সঙ্গে দিলে আর এতটা কর্ম্মভোগ হ'ত না।

চন্দ্র। জড় কর্পূরের বেলায় সে নিয়ম খাটে বটে ; কিন্তু তুমি যে সচল মনুষ্য-কর্পূর।

কর্পূর। আজ্ঞে, নিয়মটা একই, জড়ের পক্ষেও যা—সচল মানুষের পক্ষেও তাই ; প্রভেদ শুধু সজীব আর নির্জ্জীব। সজীব কর্পূরের জন্য গোলমরিচটীও সজীব চাই, সেনাপতি মশায়! যা'ই হোক্—যখন উবে যাওয়া পদার্থটাকে ফিরে পেয়েছেন, তখন ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হবার চেষ্টা কর্‌বেন ; এখন প্রয়োজনের কথাটাই বলুন।

চন্দ্রা। কাল শ্মশানেশ্বরীর পূজা।

কর্পূর। আজ্ঞে, সে ত জানা কথা ; নূতন কিছু——

চন্দ্রা। নূতনত্ব আছে বই কি ; দেবী-পূজায় বলি হবে না মহারাজের এই আদেশ ছিল ; এখন মহারাজ মত বদ্‌লেছেন।

কর্পূর। অর্থাৎ বলি হবে, কেমন ? তা বেশ, আজ্ঞা করুন কি বলি হবে ; কুষ্মাণ্ড-বলি, পশু-বলি ; না নর-বলি ? প্রথম দুটো দুষ্প্রাপ্য হবে না, তবে শেষেরটী হ'লে একটু চিন্তার বিষয় বটে।

চন্দ্র। মহারাজের ইচ্ছা, একবিংশতিটী ছাগ-বলি দেওয়া, আর তা সংগ্রহের ভার আপনারই উপর।

কর্পূর। একটী নয়—দুটী নয়, এক কুড়ি একটী ছাগ ; তাও সংগ্রহ কর্‌তে হবে কাল মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে।

চন্দ্র। হাঁ।

কর্পূর। অভাবে মহারাজ কোন বিনিময়ের কথা বলেছেন কি ?

চন্দ্র। পশুর বিনিময়ে পূজার বলি আর কি হ'তে পারে, তা ত জানি না, কর্পূরচাঁদ! ব্রাহ্মণ তুমি, তুমি বল্‌তে পার?

কর্পূর। আজ্ঞে, এককুড়ি একটা নিরীহ ছাগ শিশুর পরিবর্ত্তে একটি সদ্‌ব্রাহ্মণ; তাতে দেবী শ্মশানেশ্বরী শুধু তৃপ্তিলাভ কর্‌বেন না, চার হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, মহারাজের এ অভিযান সফল হবে সহস্র সহস্র নর-মুণ্ডের সঙ্গে বিজয়-গৌরব অর্জ্জন ক'রে।

চন্দ্র। তুমি পরিহাস কর্‌ছ, কর্পূরচাঁদ!

কর্পূর। আজ্ঞে, পরিহাস কর্‌ব আমি শক্তিমান্ জলন্ধর সেনাপতির সঙ্গে? এত অল্প সময়ে এতগুলি ছাগ-শিশু সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয় বলেই, বিনিময়ের প্রস্তাব করেছি; আর সে বিনিময় সংগ্রহ করাও কঠিন হবে না, সেনাপতি মশাই।

চন্দ্র। নরবলি সংগ্রহ সহজ সাধ্য?

কর্পূর। আজ্ঞে হঁা, নগণ্য নর কি-না, সংগ্রহ অতি সহজ-সাধ্য; এ পূজায় পুরোহিত হ'তে পেরেছি, আর বলি হ'তে পার্‌ব না? উদ্দেশ্যহীন একঘেয়ে জীবনে একটা নূতন হবে।

চন্দ্র। মূর্খ—

[প্রস্থান।

কর্পূর। মূর্খ আমি একশ'বার; নইলে তোমার মত কাঠ-গোঁয়ারের সঙ্গে রসিকতা কর্‌তে যাই? তাই ত, এখন করি কি? কে এমন পরামর্শ দিলে রাজাকে, নিরীহ পশুদের হত্যা ক'রে দেবীকে তুষ্ট কর্‌তে? হা রে অবোধ! তাও আবার ভার দিলেন, আমার মত যোগ্য পাত্রের উপর। একটা নয়—দুটো নয়, এককুড়ি একটা ছাগল সংগ্রহ করা; শেষটা চুরি কর্‌তে হবে না-কি?

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। কি চুরি কর্‌বে, ঠাকুর ?

কর্পূর। চুরি ? রামচন্দ্র ! ও—স্ত্রীলোক তুই ? যাক্—বেঁচে গেলি এ যাত্রা ; নইলে কর্পূরচাঁদকে চোর বদ্‌নাম দেবার ফল এখনই হাতে হাতে পেতিস্।

অপর্ণা। তুমি চুরি কর্‌তে পার—আর আমি বল্‌তে পারি না ?

কর্পূর। আমি চুরি করেছি ? তুই দেখেছিস্ ?

অপর্ণা। আমি শুনেছি।

কর্পূর। কি শুনেছিস্ ?

অপর্ণা। চুরি করার কথা।

কর্পূর। কর্‌বার কথা শুনেছিস্—তাতেই চোর হলুম নাকি ?

অপর্ণা। হ'লে বৈকি ; চুরি কর্‌ব বলাও যা, চুরি করাও তা।

কর্পূর। মুখে বল্‌লেই—কাজে করা হ'ল ?

অপর্ণা। পাপ-সঙ্কল্প মনে স্থান দেওয়াও পাপ।

কর্পূর। কিন্তু আমার যে উপায় নেই ; রাজার হুকুম।

অপর্ণা। রাজা এমন অন্যায় হুকুম দিয়েছেন ?

কর্পূর। না দিয়েই বা করেন কি ? শ্মশানেশ্বরীর পূজা—বলি চাই-ই চাই।

অপর্ণা। বলি না হ'লে কি পূজা হয় না ?

কর্পূর। হ'ত যদি, তা হ'লে কখনই এ হুকুম দিতেন না।

অপর্ণা। পুরোহিত বুঝি এ উপদেশ দিয়েছেন ?

কর্পূর। পুরোহিত ত আমি !

অপর্ণা। তুমি পুরোহিত! তা হ'লে তুমি ত ইচ্ছা করলে এ অহৈতুক জীবহত্যা বন্ধ করতে পার।

কর্পূর। সে শক্তি যদি থাকত! এখন বলছিলুম কি, তুই ত অনেক জায়গায় যাস্; আমায় পাঁঠার সন্ধান ব'লে দিতে পারিস্?

অপর্ণা। চুরি করবে?

কর্পূর। আরে রামচন্দ্র! চুরি করব কেন? না ব'লে চেয়ে আনব। সে বড় সুন্দর ব্যবস্থা; স্ত্রীলোক তুই—মর্ম্ম বুঝবি না।

অপর্ণা। দরকার নেই আমার মর্ম্ম বুঝে। আমি বিস্মিত হচ্ছি, তুমি এত বড় একটা রাজার পুরোহিত, পার্শ্বচর হ'য়ে সামান্য একটা ছাগের সন্ধানে নগণ্য স্ত্রীলোকের শরণাপন্ন হয়েছ। ছিঃ—ছিঃ!

কর্পূর। আরে একটা কোথায়? এককুড়ি একটা।

অপর্ণা। এ অঞ্চলের সমস্ত ছাগ একত্র করলেও তোমার নির্দ্দিষ্ট বলির অর্দ্ধেকও হবে না।

কর্পূর। তা হ'লে উপায়?

অপর্ণা। সন্ধান ব'লে দিতে পারি; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য।

কর্পূর। সে কি?

অপর্ণা। কাশ্মীর-সেনাপতি জয়াপীড়ের ছাউনীতে চন্দ্রা বাঈয়ের সখের পশুশালা আছে; পশুশালা বললে নিতান্ত ছোট করা হয়, বলা যায় তাকে একটা ছোট-খাট পশুর উপনিবেশ। তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, ঠাকুর!

কর্পূর। তাই ত!

অপর্ণা। যা সামর্থ্যের বাইরে, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাও কেন, ঠাকুর? আমার কথা শোন, পুরোহিত তুমি, চেষ্টা কর বলি বন্ধ করতে। আচ্ছা ঠাকুর— [নীরব]

কর্পূর। বল্‌তে গিয়ে থাম্‌লি কেন? কি বল্‌তে চাস্—বল্।

অপর্ণা। বল্‌ব আর কি? শুনেছি, কাশ্মীর-সেনাপতি নাকি রাজার সঙ্গে যুদ্ধে একবার হেরে গিয়ে আবার নূতন উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করছেন; খুব শীগ্‌গীর যুদ্ধ হবে। এ সময়ে এমন সমারোহ ক'রে পূজার আয়োজন কেন, বল্‌তে পার, ঠাকুর?

কর্পূর। বিজয়-উৎসবের জন্য এ যুদ্ধ নয়, অপর্ণা! এ পূজার উদ্দেশ্য, জগজ্জননীর চরণে অত্যাচার পীড়িত, নির্যাতিত, ব্যথিত দেশবাসীর কাতর আবেদন।

অপর্ণা। সকলকে ব'লে দাও—ঠাকুর, উষ্ণ অশ্রুজলের সঙ্গে নীরব ভাষায় প্রাণের আবেদন জানাতে; সমারোহ ক'রে নয়, তাতে—ঠাকুর, পূজার দিন কবে স্থির হয়েছে?

কর্পূর। কাল দিবা দ্বিপ্রহরে।

অপর্ণা। তবে কি—ঠাকুর, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও; আমি চল্‌লুম, বিশেষ কাজ আছে—আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করতে পারব না।

[প্রস্থান ।

কর্পূর। সজীব হেঁয়ালীর মত এই মেয়েটা, আজও চিন্‌তে পারলুম না ওকে। যাক্—পাঁঠার জন্যে আমি এখন করি কি?

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে রমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ।—

গান।

জাগাও নিদ্রিত ভগবান্।

এস কাতর ব্যথিত পীড়িত, ঢেলে দিয়ে মনপ্রাণ।

মধুর প্রভাতে মন্দিরে যেথা নিত্য উঠিত সামগান

কুঞ্জের মাঝে পুঞ্জে পুঞ্জে বিহগ তুলিত তান,

তটিনীর যেথা কাল জলে, মরালী খেলিত দলে দলে

খেলিত সুখে নিত্য গোধূলিতে পল্লীবালক ফুল্লপ্রাণ।

মন্দির-দ্বার রুদ্ধ এখন আকাশে বাতাসে হা-হুতাশ,

নয়নে সবার সলিল ঝরিছে মলিন মুখ ছিন্নবাস;

শিশুর হাসি কেড়ে নিল কে, নীরব বিহগী বিটপী-শাখে,

কাতর ধ্বনি উঠিছে সঘনে—কে আছ কর ত্রাণ।

সঞ্চিত যত ব্যথা বেদনা, তপ্ত-নয়ন-নীর,

এস, কে আছ কোথায় সবল দুর্ব্বল বালক যুবক বীর,

উজাড় করিয়া ঢেলে দাও তাঁরি পায়ে যাঁর দান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জয়াপীড়ের শিবির। কাল—রাত্রি।

জয়াপীড় চিন্তিত মনে একাকী পদচারণ করিতেছিলেন।

জয়া-। নারীর করুণা—সে ত স্বাভাবিক! সমরনীতি করুণার ধার ধারে না; তাই চন্দ্রা আজ অপরাধিনী। যে পরাজয় কলঙ্কের ছাপ পড়েছে চিরজয়ী জয়াপীড়ের বিজয়-পতকায়, সে ছাপ মুছতেই হবে। চন্দ্রার মুক্তি—না, এখন নয়, কাল যুদ্ধান্তে। কে? ও—চেৎসিংহ? এত রাত্রে? সংবাদ কি?

চেৎসিংহের প্রবেশ।

চেৎ। আনন্দগিরি, সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করতে চান্।

জয়া-। এই রাত্রে? প্রয়োজন?

চেৎ। মনের কথা আমার কাছে ভাঙতে চান্ না। বলেন, যা বল্‌বার আছে, সর্দ্দারের কাছে বল্‌ব।

জয়-। তুমি কি অনুমান কর?

চেৎ। আমার মনে হয়, চিরদিনের অভ্যাস যা—তাই; উপদেশের ছড়া আওড়াবেন এই যুদ্ধ সম্বন্ধে।

জয়া-। ঠিক; কিন্তু এ যুদ্ধের সংবাদ তিনি শুনলেন কেমন ক'রে?

চেৎ। আশ্চর্য্য! এ সংবাদ জানেন আপনি—আর আপনার আদেশে আমি জানিয়েছি অধীনস্থ কয়েকজন বিশ্বাসী সেনা-নায়ককে; তা ছাড়া আর যিনি শুনেছেন, তিনি ত নজরবন্দী।

জয়া-। তাই ত!

চেৎ। এতেই লোকটাকে শক্তিমান্ ব'লে সন্দেহ হয়; যেন সর্ব্বজ্ঞ।

জয়া-। তাঁকে আস্‌তে বল।

[চেৎসিংহের প্রস্থান।

সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! [কি ভাবিয়া দৃঢ়স্বরে] কিন্তু কে এ বিশ্বাসঘাতক?

আনন্দগিরি সহ চেৎসিংহের প্রবেশ।

আনন্দ-। বিশ্বাসঘাতক কেউ নয়, বৎস! বিশ্বাসঘাতক আমার মন। তোমার এই আকস্মিক নীরবতায় আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল, সেই সন্দেহ ভঞ্জন করতে আমি জলন্ধরে গিয়েছিলুম। শুন্‌লুম, বিজয়ী জলন্ধর-রাজ সমারোহ ক'রে শ্মশানেশ্বরীর পূজা কর্‌ছেন; সন্দেহ আরও বেড়ে উঠ্‌ল, তাই জান্‌তে এসেছি—[নীরব]

জয়া-। থাম্‌লেন কেন? কি জান্‌তে চান্—বলুন?

আনন্দ-। তোমার মুখ দেখেই যেটুকু জান্‌বার, তা জেনেছি; যা করতে যাচ্ছ, তা অন্যায়—অধর্ম্ম—আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে সম্পূর্ণ অন্তরায়।

জয়া-। আপনার যুক্তি আমি পরিপাক করতে পার্‌লুম না।

আনন্দ-। তা পার্‌বে কেন, জয়াপীড়? প্রতিশোধের নেশায় তুমি এখন আত্মহারা, ন্যায়-অন্যায়ের দিকে লক্ষ্য কর্‌বার অবসর কোথায়?

জয়া-। ভুলে যাচ্ছেন কেন, প্রভু? সাধন-পথ-যাত্রীর ধর্ম্মনীতি আর সামরিক নীতিতে পার্থক্য অনেকখানি।

আনন্দ-। নিরস্ত্র শত্রু দেবীপূজা কর্‌ছে, এ অবস্থায় তাদের আক্রমণ করা কি বীরধর্ম্ম ?

জয়া-। দ্বারে শত্রু জেনেও যে অসতর্ক, ফলাফল ভোগের জন্যও দায়ী সে নিজে।

আনন্দ-। তথাপি তুমি হিন্দু, জয়াপীড় !

জয়া-। সমরনীতিতে জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ নেই।

আনন্দ-। তা হ'লে তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ?

জয়া-। কার্য্যেই দেখ্‌তে পাবেন।

আনন্দ-। এখনও বিবেচনা কর, জয়াপীড় ! ভুলে যেয়ো না, ধর্ম্মের জয় চিরদিন।

জয়া-। প্রভুর করুণা কি তবে জলন্ধর-রাজের—

আনন্দ-। [সক্রোধে] জয়াপীড় ! একটা মহান্ আদর্শ থেকে তুমি এতখানি নেমে গিয়েছ, তোমার পতন সুনিশ্চয়। [গমনোদ্যত]

জয়া-। একটু অপেক্ষা করুন, প্রভু ! আপনি এখন আমার অতিথি।

আনন্দ-। এ আতিথেয়তার উদ্দেশ্য জানি, জয়াপীড় ! পাছে আমার দ্বারা তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, এই সন্দেহে তুমি চাও, আমায় কৌশলে বন্দী কর্‌তে। কোন প্রয়োজন নেই, বৎস ! চিরদিন তোমার মঙ্গল-কামনাই ক'রে এসেছি, আজও সদুপদেশ দিতে ছুটে এসেছিলুম তোমার মঙ্গলের জন্য ; বুঝ্‌লুম, বৃথা চেষ্টা আমার। মরণ কামনা ক'রে পতঙ্গ ছুটেছে আগুনে ঝাঁপ দিতে, তাকে ফেরান' অসম্ভব ; তাকে রক্ষা কর্‌তে হ'লে আগুন নিবিয়ে দিতে হয় ; তাও অসম্ভব। যাও—জয়াপীড়, তুমি তোমার ঈপ্সিত পথে, আর বাধা

দেব না, আর ভবিষ্যতে যাতে সে অভিলাষ মনে না জাগে, তার জন্য এই রাত্রেই আমি আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাব।

[প্রস্থান।

চেৎ। বুজ্‌রুক! বুজ্‌রুকের কথায় বিশ্বাস হয়, সর্দ্দার?

জয়া-। চেৎসিংহ, তুমি মানুষ চেন না। যাও—বিশ্রাম করগে এখন, রাত্রি অনেক হয়েছে।

চেৎসিংহের প্রস্থান।

আনন্দগিরিও আমার সংসর্গ ত্যাগ করলেন; করুন, সুযোগ পেয়েছি যখন—আমি আক্রমণ কর্‌বই।

[কক্ষান্তরে গমন]

উত্তরীয়ের একাংশ দ্বারা কর্পূরচাঁদকে বন্ধন করিয়া অপরাংশ ধরিয়া টানিতে টানিতে ছোট্টু প্রবেশ করিল।

ছোট্টু। আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

কর্পূর। বেগোড় গাইছ কেন, চাঁদ? এমন ঘুট্‌ঘুটে আঁধার রাতকে কোন্ চোখে দিন দেখ্‌ছ, বাবা?

ছোট্টু। আবার নেকামো! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?

কর্পূর। বাঘ কোথায়, চাঁদ? ছাগলের ঘর বল।

ছোট্টু। ফের বুজ্‌রুকি?

কর্পূর। বুজ্‌রুকি কোথায় দেখ্‌লে, বাবা? খাঁটি সত্যি কথাই বল্‌ছি।

ছোট্টু। এত রাত্রে ছাগলের ঘরে কি কর্‌ছিলি?

কর্পূর। ছাগলের গন্ধ শুঁক্‌ছিলুম, বাবা! আমার একটা ভারি শক্ত ব্যামো হয়েছে কি-না, তাই কব্‌রেজ মশাই বলেছেন—

ছোট্টু। মিথ্যে বলিস্ না, তুই ছাগল চুরি কর্‌ছিলি।

কর্পূর। রামচন্দ্র! চুরি করা আমার কোন পুরুষে অভ্যাস নেই।

ছোট্টু। তবে পাঁটা বগলে নিয়েছিলি কেন?

কর্পূর। এই সাদা কথাটা বুঝ্‌লে না, বাবা? ধর—চমৎকার একটি পদ্মফুল ফুটে রয়েছে পুকুরের মাঝখানে, তার গন্ধ শুঁকৃতে চাও যদি, আগে সেটাকে তুল্‌বে না? পাঁটাটা বগলে নিয়েছিলুম ঠিক ঐ জন্তে। [স্বগত] বোবা চাকরটাকে দিয়ে এক কুড়ি সরালুম—কিছু টের পেলে না; শেষটায় ফ্যাসাদে পড়্‌লুম, নিজে বাহাদুরী করতে গিয়ে।

ছোট্টু। তবে আস্তে আস্তে স'রে পড়্‌বার চেষ্টা করছিলি কেন?

কর্পূর। কুমতলব মোটেই ছিল না; তা যদি থাকৃত, তা হ'লে কি আস্তে আস্তে বেরুতুম, এম্‌নি ক'রে বেগে প্রস্থান কর্‌তুম।

[অসাবধান ছোট্টুর হাত ছাড়াইয়া বেগে অগ্রসর।

ছোট্টু। চোর ভাগ্‌ গিয়া—চোর ভাগ্‌ গিয়া, পাকৃড়ো—পাকৃড়ো—

কর্পূর। চোর ভাগ্‌ গিয়া—পাকৃড়ো—পাকৃড়ো—

[বেগে প্রস্থান।

ছোট্টু। পাকৃড়ো—পাকৃড়ো—

[অনুসরণোদ্যত।

সহসা দ্রুতপদে জয়াপীড়ের পুনঃ প্রবেশ।

জয়া-। কি হয়েছে? কোথায় চোর?

ছোট্টু। আজ্ঞে—আজ্ঞে. ছাগল-চোর।

জয়া-। তা এখানে কি ? এখানে এমন চীৎকার কর্‌ছিস্ কেন ?

ছোট্টু। আজ্ঞে, ধ'রে এনেছিলুম তাকে—

জয়া-।—কিন্তু চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে। মূর্খ—অপদার্থ। এ নিশ্চয় শত্রুর চক্রান্ত ; পূজার বলি সংগ্রহ কর্‌তে এসেছে পশুশালায়, আর আমার সতর্ক প্রহরী—হুঁ - চুরি করেছে ?

ছোট্টু। একটা ছাগল নিয়েছিল ; কেড়ে নিয়েছি।

জয়া-। বিশ্বাস হয় না। চেৎসিংহ—

চেৎসিংহের প্রবেশ।

তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত দিলুম ব'লে কিছু মনে ক'রো না, চেৎসিংহ ! পশুশালায় শত্রুর চর এসেছিল পূজার বলি সংগ্রহ কর্‌তে ; তুমি গণনা ক'রে দেখ, আমার সজাগ প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে তারা কতগুলো ছাগ চুরি করেছে। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তা হ'লে এই অকর্ম্মণ্য রক্ষকের শাস্তি—যাও— চেৎসিংহ, এই মুহূর্ত্তে পশু গণনা কর।

ছোট্টু। সর্দ্দার—সর্দ্দার, আমার কোন দোষ নেই।

জয়াপীড়ের পদতলে পতন ।

জয়া-। চেৎসিংহ—

চেৎ। আগে গুণে দেখ্—ব্যাটা, তার পর যা করতে হয় করা যাবে। আয় আমার সঙ্গে।

[চেৎসিংহ ও ছোট্টুর প্রস্থান।

জয়া-। ছাউনীর সজাগ প্রহরী জেগে আছে, অথচ অনায়াসে শত্রু প্রবেশ কর্‌ল এই ছাউনীর ভেতর। কী সুরক্ষিত ছাউনী

আমার! আমার রক্ষীদের এই কর্ত্তব্যে অবহেলা শত্রুও টের পেয়েছে। না, এর প্রতিবিধান আমায় কর্‌তেই হবে।

নতমুখে ধীরে ধীরে পুনঃ চেৎসিংহের প্রবেশ।

কি দেখে এলে, চেৎসিংহ?

চেৎ। সর্দ্দারের অনুমান ঠিক, ছাগ চুরি গেছে।

জয়া-। কতগুলি?

চেৎ। কুড়িটা।

জয়া-। এর অর্থ কি জান, চেৎসিংহ? এর অর্থ আমার সেনাদলের অকর্ম্মণ্যতা, দুর্ব্বলতা, কর্ত্তব্য জ্ঞানহীনতা শত্রুও টের পেয়েছে। অনুসন্ধান কর—চেৎসিংহ, এর জন্য দায়ী কে; আমি শাস্তি দেব। আর ঐ অকর্ম্মণ্য যুবককে—না থাক্, উপস্থিত ওকে শৃঙ্খলিত ক'রে ছাউনীর নিভৃত কক্ষে বন্দী ক'রে রাখ।

[চেৎসিংহের প্রস্থান।

শ্রান্ত মস্তিষ্ক; একটু বিশ্রাম চাই—একটু বিশ্রাম চাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শিলাদিত্যের শিবির। কাল—প্রভাত

বৈতালিক গাহিতেছিল।

বৈতালিক।—

গান।

দুর্জ্জনগণদলন, সুজনগণপালন গৌরবে গরীয়ান্।
অপগতিত্রাস পুরুষসিংহ মহাবল মহাপ্রাণ।
কণ্ঠে কণ্ঠে জয়গীতি যাঁর,
প্রজানুরঞ্জন দয়ার আধার,
শাসনে যাঁহার ভ্রমিছে রঙ্গে,
কুরঙ্গ কেশরী ফুল্লপ্রাণ—
শাখে শাখে পাখী ললিত পঞ্চমে
উল্লাসে সদা গাহিছে গান।

শিলাদিত্যের প্রবেশ।

শিলা। স্তব্ধ হও, স্তাবক ব্রাহ্মণ! অকারণ
কেন স্তুতিগান? নিত্য রাজ্যমাঝে ধার
বহিতেছে অশান্তির স্রোত, প্রজাগণ
সদাই সন্ত্রস্ত, শান্তিহীন, তন্দ্রাহীন,
ব্যাকুল আগ্রহে ভাবে কি-হয়—কি-হয়,
কুলবালা হাসি-খেলা ভুলি ম্রিয়মান,
ব্যাকুল হৃদয়ে কাটায় দিবস যাম।

ব্যস্ত সদা রাখিতে মর্য্যাদা চেয়ে আছে
আমাপানে কাতর নয়নে ; আর আমি
অকর্ম্মণ্য, অতিহীন অযোগ্য নৃপতি
নিস্পন্দ—নির্ব্বাক্। শক্তি নাই—ভাষা নাই
অরাতি-দলনে কিংবা সুমিষ্ট বচনে
করিতে প্রবোধ দান ! তীব্র তিরস্কার
যোগ্য পুরস্কার মোর ! তাই কর, দ্বিজ !
ভুলে যাও স্তুতিগান, কর তিরস্কার,
দাও অভিশাপ—ধ্বংস হোক্ শিলাদিত্য।

বৈতা-। অকারণ কেন আত্মগ্লানি, মহারাজ ?
ভাগ্যলিপি কে করে খণ্ডন ? সত্যাশ্রয়ী
তুমি কর্ম্মবীর, কর্ম্ম ক'রে যাও সদা।
জয়যুক্ত হও—রাজা, করি আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান।

শিলা-। নীরবে সহিছে ব্যথা হৃদয়ের মাঝে,
তবু করে আশীর্ব্বাদ মন খুলি দ্বিজ
সরল উদার ; তাই পূজ্য সকলের।

[দ্রুতপদে জয়সেনের প্রবেশ।

ব্যস্তভাবে কেন, জয়সেন ? অমঙ্গল
ঘটিল কি কিছু ?

জয়-। দেবীর প্রসাদে আজো
ঘটে নাই কোন অমঙ্গল রাজ্যমাঝে।
বুঝিতে না পারি—কেন আজিকে সহসা
বিমুখ জননী, কেন ভাগ্য প্রতিকূলে।

শিলা- । কেন ? কেমনে বুঝিলে তুমি ?

জয়- । মহারাজ,

শুনিলাম অশুভ বারতা, শত্রু-করে

বন্দী হইয়াছে রাজভক্ত দ্বিজ ।

শিলা- । কে—কে ?

কে বন্দী হয়েছে ?

জয়- । ব্রাহ্মণ কর্পূরচাঁদ ।

শিলা- । শুনেছ কি, কোন্ অপরাধে ?

জয়- । শুনিয়াছি,

পূজার বলির লাগি গিয়াছিল দ্বিজ

শত্রুপুরে নিশীথে একাকী । চোর বলি'

ধরিয়াছে তারা ।

শিলা- । কেন এ দুর্ব্বদ্ধি হ'ল ?

কেন গেল শত্রুপুরে চোরের মতন

পশুর সন্ধানে ? বলির অভাবে কভু

অঙ্গহীন না হ'ত পূজার ; কিন্তু হায়,

লক্ষ বলি দিয়া পূর্ণ না হইবে কভু

তাহার অভাব । সে আমার একাধারে

মন্ত্রী সহচর সম্পদে বিপদে সদা ।

অভাবে তাহার হারানু দক্ষিণ-বাহু ।

জয়- । বলিদান রাজার আদেশে—ভারার্পণ

ব্রাহ্মণ উপরে, রাজভক্ত দ্বিজ তাই

আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিল রাজকাজে

ছলে কিংবা বলে সংগ্রহ করিতে পশু ।

শিলা- । ভুল—ভুল যদি করিয়াছি—জয়সেন,
সংশোধন কেন না করিলে নিবারণ
করিয়া ব্রাহ্মণে ? কী হ'তে কী হ'ল আজ,
তুমি না জানিবে—তুমি না বুঝিবে, জয়সেন !
বল—বল—জয়সেন, কেমনে ব্রাহ্মণে
অরির কবল হ'তে করিবে উদ্ধার ?

জয়- । তাই ভাবিতেছি, না দেখি উপায় আর
যুদ্ধ বিনা তাহার উদ্ধারে ।

শিলা- । তাই কর ;
কর ত্বরা সমর-ঘোষণা—আক্রমণ
আমরা করিব । বন্ধ কর দেবী-পূজা ।

নেপথ্যে কর্পূরচাঁদ !

কর্পূর- । না—না, কর সমারোহে পূজা-আয়োজন ;
দেবীর কৃপায় যবে পাইয়াছি ত্রাণ,
আজি হবে সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা ।
শুনিব না কাহারো নিষেধ !

বেগে কর্পূরচাঁদের প্রবেশ ।

শিলা- । আসিয়াছ—
আসিয়াছ ফিরে, বন্ধু ? কেমনে আসিলে
সে দুর্ম্মদ অরির কবল হ'তে ?

কর্পূর- । দেবী—
মুক্তি মোরে দিয়াছেন দেবী । বুদ্ধিবলে
শত্রু-চোখে ধূলি দিয়া আসিয়াছি ফিরে,
মহারাজ ! বিংশ বলি করেছি সংগ্রহ ;

হয় যদি প্রয়োজন, আত্মবলি দিয়া
একবিংশ বলি সম্পূর্ণ করিব আজি।

শিলা-। বলির প্রস্তাব করি দেবীর পূজায়
করিতেছিলাম ব্রহ্মবধ ; কৃপাময়ী
করেছেন কৃপা তোমারে উদ্ধার করি'।
আর বলি নাহি প্রয়োজন, সমারোহে
শুধু কর পূজা।

কর্পূর-। সংগ্রহ করেছি পশু
দেবীর ইচ্ছায়, মুক্তি পাইয়াছি আমি ;
দেবী-অভিপ্রেত বলি দিব সুনিশ্চয়।
দেহ অনুমতি, রাজা ! কাল ব'য়ে যায়,
করি ত্বরা সমারোহে পূজা-আয়োজন ;
সমবেত হ'য়ে সব জলন্ধর-বাসী
অশ্রুজলে ধুয়ে দিই রাজীব-চরণ
জানায়ে মনের ব্যথা।

শিলা-। যাও—জয়সেন,
অবিলম্বে করহ ঘোষণা, হয় যেন
সম্মিলিত জলন্ধর-বাসী সর্ব্বজন
আজি দিবা দ্বিপ্রহরে দেবীর মন্দিরে।

বেগে অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। সাবধান—রাজাদেশ ক'রো না পালন,
নাহি যাও কেহ আজ দেবীর মন্দিরে,
বন্ধ কর সমারোহ, পূজা-অনুষ্ঠান।

জয়- । শুভ কার্য্যে বাধা হ'য়ে এল কোথা হ'তে
অমঙ্গলরূপা এই নারী ? মহারাজ !

শিলা- । স্তব্ধ হও, জয়সেন ! কহ, কি কারণ—
বালা, বাধা দাও তুমি দেবীর পূজায় ?
মঙ্গলের হেতু যাহা, করি তা' বারণ
অমঙ্গল ডাকি আন ?

অপর্ণা । করি নি বারণ
অকারণ, জলন্ধর-পতি ! দেবীপূজা
না করি বারণ ; সমারোহ নাহি চাই ।
শুধু নীরব সাধনা, নীরব প্রার্থনা,
অশ্রুর অঞ্জলি দান দেবীর চরণে ।
শোন—রাজভক্ত দ্বিজ, নিভৃতে একাকী
তুমি আমি দেবী-পূজা করিব সমাধা ;
সজল জলদ সম নীরব গাম্ভীর্য্যে
রুদ্ধশ্বাসে তুমি শুধু নিবেদিয়ো ব্যথা—
আমি—যত চাই দেব, সজল অঞ্জলি
অশ্রুর পাথার খুলি দেবীর চরণে ।
থাক্, কাজ নাই সর্ব্বজন সম্মেলনে ।
যেন পবন স্বননে ভেসে আসে কানে
শক্রর মন্ত্রণা—অতর্কিতে আক্রমণ !
শিহরণ পরিণাম করিতে স্মরণ ;
আবেদন তাই—হে রাজন্, কর পূজা—
শুধু পূজা, সমারোহে নাহি প্রয়োজন ।
স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা বন্দী শক্রকরে ;

তাঁর কথা ভাবিবার নাহি অবসর।
আসিয়াছি ছুটে দেশের দুর্দ্দিন বলি,
কর রাজা, বিহিত বিধান—ব্যর্থ কর
অরাতি-মন্ত্রণা।

শিলা-। সত্য অরাতি-মন্ত্রণা,
স্বকর্ণে শুনেছ তুমি ?

অপর্ণা। শুনি নাই কানে,
শুধু অনুমান ; কূটবুদ্ধি জয়াপীড়ে
না হয় প্রত্যয়। নহে কোন্ অপরাধে
পিতারে করিল বন্দী ? দীন—অতিদীন
জরাজীর্ণ সামর্থ্যবিহীন রাজভক্ত
জলন্ধর-বাসী—এই তাঁর অপরাধ।
অন্য অপরাধ—পূজা ল'য়ে আলোচনা
করিতেছিলেন আমা সনে, পর্ণকুটির
পর্ণের বেষ্টনী ছিল কবে তাহাদের
জানাইল জয়াপীড়ে বিশ্বাসঘাতক !

শিলা-। বুঝিয়াছি—অতি সত্য, নহে অনুমান।
বন্ধ কর—জয়সেন, পূজা-অনুষ্ঠান।
শ্মশান-কালিকা পূজা নীরব নিশীথে
কর তুমি, দ্বিজ ! সাথী হও, মাতা !

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য নদীতটস্থ জয়সেনের কুটির। কাল—মধ্যাহ্ন।

একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর জয়সেন ও শিশুপুত্র ক্রোড়ে ইলাবতী বসিয়াছিলেন ; উভয়ে শিশুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন।

জয়-। কি দেখ্‌ছ, ইলা ?

ইলা-। আগে তুমি বল, তুমি কি দেখ্‌ছ ?

জয়-। দেখ্‌ছি—ভগবানের দেওয়া জিনিষটীকে ; এখানে আর কি দেখ্‌বার আছে, ইলা ?

ইলা-। আমার দেখার কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে ; আমি তোমাকেই দেখ্‌ছি একটী নবাগত শিশুর মূর্ত্তিতে—কী সুন্দর ! দেখ, ঠিক তোমারই রূপ, তোমারই মাধুর্য্য, আর হাসিটুকু যেন তোমারই কেড়ে নেওয়া।

জয়-। সত্যি ?

ইলা-। তুমিই দেখ না।

জয়-। আমার কিন্তু হিংসা হচ্ছে, ইলা !

ইলা-। কেন ? কার উপর ?

জয়-। কার উপর ? যে আমার অধিকারে ভাগ বসিয়েছে। তোমার ওই মৃণালবাহুর বেষ্টনীতে আমারই একচেটে অধিকার, তোমার অগাধ ভালবাসার অংশীদার ছিল না।

ইলা-। ছিল না সত্য ; কিন্তু নূতন অংশীদারটী এসেছে, তোমার প্রাপ্য বাজেয়াপ্ত করতে নয়, তোমার অধিকারের প্রসার বাড়িয়ে দিতে।

জয়-। আচ্ছা ইলা—[নীরব]

ইলা-। থাম্‌লে কেন ? বল, কি বল্‌ছিলে ?

জয়-। না—থাক্, হয় ত মনে ব্যথা পাবে।

ইলা-। বুঝেছি, তুমি বল্‌ছিলে চন্দ্রসেনের কথা। ছিঃ—এখনও সে কথা মনে স্থান দাও ? আমার উপর তাঁর দাবী ছিল, পিতা বাগ্‌দত্ত ছিলেন ব'লে। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকল দাবী ছেড়ে দিলেন—শুধু আমার মুখ চেয়ে ; এটা কি তাঁর মহত্ত্ব নয় ? তুমি না হ'তে পার, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

জয়-। আমিও অকৃতজ্ঞ নই, ইলা ! তিনি উচ্চপদস্থ হ'লেও আমার বন্ধু ; তাঁর উপকার ভোল্‌বার নয়।

ইলা-। এত বেলা হ'ল—এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছ ?

জয়-। কেন ?

ইলা-। ভুলে গেছ বুঝি, আজ শ্মশানেশ্বরীর পূজা ?

জয়-। পূজা বন্ধ, ইলা।

ইলা-। কেন ?

জয়-। শত্রুরা আমাদের অভিসন্ধি জান্‌তে পেরেছে, সঙ্কল্প করেছে—এই সুযোগে তারা আক্রমণ কর্‌বে।

ইলা-। আক্রমণ কর্‌বে ? তারা কি হিন্দু নয় ? দেবতা মানে না ?

জয়-। জানি না। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ, ইলা ; সুযোগ বার বার আসে না।

ইলা-। পূজা বন্ধ ?

জয়-। পূজা ঠিক বন্ধ হবে না, ইলা; বন্ধ হবে—সমারোহ। দিবা দ্বিপ্রহরের পরিবর্ত্তে নীরব নিশীথে পূজা সমাধা হবে। মন্দিরে যাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্পূরচাঁদ আর একটি বালিকা।

ইলা-। কে এই বালিকা ?

জয়-। জলন্ধরের সঙ্গে আমার নূতন সম্বন্ধ ; কেমন ক'রে জান্‌ব বল। সমারোহ বন্ধ হয়েছে তারই পরামর্শে।

ইলা-। তারই পরামর্শে !

জয়-। অবজ্ঞেয় নয় এই বালিকা, ইলা! বৃদ্ধ পিতা তার শত্রু-হস্তে বন্দী—সে কথা ভুলে গিয়ে বালিকা উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছিল, জলন্ধর-বাসীদের আসন্ন বিপদের মুখ থেকে রক্ষা কর্‌তে।

ইলা-। ধন্য বালিকা ! ধন্য তোমার স্বজাতি-প্রিয়তা !

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

একি—তুমি ! তুমি এমন অসময়ে ?

চন্দ্র। তোমাদের সুসময়ে বাধা হ'য়ে এলুম ব'লে কিছু মনে ক'রো না, ইলা! যুদ্ধের জন্য আমাদের এখনই প্রস্তুত হ'তে হবে, তাই জয়কে সংবাদ দিতে এসেছি।

জয়-। আজ যুদ্ধ ?

চন্দ্র। হাঁ—আজ যুদ্ধ ; আমরা পশ্চাদ্দিক্‌ থেকে তাদের আক্রমণ কর্‌ব। পূজা বন্ধ ক'রে পূর্ব্বেই আমরা তাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করেছি ; এখন আক্রমণ ক'রে তাদের দুরভিসন্ধির যোগ্য প্রতিফল দেব। ইলা, আমরা সকলেই প্রস্তুত ; কিন্তু এখন ভাব্‌ছি, আমি শুধু তোমার জন্য।

ইলা-। আমার জন্য? কেন? তোমরা যোদ্ধা, যুদ্ধ করবে, আমি রমণী, কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমাদের বিজয়-বার্ত্তার প্রতীক্ষা করব।

চন্দ্র। এই অরক্ষিত কুটীরে থাকা আমি ভাল বিবেচনা করি না।

ইলা-। দু'-দু'জন সেনানায়কের রক্ষণাবেক্ষণে থেকেও নিজেকে রক্ষকহীন মনে করতে শুধু লজ্জা করছে না, হাসিও পাচ্ছে।

চন্দ্র। কিন্তু যুদ্ধের সময় কে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে, ইলা?

ইলা-। যিনি জগতের কীট-পতঙ্গ আদি ক'রে সকলকে রক্ষা করছেন—তিনি।

চন্দ্র। হ'লেও—আমাদের মহারাজও ভগবানের প্রেরণা বৈ ত নয়? আমাদের প্রকৃত রক্ষক এখন তিনিই স্বয়ং ভগবান্-রূপে। রাজপরিবার সুরক্ষিত গিরিদুর্গে অবস্থান করছেন; মহারাজের ইচ্ছা, তুমিও তাঁদের সঙ্গিনী হও।

ইলা-। আমি যদি তোমাদের সঙ্গে যাই?

জয়-। যুদ্ধের সময়!

ইলা-। চমকে উঠলে যে? আমি সঙ্গে থাকলে বুঝি যুদ্ধ করতে পারবে না? দুর্ব্বলা নারী সঙ্গে থাকলে বুঝি বীর পুরুষকেও দুর্ব্বলতা আশ্রয় করে?

চন্দ্র। তা নয়, ইলা! ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমি এখন একাকিনী নও; আপদের ভাবনা নিজের জন্য না ভেবো, আর একজনের জন্য ভাবতে হবে।

ইলা। আর বোঝাতে হবে না, ভাই! তোমরা যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর; শুধু একটা অনুরোধ—ভগিনীর শেষ অনুরোধ, বল—রাখ্‌বে?

চন্দ্র। রাখ্‌ব—ইলা, যদি সামর্থ্যের বাইরে না হয়।

ইলা। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?

চন্দ্র। বলেছি ত ইলা, প্রয়োজন হ'লে তোমার জন্য প্রাণ দেব।

ইলা। তা চাই না, চন্দ্রসেন! যেমন হাসিমুখে আজ আমার স্বামীকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তেম্‌নি হাসিমুখে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ো।

চন্দ্র। তার জন্য আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত পণ রইল; এখন মা শ্মশানেশ্বরীর ইচ্ছা!

ইলা। চল—কোথায় যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশানেশ্বরীর মন্দির-সম্মুখ। কাল—মধ্যাহ্ন।

চারণীগণ গাহিতেছিল।

চারণীগণ।—

গান।

ওগো শুভদে, এস বরদে,
ওগো শঙ্করী জয়দে মা।
আকুল হিয়া কাঁপিছে তরাসে,
দে গো অভয় হর-রমা॥
আসে ওই ঝঞ্ঝা প্রলয় স্বননে,
অসীম সিন্ধু ধরা কাঁপিয়ে সঘনে,
ভাসাতে ধরণী শোণিত-প্লাবনে,
বাজে ওই রণ-দামামা॥
অশনি গরজে অরাতি হুঙ্কারে,
অনল-বরষে কোদণ্ড-টঙ্কারে,
প্রমত্ত পিশাচ তাণ্ডবে নাচিছে,
রুধির পিয়াসা ভঙ্গিমা॥
দলিতে দানবে দানব-দলনী,
খর্পর করে নৃমুণ্ড-মালিনী,
এস রণচণ্ডী চামুণ্ডা-রূপিণী,
রণরঙ্গিণী শ্যামা মা॥

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। ভগ্নিগণ, রুদ্ধ কর এ সঙ্গীত-স্রোত।
গাও সেই গান, সেই স্থরে—সেই তালে
সেই মূর্চ্ছনায়, যাহে বীরের হৃদয়ে
তালে তালে নেচে ওঠে শোণিতের স্রোত,
ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে যার আছে শুধু
তীব্র উন্মাদনা, বীরত্ব-গৌরব হেতু
তীব্র কশাঘাত হীন কাপুরুষগণে।
ওই গান দেবীর উদ্দেশে রাখ তুলে
তাহাদের তরে, রোদন-প্রয়াসী যারা।
রোগীর স্থপথ্য যাহা, থাক্ প'ড়ে তাহা
রোগীর কারণ, নাহি তার প্রয়োজন
নীরোগের হেতু। গাও—গাও, ভগ্নিগণ!

চারণীগণ।—

গান।

চল বীর-সাজে তাঁদের সাজায়ে দিই
মুছিয়া নয়ন-বারি,
এস বীর-জননী বীরের ভগিনী
বীরবালা বীরনারী।
কটিতটে বাঁধি করাল কৃপাণ
পৃষ্ঠে তূণীর কিরীট শিরে,
বীর বপু ঢাকি কঠিন বর্ম্মে,
বিজয়-মালিকা কণ্ঠ ঘিরে,
বীরাঙ্গনা করে রক্ত-পতাকা
গৌরবে উড়িবে সারি সারি, সারি।

কিসের দুঃখ বিদায় দানিতে

তাঁরা যে যাবেন বিজয় আনিতে

কিংবা অমরত্ব নিতে মরণে বরিয়া

সমর অঙ্গনে পড়ি॥

[চারণীগণের প্রস্থান।

অপর্ণা। মার্জ্জনা করুন, পিতা! ভুলি নাই কিছু,

ভুলি নাই আপনারে, ভুলিব না কভু

প্রতিশোধ নিতে।

কর্পূরচাঁদের প্রবেশ।

কর্পূর। শুধু ভুলে গেছ বুঝি

রাজার আদেশ, শ্মশানেশ্বরীর পূজা

আর তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ কর্পূরচাঁদে?

পাছে উবে যায় কর্পূর মরিচহীন!

কোন চিন্তা নাই, মরিচরূপিণী তুমি

থাক যদি সাথে, নাহি উবিবার ভয়,

ঘটাইব অঘটন কত অধিকন্তু।

অপর্ণা। রাজভক্ত দ্বিজ, বিলায়েছ আপনারে

রাজকার্য্যে, দেশের সেবায়। মহাপ্রাণ!

সুনিশ্চয় র'ব সাথে; দেখাইও এই

জ্ঞানহীনা বালিকারে প্রতিশোধ-পথ

কেমনে লভিবতে হয় পিতার উদ্ধারে।

কর্পূর। ওইখানে ঠেকিতেছে গোল। থাক সাথে—

নাহি করি মানা; হ'য়ো না'ক শেষে যেন

কাঁঠালের আঠা। আছে আর একগুণ—

রাতকানা আমি, তবু বদ্‌অভ্যাস আছে,
না ব'লে পরের দ্রব্য চেয়ে লই কভু :
এ সব দেখিয়া যেন বাঁকায়ো না মুখ।
জান সব—যে কৌশলে আনিয়াছি ছাগ ;
এই সব কাজে সহায় হইতে হবে।

অপর্ণা। বিপন্ন করিয়া আপনারে সাধিয়াছ
রাজকার্য্য, দেশের কল্যাণ।

কর্পূর। ব্যস্—ব্যস্.
এই সব ছোট-খাটো দু'একটা কাজ
নহে গৌরবের ; অভ্যাসের দোষে হয়।
না করিও ঘৃণা যেন ; তুমি যাও যদি,
তোমারেও শিখাইব বড় বিদ্যা এই।
বাক্যালাপে অযথা বিলম্ব, কাজ নাই,
তুমি যাও পূজা-আয়োজনে, আমি যাই
খুঁজিতে আর একটা বলি। মনে রেখো
নিশীথে দেবীর পূজা।

[নেপথ্যে কোলাহল]

বেগে হাবার প্রবেশ।

হাবা। আউ—আউ—আউ—

অপর্ণা। কি হয়েছে ?

হাবা। আউ—আউ—

[অঙ্গভঙ্গী সহকারে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন সে বুঝাইতে চাহে যে, ছাগ চুরি যাওয়ার অপরাধে পশু-রক্ষকের প্রাণদণ্ড হইবে]

কর্পূর। থাম্—ব্যাটা, থাম্; আর তোকে কস্‌রৎ দেখাতে হবে না। মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না।

অপর্ণা। তুমি বুঝ্‌তে পারলে না, ঠাকুর; আমি বুঝেছি।

কর্পূর। কি?

অপর্ণা। বল্‌ছি। আগে বল দেখি—ঠাকুর, পূজায় বলি বন্ধ করতে পার কি না? পরমা বৈষ্ণবী মাকে পশু-রক্ত দিয়ে তৃপ্ত করতে যেয়ো না, ঠাকুর; সেদিনও বলেছি—আজও বল্‌ছি।

কর্পূর। ওর কস্‌রতের অর্থও কি তাই?

অপর্ণা। ঠিক তা নয়, তবে বলি বন্ধ করলে একজন নিরীহ লোকের প্রাণরক্ষা হয়।

কর্পূর। কেমন ক'রে?

অপর্ণা। আমার মনে হচ্ছে, নিষ্ঠুর কাশ্মীর-সেনাপতি তোমার কৃত-অপরাধের জন্য আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছে, অথচ সে নিরপরাধ।

কর্পূর। বোধ হয়, পশু-রক্ষককে?

অপর্ণা। হাবার কথায় ত তাই মনে হয়।

কর্পূর। প্রভু ভৃত্যকে শাসন করবে, এতে অন্যায়টা কি দেখ্‌লে, অপর্ণা? আর তার জন্য তোমরাই বা বলি বন্ধ করবে কেন?

অপর্ণা। প্রাণদণ্ড দিয়ে শাসন করা!

কর্পূর। প্রাণদণ্ড হবে?

হাবা। আউ—আউ—

কর্পূর। কি করতে চাস্, অপর্ণা?

অপর্ণা। ছাগ ফিরিয়ে দিতে।

কর্পূর। সেই বাঘের খোপরে গিয়ে ফল কি হবে জানিস্?

যে শাস্তি পাচ্ছিল, সে হয় ত বেঁচে যাবে ; কিন্তু ছাগ ফিরিয়ে দিতে যিনি যাবেন, তাঁকে আর ফির্‌তে হবে না।

অপর্ণা। তা যদি হয়, আমিই দেখ্‌ব কাশ্মীর-পতির নিষ্ঠুরতার শেষ কোথায়। তুমি পূজার ভার এক্‌লা নাও—ঠাকুর . আমি ছাগ ফিরিয়ে দিতে শত্রু-শিবিরে যাব।

কর্পূর। তাই ত!

অপর্ণা। ভাব্‌বার কিছু নেই, ঠাকুর: যা কিছু আছে কর্‌বার। আয় হাবা—

[অপর্ণা ও হাবার প্রস্থান।

কর্পূর। করুক—তাই করুক, কাজ নেই বলি দিয়ে, পরমা বৈষ্ণবী মা। কিন্তু সে কি ফির্‌বে? তাকে ফেরাতেই হবে; তবে পূজা কর্‌ছি কেন? মা রয়েছে কেন? যদি না ফেরে বুঝ্‌ব, সব বুজ্‌রুকি, পূজো বুজ্‌রুকি—বলি বুজ্‌রুকি—ধর্ম্ম বুজ্‌রুকি, মা নেই।

আনন্দগিরির প্রবেশ।

আনন্দ-। কে বলে—মূর্খ, মা নেই?

কর্পূর। [স্বগত] ও বাবা—এ যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য! হঠাৎ এখানে ওঁর আবির্ভাব? [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে, আমিই বল্‌ছি; চোখে ত কখনও স্বরূপমূর্ত্তি দেখ্‌লাম না? যা দেখেছি—যা দেখ্‌ছি, সেটা মানুষের মনগড়া ছবি, নয় একটা মাটীর নির্জ্জীব প্রতিমা; কাজেই ঠিক বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না।

আনন্দ-। তুমি ব্রাহ্মণ?

কর্পূর। আজ্ঞে, বাবা তাই বল্‌তেন; তাঁর দেখাদেখি এখন লোকেও তাই বলে।

আনন্দ-। ব্রাহ্মণ হ'য়েও তুমি এমন নাস্তিক ?

কর্পূর। কারণটা ত আগেই বলেছি, শুক্রাচার্য্য মশায় !

আনন্দ-। ঠিক—উপযুক্ত আখ্যা দিয়েছ আমায়। প্রীত হলুম তোমার স্পষ্ট বাক্যে। ব্রাহ্মণ তুমি, আশীর্ব্বাদ করতে পারি না; মায়ের কৃপায় তোমার মনের এই অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর হোক।

কর্পূর। তা যেন হ'ল; কিন্তু মশায়ের এদিকে আসার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কি? তবে শত্রুপক্ষের লোক আমি; যদি আপত্তি না থাকে—

আনন্দ-। আমি তীর্থ-পর্য্যটনে চলেছি, ব্রাহ্মণ; অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নেই।

[প্রস্থান।

কর্পূর। এমন রমারমের সময় দৈত্যগুরুর এমন বৈরাগ্য হ'ল কেন? শুনেছি এর পরামর্শ ছাড়া কাশ্মীর-সেনাপতি জয়াপীড় এক পাও নড়েন না; আজ সেই পরামর্শদাতা চললেন তীর্থ-পর্য্যটনে! উঁহু—এর ভেতর মতলব আছেই আছে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র-। ব্রাহ্মণ, রাজার আদেশ শুনেছ ?

কর্পূর। আজ্ঞে, মহারাজ ত মুহুর্মুহুঃ আদেশ দিচ্ছেন, পান দে রে, পাখা নিয়ে আয় রে, তামাক দে রে, ইত্যাদি ইত্যাদি চব্বিশ ঘণ্টা। কাছে থাকলে তার কতকগুলো শুনতে পাই; কিন্তু দূরে থেকে কিছু শোনবার মত আমার কান নেই, সেনাপতি মশায়!

চন্দ্র-। তোমার ও ভাঁড়ামি রাজার কাছে উপাদেয় হ'তে পারে ; সকলের কাছে নয়—মনে রেখো।

কর্পূর। মনে ত রাখি, সেনাপতি মশায় ; তবে কি জানেন—মন না মতিভ্রম ! মাঝে মাঝে আর্ষ প্রয়োগ হ'য়ে যায়, তার জন্তে কিছু মনে কর্বেন না। আপনারা বীর-রসের লোক ; সত্যই ত অন্য রস আপনাদের মুখে যেন—যেন—

চন্দ্র-। থাক্ ; শোন, যা বল্তে এসেছি। মহারাজের আদেশ, পূজায় বলি হবে না।

কর্পূর। বীররসে দিব কি উত্তর, সেনাপতি ?
মহারাজ দিলেন আদেশ সেইদিন,
বলি বিনা পূজা নাহি হয়। আনিলাম
অতি কষ্টে চুরি করি ছাগ ; আজি পুনঃ
দিলেন আদেশ—বলি নাহি হবে। কহ
বিচক্ষণ সেনাপতি তুমি, কি করিব
ছাগপাল ল'য়ে ?

চন্দ্র। [বিরক্তভাবে] কর যথা অভিরুচি।

[প্রস্থান।

কর্পূর। আঃ—বাঁচা গেল ! এখন মনে হচ্ছে, বোধ হয়, যা আছে !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জয়াপীড়ের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

চিন্তিতমনে জয়াপীড় একাকী পদচারণ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে হস্তস্থিত মানচিত্র দেখিতেছিলেন।

জয়া-। এইস্থান—সুরক্ষিত এর তিন দিক্।
এই দিক্ হ'তে যদি করি আক্রমণ,
নাহি পথ পলাবার, জয় সুনিশ্চয়—
অবরুদ্ধ ফেরুপালে করিয়া বিনাশ।
সশস্ত্র যদ্যপি তারা থাকে এইখানে,
জয়াশা সম্ভব নয়। অতীব চতুর
জয়সেন, শিক্ষিত আমার কাছে; জানে
অন্ধি-সন্ধি কূট। নাহি চিন্তা—আছে পথ,
থাকে যদি সুযোগ্য নায়ক হেথা, তবে
অসম্ভব রণজয় নয়। কি সংবাদ?

চেৎসিংহের প্রবেশ।

চেৎ। সংবাদ অশুভ; বুঝি জানিয়াছে সব,
জালন্ধরিগণ আসে নাই পূজা দিতে,

জয়া-। আসে নাই পূজা দিতে! সত্য এ বারতা?
নিজেই কি লয়েছ সংবাদ? কিংবা কোন
মিথ্যাবাদী শত্রুচর ভুল বুঝাইল?

চেৎ এক বর্ণ মিথ্যা নয়। চর মুখে শুনি

আমি গিয়াছিনু নিজে করিতে প্রত্যক্ষ
সত্য-মিথ্যা ; দেখিলাম, নাহি একজন,
রুদ্ধদ্বার দেবীর মন্দির।

জয়া-। কেহ নাই ?

চেৎ। নাই।

জয়া-। কেহ নাই ?

চেৎ। নাই—কেহ নাই, শূন্য
মন্দির-প্রাঙ্গণ—রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার।

জয়া-। বিশ্বাসঘাতক আছে সুনিশ্চয় এই
সৈন্যদলে। বৃথা সন্দ করেছি চন্দ্রায়,
সন্দিহান বৃথা গুরুদেবে। ভুল—ভুল—
আগাগোড়া করিয়াছি ভুল ! যেই ক্ষণে
পশুশালা হ'তে অরাতি হরিল ছাগ,
সেইক্ষণে ভাবিতে উচিত ছিল মোর
এই ভ্রান্তি—সেই দণ্ডে প্রতিকার করা
ছিল সমীচীন। বড় ভুল করিয়াছি !
প্রতিকার—প্রতিকার—আশু প্রতিকার।
আন বৃদ্ধ জালন্ধরী আর সে রক্ষকে,
উভয়ের বিচার করিব। আমি যাই
চন্দ্রা পাশে মাগিতে মার্জ্জনা !

চেৎ। একবার—
করিয়া মার্জ্জনা পুনঃ বিচারের ভানে
অবিচার নহেক উচিত সর্দ্দারের।
রক্ষক নির্দ্দোষ।

জয়া- । আজ্ঞাবাহী সেনা তুমি,
যুক্তি না দেখাও জয়াপীড়ে ; ত্বরা কর
আদেশ পালন ।

[চেৎসিংহের প্রস্থান ।

চন্দ্রা—চন্দ্রা—প্রিয়তমে !
বিনাদোষে দণ্ড দিছি তোমা, অপরাধী
আমি ; মার্জ্জনা কি করিবে আমারে, প্রিয়ে ?

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ ।

চন্দ্রা- । কাশ্মীরের সেনাপতি অমিতপ্রতাপ,
তুমি কেন হবে অপরাধী ? এ সংসারে
যত দোষ, যত ঘৃণা, যত শাস্তি আছে,
দিতে হয় চাপাইয়া দুর্ব্বলা নারীর
শিরে, পুরুষের এই নীতি সনাতন ।
দুর্ব্বলা হলেও নারী স'বে অবহেলে
সব জ্বালা, সব ব্যথা, সব নির্যাতন
অবাধে নীরবে, করিবে না প্রতিবাদ ।
নারী অপরাধী পদে পদে, অপরাধ—
ভালবাসা কায়-মন ঢেলে, অপরাধ—
আত্মবিসর্জ্জনে, অপরাধ—সেবা যত্নে,
তুষ্টি-সম্পাদনে । পুরুষের যোগ্য কাজ
করিয়াছ তুমি, অপরাধী কেন হবে ?
আমি আসিয়াছি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের
কৃতজ্ঞতা জানাতে তোমায় । মুক্ত পাখী
পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়ে যেতে চায় আজি

মুক্ত বায়ুপথে ওই অনন্তের পানে ;
তাই আসিয়াছি লইতে বিদায়, প্রিয় !

জয়া- । চন্দ্রা—চন্দ্রা—আদরিণি ! জীবনতোষিণি !
রুদ্ধস্রোত স্রোতস্বিনী মুক্ত পথে যথা
ছুটে যায় উদ্দাম গতিতে, নাহি মানে
বাধা, দৃপ্ত তেজে ভেঙে-চুরে দুইকূল,
সেইমত বাঁধ-ভাঙা অভিমান-স্রোত
ছুটেছে তোমার আজি ; সাধ্য কি আমার—
রোধ করি শুষ্ক দুটো মুখের কথায় ?
বলিবার নাহি কিছু, শুধু ক্ষমা ।
অকারণে হয়েছি কঠোর, ক্ষমা কর
অবিবেকী জনে ।

চন্দ্রা । চরণসেবিকা দাসী,
নাহি সাজে অভিমান তার । সব সয়,
সর্ব্বসহা ধরিত্রীর মত সহিবারে
নারীর জীবন । নাহি সাধ, নাহি আশা,
নাহি অভিমান ; নারী ভালবাসে যবে,
দেয় ভাসাইয়া সব প্রিয় লাগি তার
অকাতরে, প্রতিদান চাহে না কখনো ।
সেই নারী আমি,—হীনা—আমি চির-রিক্তা—
চির-পরাধীনা ; অভিমান কোথা মোর ?
আসিয়াছি লইতে বিদায়—রিক্ত যাব
তিক্ত এ-সংসার ত্যজি ; দেহ অনুমতি ।

জয়া- । তবু সেই এক কথা, বিদায়—বিদায় !

কেন চন্দ্রা, কিসের কারণ আজি তিক্ত
প্রিয়সঙ্গ তব ? কিসের কারণ ভুলি
অনুরাগ—ভুলি চির-আকাঙ্ক্ষিত আজি
সংসার-বিরাগী ?

চন্দ্রা। ভুলি নাই—ভুলিব না।
জানি ভাল—ফাটে বুক লইতে বিদায় ;
তবু যেতে হবে। দেখিতে না পারি আর
এই নৃশংসতা, শুনিতে না পারি আর
পীড়িতের বুকফাটা করুণ রোদন।
অটল প্রতিজ্ঞা তব উচ্চ আশা নিয়ে
ফল যার এই অত্যাচার, এই দৈন্য,
এই হাহাকার। তুমি পারিবে না কভু,
অসাধ্য তোমার ত্যাগ করা এ কল্পনা,
জেগে ওঠা সুখতন্দ্রা হ'তে ধুয়ে-মুছে
বাসনার আবিলতা।

জয়া-। তুমি কি জান না,
বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরা ? দিগ্বিজয়
বীরের কামনা; জীবন-মরণ ল'য়ে
বীর করে খেলা ? মৃত্যুভয়, রণভীতি
বীরের দীনতা। ভেবে দেখ পূর্ব্বকথা,
কোন্ আকর্ষণে আত্মদান করেছিলে
তুমি জয়াপীড়ে ? সেই বীর—আচরণ
সেই বীরত্বের আজি জাগাইল প্রাণে
তব নবীন বৈরাগ্য ! মানিনু বিস্ময় !

চন্দ্রা। চির কাম্য এ বৈরাগ্য মোর ; যত দৃঢ়,
যত দৃপ্ত, যত স্থির সঙ্কল্প তোমার,
বিন্দুমাত্র নহে ঊন বৈরাগ্য আমার।
আমি চাই ফিরাইতে প্রিয়তমে মোর
সুপথে, বিপথ হ'তে ধর্ম্মে কর্ম্মে ত্যাগে।
সহস্রের অভিশাপ অশ্রুশেল হ'তে
সতত করিতে রক্ষা জীবন-দেবতা—
জীবনের কর্ত্তব্য আমার।

জয়া-। ভেবে দেখি,
ভাবিবার দাও অবসর তিন দিন ;
দেখি কেবা হয় জয়ী—আজন্ম-পোষিত
উচ্চ-আশা কিংবা তব মধুময় প্রেম।

শৃঙ্খলিত গঙ্গাদাসকে লইয়া দুইজন রক্ষী ও চেৎসিংহের প্রবেশ।

চেৎ। সর্দ্দার, এই সেই বৃদ্ধ জালন্ধরী।

গঙ্গা। তা হ'লে দস্যুদলের সর্দ্দার তুমি? হাব-ভাব দৃষ্টিতেও তা বেশ বোঝা যায়।

চেৎ। বুড়ো শয়তানের জিবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব, সর্দ্দার?

গঙ্গা। অপ্রিয় সত্যগুলো আর যাতে মুখ দিয়ে না বেরোয়, কেমন?

[রক্ষী অসি নিষ্কাশিত করিল]

সেপাইজীর হাতটা ইস্‌পিস্ করছে নাকি, ওই ঝক্‌ঝকে তলোয়ারখানা আমার বুকে বসিয়ে দিতে? তা দাও-না, আবার দলপতির মুখের দিকে চাইছ কেন?

জয়া- । বৃদ্ধ, আমি জান্‌তে চাই, তোমার কন্যার সঙ্গে তোমার পরামর্শ আর কে শুনেছে ?

গঙ্গা- । সে অধিকার তোমার নেই, দস্যু !

জয়া- । আমার গুপ্ত-অভিসন্ধি চুরি ক'রে জেনেছিলে তোমরা—তুমি বা তোমার কন্যা ।

গঙ্গা- ধর্ম্মের ঢাক আপনি বেজে ওঠে, চুরি করা প্রয়োজন হয় না, নরঘাতক !

চেৎ । বড় যে লম্বা-লম্বা কথা কইছিস্ ? জানিস্, কে তোর সম্মুখে ?

গঙ্গা- । জানি, খুব জানি, একজন পরস্বাপহারী—নরঘাতক —শয়তান !

চেৎ । বৃদ্ধ শয়তান—[তরবারি কোষমুক্ত করিল]

জয়া- । তরবারি কোষবদ্ধ কর, চেৎসিংহ ! একটা মূষিক হত্যা করলে কাশ্মীরীর পৌরুষ বাড়্‌বে না । বৃদ্ধ, দেখ্‌ছি তোমার সাহস আছে ; কিন্তু এ দুঃসাহস । শৃঙ্খলিত শার্দ্দূল যেমন হিংসা কর্‌তে না পেলে প্রাণপণ শক্তিতে লোহার শেকল্‌টাকে কাম্‌ড়ে তার হিংসাস্পৃহা কতকটা দমন করে, তোমারও তাই । যদি ভাল চাও, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ।

গঙ্গা- । যদি না দিই ?

জয়া- । শাস্তি—কঠোর শাস্তি, শুন্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌বে ।

গঙ্গা- । শাস্তির কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে ওঠে কাশ্মীরী-দস্যু—জালন্ধরী নয় ।

জয়া- । বৃদ্ধ শয়তান, তোমায় কুকুর দিয়ে খাওয়াব, যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও ।

গঙ্গা-। হাঃ—হাঃ—হাঃ—এই শাস্তি ? চার পায়ের তফাৎ !

জয়া-। বল্‌বে না, কে জেনেছিল—তুমি না তোমার কন্যা ?

গঙ্গা-। না।

জয়া-। চেৎসিংহ, শয়তানের ডান হাতখানা কেটে তাতে নুন ছিটিয়ে দাও ; দেখি, বৃদ্ধ শয়তান আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় কি না।

[গঙ্গাদাসকে লইয়া রক্ষীসহ চেৎসিংহের প্রস্থান।

চন্দ্রা-। তবুও উত্তর পাবে না, কাশ্মীর-সেনাপতি ! আদেশ প্রত্যাহার কর।

জয়া-। শত্রু প্রতি এত মমতা, চন্দ্রা !

চন্দ্রা-। এ মমতার কথা নয়, সেনাপতি ! দেখ্‌ছ না, বৃদ্ধের মুখে, চোখে, দৃষ্টিতে কী অসামান্য দৃঢ়তা—যে দৃঢ়তা ঈশ্বরের আসন টলাতে পারে, তার কাছে নৃশংসতার চির-পরাজয়।

জয়া-। তুমি পার ?

চন্দ্রা-। পার্‌ব কি না, জানি নে ; তবে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি।

জয়া-। ওরে, কে আছিস্ ? বৃদ্ধ জালন্ধরীকে এখনি ফিরিয়ে আন্।

জনৈক চরের প্রবেশ।

চর। সর্দ্দার, সে পশুরক্ষক পালিয়েছে।

জয়া-। পালিয়েছে !

চন্দ্রা-। পালায় নি, কাশ্মীর-সেনাপতি ! তোমার কঠোর দণ্ডের ভয়ে ভীত হ'য়ে সে আমার শরণাপন্ন হয়েছে ; আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

জয়া-। আশ্রয় নয়, প্রশ্রয় দিয়েছ বল। জান, তার অপরাধ গুরুতর ?

চন্দ্রা-। জানি ব'লেই তাকে আশ্রয় দিয়েছি ; কারণ— তাকে শাস্তি দেবার অধিকার কাশ্মীর-সেনাপতির নেই। পশুশালা আমার, কাশ্মীর-সেনাপতির নয়।

জয়া-। হ'লেও, তার অমনোযোগিতায় শত্রুচর আমার ছাউনীতে প্রবেশ করেছে।

চন্দ্রা-। ছাউনীর প্রহরীই তার জন্য দায়ী।

জয়া-। তুমি কি বল্‌তে চাও—চন্দ্রা, সে নিরপরাধ ?

চন্দ্রা-। নিরপরাধ—এ কথা বল্‌ছি নে, তবে তার অপরাধের গুরুত্ব তুমি যতখানি মনে কর্‌ছ, ততটা নয়। যতটুকু অপরাধী হ'ক সে, তার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌ব, যদি আমি আমার ছাগ ফিরে পাই।

জয়া-। যদি ছাগ ফিরে পাও ! অপহৃত ছাগ শত্রু ফিরিয়ে দেবে ? চমৎকার ধারণা তোমার, চন্দ্রা !

গঙ্গাদাসকে লইয়া রক্ষিসহ চেৎসিংহের প্রবেশ।

চেৎ। সর্দ্দার কি আদেশ প্রত্যাহার করেছেন ?

জয়া-। হাঁ, চেৎসিংহ ! চন্দ্রা !

চন্দ্রা-। বৃদ্ধ জালন্ধরীর বন্ধন মোচন ক'রে দাও, চেৎসিংহ ! [রক্ষীর তথাকরণ]

বাবা !

গঙ্গা-। আমায় বল্‌ছ, মা ?

চন্দ্রা-। হাঁ—বাবা, শুন্‌লুম—আপনার একটী কন্যা আছে ? সে কি ঠিক আমারই মত ?

গঙ্গা-। এ প্রশ্ন কেন, মা? তুমি ভাগ্যবতী, আর সে আমার কন্যা ব'লে দুর্ভাগিনী; তার সঙ্গে তোমার তুলনা!

চন্দ্রা। তুলনা কি হয় না, বাবা? যদি আপনার মত স্নেহময় পিতার অপার্থিব স্নেহে দু'জনে সমান দাবী করে?

গঙ্গা-। [স্বগত] জয়াপীড়, তুমি সত্যই অভাগা। [প্রকাশ্যে] আমি তোমায় সে অধিকার দিলুম, মা! কি বল্‌বার আছে—বল।

চন্দ্রা। বল্‌বার? বল্‌তে যে কণ্ঠরোধ হ'য়ে আস্‌ছে, বাবা!

গঙ্গা-। বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। তুমি তোমার স্বামীর প্রশ্নের উত্তর চাও? শোন—মা, তোমার স্বামীর গুপ্ত-অভিসন্ধি সর্ব্বপ্রথম জেনেছি আমি।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। মিথ্যাকথা—আমি জেনেছি।

গঙ্গা-। না—না—আমি, আমি জেনেছি।

অপর্ণা। কন্যা-স্নেহে জ্ঞান হারিয়ে যেন মিথ্যা ব'লো না, বাবা।

গঙ্গা-। ওরে, না—না, আমিই আগে জেনেছি। জয়াপীড়—মা, বৃদ্ধের কথায় বিশ্বাস কর। আমার সরলা সুশীলা কন্যা সম্পূর্ণ নিরপরাধ; আমি চোরের মত লুকিয়ে তোমার গুপ্ত-অভিসন্ধি জেনে রাজাকে জানিয়েছি। দণ্ড দিতে হয়, আমায় দাও; আমার অপর্ণা নির্দ্দোষ।

অপর্ণা। শুন্‌বেন না—শুন্‌বেন না, কন্যাস্নেহে বৃদ্ধ পিতা আমার, ধর্ম্ম খোয়াতে বসেছেন মিথ্যাকে বাহন ক'রে। অপরাধী আমি—আমায় দণ্ড দিন; বাবা—বাবা, সত্য বলুন—ধর্ম্ম যাবে!

গঙ্গা-। [অপর্ণাকে বক্ষে জড়াইয়া] না—না, আমি অপরাধী—আমি অপরাধী, দণ্ড দেবে—আমায় দাও।

জয়া-। [ঈশ্বরের উদ্দেশে] অপূর্ব্ব! চমৎকার তুমি! বৃদ্ধ, বালিকা অপরাধী নয়—অপরাধী তুমি! যাও—বৃদ্ধ, যাও—বালিকা, মুক্ত তোমরা।

অপর্ণা। চন্দ্রাদেবি, অপহৃত ছাগ দেবতা পূজায় লাগে না; সেগুলি যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আসুন, বাবা!

[গঙ্গাদাসের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

জয়া-। বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—চন্দ্রা, তুমি কি!

জনৈক চরের প্রবেশ।

কি সংবাদ?

শিবিরের দক্ষিণ দিক্ সুরক্ষিত ছিল না—

জয়া-। শীঘ্র বল—

চর। শত্রুদল সেইদিক্‌ থেকে আক্রমণ করেছে।

জয়া-। বিশ্বাসঘাতক! চেৎসিংহ, চ'লে এস; চন্দ্রা, শিবিরে যাও, জয়— হর হর মহাদেও—

[বেগে প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ। কাল—অপরাহ্ণ।

অগ্রে চন্দ্রসেন ও তৎপশ্চাৎ জয়সেনের প্রবেশ।

জয়-। শুনে যাও—শুনে যাও—ভাই চন্দ্র, একটা কথা শুনে যাও।

চন্দ্র। অবুঝ হ'য়ো না—জয়, আলাপনের সময় এখন নয়; চারিদিকে শত্রু, সুযোগ বুঝে আক্রমণ করতে গিয়ে শত্রুব্যূহে আমরা চারিদিক্ হ'তে আক্রান্ত; এখন একটা মুহূর্ত্ত বৃথা নষ্ট করলে জয়লক্ষ্মী শত্রুকে বরণ করবেন।

জয়-। একটা কথা—বন্ধু, একটা কথা, এক লহমায় শেষ হ'য়ে যাবে।

চন্দ্র। সংক্ষেপে বল—বন্ধু, ওই—

ওই শত্রুদের জয়োল্লাস ধ্বনি—ওই
ছুটে যায় জয়াপীড় সিংহের বিক্রমে
মুক্ত অসি করে রাজা শিলাদিত্য পানে!
ওই রাজা করে নিবারণ ক্ষিপ্রবেগে
অরাতির আক্রমণ! ওই—ওই বুঝি
পড়ে রাজা শত্রুব্যূহ মাঝে! গেল—গেল,
বুঝি সব শেষ হ'ল! না—না, ওই পুনঃ
ব্যূহ ভেদ করি' রাজা ক'রে আক্রমণ

একেশ্বর জয়াপীড়ে ! বল বন্ধু—ত্বরা
শেষ কর বক্তব্য তোমার ।

জয় । ইলাবতী—
বক্তব্য আমার—বন্ধু, শুধু ইলাবতী ;
দেখো তারে, যদি নাহি ফিরি, অভাগিনী
একাকিনী ধরামাঝে । যাই—চন্দ্রসেন,
কর্ত্তব্য ডাকিছে মোরে ।

[প্রস্থান ।

চন্দ্র । অপার্থিব প্রেম !
এত প্রেম আমাতে কোথায় ? ভাগ্যবতী
ইলা যোগ্য পাত্রে করিয়াছে আত্মদান ।
ওকি ! পুনঃ জয়োল্লাস অরাতি-দলের !
বিপন্ন কি রাজা তবে ! জয় মা, জয় দে—

[বেগে প্রস্থান ।

বৃদ্ধজালন্ধরী ও একটী বালকের প্রবেশ ।

বালক । এ কোথায় নিয়ে এলে, দাদা ?

বৃদ্ধ । এখনও বুঝ্‌লি নে, ভাই ? যৌবনের লীলাক্ষেত্র, নর-রক্তে প্লাবিত—আর্ত্তনাদে মুখরিত—শত শত বীর-পদভরে প্রকম্পিত এই সমরক্ষেত্র দেখ্‌তে এলুম ; এখনও ঠিক আগেকার মত আছে কি না—বীর জালন্ধরীর রক্ত আগেকার মত বক্ষঃস্থল রঞ্জিত কর্‌ছে, না পৃষ্ঠদেশ প্লাবিত কর্‌ছে—দেখ্‌তে এলুম ; আহত জালন্ধরী বীর রণক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন কর্‌ছে, না তাদের বড় আদরের দেহটাকে অক্ষত রাখ্‌তে জলন্ধরে ফিরে যাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই দেখ্‌তে এসেছি, বুঝ্‌লি ?

বালক। কিন্তু দাদা—

বৃদ্ধ। বল্‌তে চাস্—এ দেখাটা নিরাপদ্ নয়, কেমন? তা না হয়—ক্ষতি কী? কি মূল্য এই বার্দ্ধক্য-পীড়িত জীবনের? রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে একটু একটু ক'রে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে, যদি তেমন সৌভাগ্য হয়, সে সৌভাগ্য যে আমার চির-বাঞ্ছিত, ভাই! তবে তোর কথা? এ বুড়োর বার্দ্ধক্যজীর্ণ-কম্পিত হস্তে এই তলোয়ারখানা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ কোন চিন্তা নেই। দেখ্‌ত—দেখ্‌ত—চোখে ভাল ঠাহর হচ্ছে না, কারা ছুটে যাচ্ছে?

বালক। একদল সৈন্য।

বৃদ্ধ। কাশ্মীরী, না জালন্ধরী?

বালক। জালন্ধরী।

বৃদ্ধ। জালন্ধরী! পারিস্—ভাই, আমায় হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যেতে ঐ পুরুষগুলোর কাছে? একবার দেখি, তারা কেমন ক'রে পালায়?

বালক। দাদা, জালন্ধরীরা আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে।

বৃদ্ধ। জয় মা ভবানি!

বালক। দাদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, রাজার অশ্ব আহত।

[নেপথ্যে কাশ্মীরীগণ 'আক্রমণ কর'—'আক্রমণ কর'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল]

বৃদ্ধ। কাকে আক্রমণ করলে—রাজাকে? জয়সেন—চন্দ্রসেন এঁদের কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, ভাই?

বালক। একটু অপেক্ষা কর—দাদা, আমি দেখে আসি—

[বেগে প্রস্থান।

বৃদ্ধ। ওরে, যাস্ নি—যাস্ নি—একলা যাস্ নি।

[কম্পিত পদে প্রস্থান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কাশ্মীরী ও জালন্ধরী সেনাগণ ও জয়সেন—চন্দ্রসেন, জয়াপীড়—চেংসিংহ প্রভৃতির প্রবেশ ও প্রস্থান।

পূর্ব্বোক্ত বালকের স্কন্ধে ভর দিয়া রক্তাক্ত কলেবরে শিলাদিত্যের প্রবেশ।

বালক। পেরেছি—দাদা, অনেক কষ্টে আমাদের রাজাকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে আন্তে পেরেছি। কৈ দাদা? দাদা—দাদা—

অপর্ণার স্কন্ধে দেহভার ন্যস্ত করিয়া কম্পিত চরণে রক্তাক্তদেহে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের প্রবেশ।

অপর্ণা। এই যে ভাই, তোমার দাদা। এই বার্দ্ধক্যজীর্ণ হস্তে অসি ধারণ ক'রে যে নরহন্তা দস্যুদল আমাদের নিরস্ত্র আহত রাজাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের সদলে বিনাশ করেছেন; কিন্তু যে আঘাত পেয়েছেন, সে আঘাত বুঝি এ বয়সে আর সইবে না।

বৃদ্ধ। আমি তবু ফিরে এসেছি, অপর্ণা; কিন্তু পারলুম না ফেরাতে তোমার পিতাকে। একদল আততায়ীকে নিঃশেষ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে কোথা হ'তে ছুটে এল লেলিহান কুকুরের মত আর একদল, এই মুমূর্ষু বৃদ্ধকে বধ ক'রে রাজাকে আক্রমণ করতে; আমার প্রিয়বন্ধু—তোমার বৃদ্ধ পিতা বার্দ্ধক্য-জীর্ণ দেহেও যেন যৌবনের দীপ্ত প্রভাব নিয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করলে; কিন্তু মা, আর ফিরতে পারলে না—বীরশয্যায় ধরণীর বুকে আশ্রয় নিলে!

অপর্ণা। [সরোদনে] বাবা—বাবা—

শিলা-। ফিরে নিয়ে চল্—ফিরে নিয়ে চল্—বালক, আমায় আবার সেইখানে; ওরে এখনও আমি অসি ধর্‌বার শক্তি হারাই নি।

বেগে কর্পূরচাঁদের প্রবেশ।

কর্পূর। এই নিন্—মহারাজ, দেবীর চরণামৃত পান ক'রে—

শিলা-। না—না—ব্রাহ্মণ, নদীর জলে ফেলে দাও ও চরণামৃত; কোন শক্তি নেই ওর—কোন শক্তি নেই তোমার ও দেবীর। মৃণ্ময় পুত্তলি। লোল্-রসনা আছে শুধু সন্তান-রুধির পান কর্‌তে। ঢেলে দাও—ব্রাহ্মণ, জালন্ধরী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ের তপ্ত রক্ত, তবু মিট্‌বে না ওর লেলিহান শোণিত-পিপাসা। আরও রক্ত চাই—আরও রক্ত চাই!

কর্পূর। মহারাজ—

শিলা-। না—না, প্রতিবাদ ক'রো না, ব্রাহ্মণ; দেবী নাই। বিসর্জ্জন দাও তোমার ঐ দেবী-প্রতিমা; জলন্ধর শ্মশান হ'তে বসেছে দেবী-পূজার ফলে। নৃত্য করুন দেবী এইবার তাঁর সহস্র ডাকিনী যোগিনী নিয়ে এই বিরাট্ শ্মশান-বক্ষে তাথিয়া—তাথিয়া—থিয়া—থিয়া! চল—চল্—বালক, এখনও যুদ্ধের শেষ হয় নি, শিলাদিত্য এখনও জীবিত; এখনও আমাদের—

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র-। জয় হয়েছে, মহারাজ; যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে।

শিলা-। জয় হয়েছে!

অপর্ণা। জয় মা ভবানি!

শিশুপুত্র ক্রোড়ে ইলাবতীর প্রবেশ।

ইলা-। চন্দ্রসেন, আমার স্বামী? একি, চুপ ক'রে রইলে কেন? বল—বল—বিজয়ী বীর, আমার স্বামী কোথায়? রাজা—রাজা, তুমি বল্‌তে পার, আমার স্বামী কোথায়?

চন্দ্র-। ইলা—[নীরব]

ইলা-। থাম্‌লে কেন, চন্দ্রসেন? বল—বল আমার স্বামী কোথায়?

চন্দ্র-। তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, ইলা; বোধ হয়—

ইলা-। বন্দী হয়েছেন?

চন্দ্র-। হয় ত তোমার অনুমান ঠিক।

ইলা। তুমি থাক্‌তে আমার স্বামী বন্দী হয়েছেন? রাজা—রাজা—

শিলা-। চিন্তা ক'রো না মা, এ সন্তান রইল তোমার; তোমার স্বামীকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন হ'লে সে প্রাণ দেবে।

চন্দ্র-। জয়—মহারাজ শিলাদিত্যের জয়!

অপর্ণা }
কর্পূর } জয় মা ভবানি!

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতট। কাল—অপরাহ্ণ।

শিলাদিত্যের শিবিরের একাংশ। চন্দ্রসেনের পটমণ্ডপ সম্মুখ। একখণ্ড প্রস্তরের উপর চন্দ্রসেন বসিয়াছিলেন। চিন্তাভারে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত, শূন্য উদাসদৃষ্টি—অদূরবর্ত্তী কলনাদিনী স্রোতস্বতীর দিকে স্থির নিবদ্ধ ছিল।

চন্দ্র-। একি প্রেম? এর নাম ভালবাসা, কিংবা
আবিলতাময় এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের
প্রদীপ্ত লালসা ইহা? কামনা-বিহীন
প্রেম পবিত্র স্বর্গীয়, কভু নাহি চায়
প্রতিদান, ভালবেসে সুখী চিরদিন।
কেন তবে আজি এই মনের বিকার?
বন্ধুভাবে, সহোদরভাবে একদিন
কোল দিছি যারে, একদিন যাহাদের
অপার্থিব প্রেম দেখি মুগ্ধ—আত্মহারা,
আপনার হৃৎপিণ্ড করিয়াছিলাম
উৎপাটন নিজ হাতে, প্রাণের ইলারে
করিয়াছিলাম সমর্পণ জয়সেনে

ফুল্লমনে ফুল্লপ্রাণে—দম্ভে দেখাইয়া
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিঃস্বার্থ প্রেমের সেই
আদর্শ সুহৃদ্ আমি—আদর্শ প্রেমিক,
একি হইয়াছি ? কেন এই ভাবান্তর ?
করিয়াছিলাম পণ ইলার সকাশে
যুদ্ধযাত্রা কালে, ফিরায়ে আনিব আমি
স্বামীরে তাহার ; ভুলি পণরক্ষা-কথা,
ফিরিলাম সুস্থদেহে বিজয়-উল্লাসে
গোপনে জাগায়ে হৃদে সুষুপ্ত কামনা !
ছুটে এল অভা'গনী বড় আশা নিয়ে
আমা' পাশে, সকাতরে করিল জিজ্ঞাসা
স্বামীর বারতা তার ; নিরুত্তর আমি,
রহিলাম দাঁড়াইয়া স্থাণুর মতন !
ভাষাহীন আমি, অর্থহীন নহে কিন্তু
লুব্ধ দৃষ্টি মোর ! সেই আমি, সেই মন,
ছি—ছি—নেমে গেছি কোন্ অতলের তলে !
ধিক্—শত ধিক্ মোরে !

ইলাবতীর প্রবেশ।

ইলা। চন্দ্র দা—চন্দ্র দা,
এখনো নিশ্চেষ্ট তুমি ? প্রমোদ-উল্লাসে
মত্ত রাজা শিলাদিত্য, তুমি উদাসীন,
বিজয়ী সেনার দল উৎসবে মগন ;
আমার ক্রন্দন কেহ না শুনিতে পায় ।
তুমিও কি শুনিবে না ? স্বামীর উদ্ধারে

করিবে না একটু প্রয়াস ? একি—নিরুত্তর !
কেন নিরুত্তর, দাদা ? কহ স্পষ্ট বাণী,
কিবা উদ্দেশ্য তোমার ?

চন্দ্র। ইলা—

ইলা। বল বল,
কি বলিতে চাও সহজ সরল ভাবে ;
এতটুকু লাজ, এতটুকু সঙ্কোচের
নাহি প্রয়োজন।

চন্দ্র। ইলা—

ইলা। পারিবে না ?
অসম্মতি জানাবার এই বুঝি ভাব।
অব্যক্ত অস্ফুট ? কিসের সঙ্কোচ এত ?
কেন এত দ্বিধা ? কি জোর আমার আছে
তোমায় করিতে বাধ্য পূর্ণ অনিচ্ছায় ?
থাক তুমি রাজকার্য্যে রত—রাজভক্ত,
থাকুন প্রমোদে মত্ত জলন্ধর-পতি,
সেনাগণ করুক উৎসব প্রাণ খুলে ;
ক্ষুদ্র নগরীর ক্ষুদ্র পর্ণগৃহ মাঝে
ক্ষুদ্র ইলা, অতি ক্ষুদ্র নগণ্যা রমণী
ফেলুক নয়ন-নীর একান্তে বসিয়া—
কিবা আসে-যায় ? সংসারে এমন ইলা
কাঁদিতেছে কত, কেবা সংখ্যা করে তার ?
পিতৃহারা, মাতৃহারা, কেহ অনাথিনী
স্বজন-বান্ধবহীনা, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে

নিষ্পেষিতা, নির্যাতিতা কত শত বালা !
তাহাদের একজন এই ক্ষুদ্র ইলা !
অসংখ্য তারকা হাসে নীল নভস্তলে,
ক্ষুদ্র উল্কা খ'সে প'ড়ে যায়, অগণিত
ঊর্ম্মিমালা মাঝে ক্ষুদ্র একটী বুদ্বুদ,
লক্ষ লক্ষ নারী মাঝে অতি ক্ষুদ্র ইলা,
অজানিত, অলক্ষিত, অরক্ষিত বালা
বিপুল বিশ্বের মাঝে ! নাহি চাহে কারো
এতটুকু অনুগ্রহ—এতটুকু মায়া !
ক্ষুদ্র শক্তি তার করিবে সে নিয়োজিত
স্বামীর উদ্ধারে ।

[ইলা গমনোদ্যোগ করিলে চন্দ্রসেন দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া]

চন্দ্র । কোথা যাবে—কোথা যাবে,
ইলা ?

ইলা । পথ ছাড়—পথ ছাড়—

চন্দ্র । কেন ?

ইলা । কেন !

চন্দ্র । কেন যাবে, ইলা ?

ইলা । কেন যাব ? একি প্রশ্ন,
চন্দ্রসেন ? ওকি দৃষ্টি নয়নে তোমার ?
ওকি ক্রূরহাসি খেলিতেছে ওষ্ঠাধরে ?
পতিপাশে যেতে চায় বিরহ-বিধুরা,
সর্ব্বহারা, উন্মাদিনী, সহায়-বিহীনা,

তুমি কেন বাধা দাও তারে? কোন্ স্বার্থে,
কোন্ প্রয়োজনে গতিরোধ কর তার?
বুঝিলাম, চিনিলাম তোমা এতদিনে,
চন্দ্রসেন! অকৃত্রিম সুহৃদ্-বৎসল,
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তুমি। রসনায় মধু,
তীব্র কালকুটভরা অন্তর তোমার।
দৃপ্ত কামনার দাস হারায়েছ সব—
ন্যায়, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, বিচার, বিবেক।
ধিক্—ধিক্ চন্দ্রসেন! ছাড়—পথ ছাড়।

[চন্দ্রসেন নতমুখে ইলাব গন্তব্য পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন]

আছে কি শুনিতে সাধ আমার উত্তর?
শোন তবে ব'লে যাই, আমি যাইতেছি
স্বামীর উদ্ধারে যদি পারি, অন্যথায়
মাথা খুঁড়ি লৌহকারা-দ্বারে বিসর্জ্জন
করিব এ প্রাণ; তবু কভু না হইব
দ্বিচারিণী।

[বেগে প্রস্থান।

চন্দ্র। নীচতার যোগ্য পুরস্কার!
এই কি যথেষ্ট? না—না, আরো তিরস্কার
কর, ইলা! বেত্রাঘাত, পদাঘাত কিংবা
আরো কিছু গুরুদণ্ড দিতে সাধ যদি,
দাও—ইলা, অবাধে সহিব। অতি ঘৃণ্য,
অতি নীচ, মনুষ্যত্ব-হীন নরাধম,

অযোগ্য মনুষ্য নামে, নররূপী পশু
আমি ! ধিক্ উচ্চ-আশা ! চন্দ্রমা ধারণে
সাধ বামন হইয়া ! দেবতা-বাঞ্ছিত
যজ্ঞহবি করিতে ভক্ষণ সাধ করে
হীন সারমেয় ! ধিক্—শত ধিক্ মোরে !
কিন্তু সহস্র ধিক্কারে কভু কি হইবে
প্রায়শ্চিত্ত এ মহা পাপের ? অসম্ভব ;
আপনি যাইব আমি বন্ধুর উদ্ধারে।
ছলে, বলে অথবা কৌশলে জয়সেনে
করিব উদ্ধার ; প্রাণ যায়—সেও ভাল।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশানেশ্বরীর মন্দির। কাল—সন্ধ্যা।

মন্দিরের সম্মুখভাগে চত্বরে বসিয়া অপর্ণা ফুলের সাজি হইতে পূজার ফুল বাছিতেছিল এবং আপন মনে গাহিতেছিল।

অপর্ণা।—

গান।

ছিল সঞ্চিত যত প্রাণের কামনা,
ঢালিয়া দিয়াছি তোমারি পায়।
ধুয়ে-মুছে গেছে আশার রেখাটী
প্রবল বন্যা নিরাশায়॥
মাথার উপর অনন্ত নীলিমা
সমুখে বিজন বেলা,
বিশাল বিশ্বে আমি একাকিনী
খেলিতেছি ধূলা-খেলা,
কোথায় সাথী খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রতিধ্বনি কয় নাই—নাই—নাই,
এই ত রয়েছ তুমি, ওগো হৃদয়-স্বামি
মনো-মন্দিরে দিবস যামিনী
মিলন তোমায় আমায়॥

কর্পূরচাঁদের প্রবেশ।

কর্পূর। রাজ্যশুদ্ধ সকলে বিজয়-উৎসবে আনন্দ করছে, আর তুমি এখানে ব'সে কান্নার সুর তুলেছ কেন, অপর্ণা?

অপর্ণা। মানুষের জন্মগত অভ্যাস যা, তাই। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়েছি যখন, তখন কান্নাটাই যে স্বাভাবিক। অত্যাচারে, উৎপীড়নে যখন বনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদ্‌তে সুরু কর্‌লে, তখন আরম্ভ হ'ল তোমাদের এই হত্যা-উৎসব—আর নির্য্যাতিতের বুকফাটা কান্নার রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত; তারই চরম পরিণতি তোমাদের এই বিজয়-উৎসবের আনন্দ—নয় কি, ঠাকুর?

কর্পূর। তুমি যে একজন খুব বড় দার্শনিক হ'য়ে উঠেছ, অপর্ণা!

অপর্ণা। চোখের জলে দর্শনশক্তি লোপ পেতে বসেছে, তবুও আমি দার্শনিক, ঠাকুর?

কর্পূর। তোমাকে কথায় পার্‌বার যো নেই।

অপর্ণা। তা হ'লে হার মান্‌লেন, বলুন?

কর্পূর। কর্পূরের পরাজয় শুধু গোলমরিচেরই কাছে, উবে যাবার অমোঘ যাদুমন্ত্র ঐখানেই নিষ্ফল। একি! রাজা যে! এ সময়ে এখানে?

শিলাদিত্যের প্রবেশ।

শিলা-। বিজয়-উৎসবে মত্ত জালন্ধরীগণ,
তোমরা হেথায়? কেন যোগ দাও নাই
সে উৎসবে?

কর্পূর। দেখি শুধু অন্যায় আচার
জালন্ধরী ক'জনার, চটিয়া-মটিয়া
আসিয়াছি প্রতিকার করিতে হেথায়।
যুদ্ধে মৃত্যু কিংবা বন্দী হয় শত্রু-করে,

এই সনাতন নীতি জেনে-শুনে যারা
করে হাহাকার—বক্ষে করে করাঘাত,
নহে কি তা দুর্নীত আচার, মহারাজ ?
পতি পুত্র মরেছে—মরুক, হ'য়ে থাকে
থাক্ বন্দী, চিরদিন হইতেছে ইহা ;
কিন্তু বিজয়-উল্লাস ভাগ্যে নাহি ঘটে
বার বার। বোঝে না ক' এতই অবুঝ
তারা, মহারাজ ! নীতির জাঁতায় ফেলে
পিষে ফেলা যোগ্য শাস্তি তাহাদের লাগি
আর একদল করিতেছে আর্ত্তনাদ
প্রাণ যায়, উদরে আগুন জলে বলি।
আতঙ্ক হইল দেখি দুর্দ্দশা তাদের ;
ভাবিলাম, আশা আছে তবু বাঁচিবার
দুই-এক দিন ; কিন্তু ধরিলে কোঁচায়
সে আগুনে হতভাগ্য মরিবে এখনি ;
তাই শান্ত্রীদলে ত্বরা দিলাম আদেশ—
ডুবাইতে তাহাদের সরসী-সলিলে
একে একে।

অপর্ণা।　　একি সত্যকথা ?

কর্পূর।　　মিথ্যা বলা
তেমন অভ্যাস নাই।

অপর্ণা।　　ভাবিলে না বুঝি,
শ্বাসরোধে অভাগারা মরিবে নিশ্চয় ?

কর্পূর। আগুনে পোড়ার চেয়ে সে মরণ ভাল।

ক্ষুধিত উৎপীড়িত কণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে পল্লীবাসী পুরুষ, ও বালকগণ উপস্থিত হইল।

সকলে।—

গান

কই রাজা—কোথায় রাজা—
প্রজার দেবতা প্রজার প্রাণ।
আর ত সহে না ক্ষুধার তাড়না
আশ্রিতজনে কর গো ত্রাণ॥

পুরুষগণ।— বিজয়-উৎসবে মত্ত নগরী,
বালকগণ।— পেটের জ্বালায় মোরা জ্ব'লে মরি,
স্ত্রীগণ।— বস্ত্র বিনা কিসে সরম নিবারি,
কেমনে রহিবে নারীর মান॥

পুরুষগণ।— বিন্দুমাত্র বারি নাই সরোবরে,
বালকগণ।— গাছে নেই পাতা, খেয়েছি সব পেড়ে,
স্ত্রীগণ।— মানুষ কি খাবে মানুষগুলো ধ'রে,
মানে না যে মানা ক্ষুধা লেলিহান॥

পুরুষগণ।— ঝোঁক্ বুঝে কোপ্ দিল মহামারী,
পথে ঘাটে মড়া প'ড়ে সারি সারি,
বালকগণ।— দিনের বেলায় ভূতের ভয়ে মরি—,
স্ত্রীগণ।— সহে না ক' ব্যথা, সহে না যাতনা,
কান্না শুনে শুনে ঝালাপালা কান॥

কর্পূর। এই ক্ষুদ্র অনুযোগ নিয়ে আসিয়াছ
রাজার সকাশে? ভাবিয়াছ বুঝি সবে,
রাজা ভৃত্য তোমাদের? অবসরটুকু

তাঁর মিটাইতে শুধু এসব আব্দার?
অভ্যাসে সকলি হয়, অলস, কর্ম্মঠ,
বক্তা কিংবা ভোক্তা হয়; অভ্যাসের গুণে
কেহ বা নিদ্রালু হয়, কেহ নিদ্রাজয়ী;
অনশন করিলে অভ্যাস ক্ষুধাজয়ী
হ'তে অনায়াসে। পুরাণে দৃষ্টান্ত কত
রহিয়াছে, কত ঋষি করিত আহার
দিনান্তে একটী হরীতকী, কারো ভাগ্যে
জুটিত না মাসান্তেও; তারাও মানুষ
ছিল তোমাদের মত, কথায় কথায়
আসিত না রাজার সকাশে। এই সব
ক্ষুদ্র অনুযোগে রাজার মর্য্যাদাহানি
হয়, জান না কি বর্ব্বর তোমরা সব?

শিলা-। এতদূর! বুঝি নাই এতদূর হবে!
যাও—দ্বিজ, বন্ধ কর বিজয়-উৎসব,
মুক্ত করি ভাণ্ডারের দ্বার কর দান
দীন প্রজাগণে খাদ্য, অর্থ, বস্ত্র-আদি
যেবা যাহা চায়, আর—

কর্পূর। 'চাঁদ-চাওয়া' যে,
তার লাগি অর্দ্ধচন্দ্র নহেক অযোগ্য,
মহারাজ?

শিলা-। কে এমন আছে? বলিতেছ
কার কথা?

কর্পূর। নারী বিনা কে করে এমন

অন্যায় আব্দার ? বন্দী স্বামী শত্রুকরে,
এনে দিতে হবে তারে ! মনে করে তারা,
আকাশের চাঁদ ধরা, বৃক্ষ হ'তে ফল
পেড়ে আনা এক কথা।

শিলা-। শতধিক্ মোরে !
উৎসবে মাতিয়া ভুলিয়াছি জয়সেনে ;
ভুলিয়াছি প্রতিজ্ঞা আমার—ইলাপাশে
এনে দেব স্বামীরে তাহার। আজ্ঞা মোর
চন্দ্রসেনে জানাও—ব্রাহ্মণ, অবিলম্বে
সাজাতে বাহিনী, বন্দী প্রাণাধিক প্রিয়
জয়সেন, উদ্ধার করিতে হবে তারে।

কর্পূর। কোথা চন্দ্রসেন ? বুঝি রোহিণী খুঁজিতে
গিয়াছেন পটবাস ছাড়ি।

শিলা-। সত্যকথা ?
চন্দ্রসেন নাই পটবাসে ?

কর্পূর। সত্য মিথ্যা
জানেন অন্তর্যামী ; তবে অবিশ্বাসী
নহে চক্ষু মোর, এইমাত্র জানি।

শিলা-। ভাল !
বন্দী জয়সেন—চন্দ্রসেন নিরুদ্দেশ !
নাহিক সহায় একজন ! তবু যাব,
সাজায়ে বাহিনী রাজা আর সেনাপতি
হব একাধারে আমি। প্রতিজ্ঞা পালনে
দিতে হয়—দিব ঢেলে হৃদয় হইতে

শেষ রক্ত বিন্দুটুকু। প্রজাদের ভার
রহিল তোমার 'পর। জয় মা ভবানি!

[দ্রুত প্রস্থান

পল্লীবাসিগণ। জয়—মহারাজ শিলাদিত্যের জয়।

কর্পূর। এস না, চীৎকার ক'রে আবার ক্ষিধে বাড়াচ্ছ কেন?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কাল—সন্ধ্যা।

বিগত যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ কোন কোন স্থান, যাহা ইতিপূর্ব্বে নরশোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল, এখন তাহা শুষ্কপ্রায়; কোথাও বা শকুনি ও শিবার অর্দ্ধভুক্ত শবদেহ, কোথাও অভুক্ত বিকৃত শবদেহ, কোথাও বা নর-কঙ্কাল পতিত। শকুনিশিবাদির বিকট চীৎকারে মাঝে মাঝে স্থানটী মুখরিত হইতেছিল, সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। শিশু-পুত্রকে বক্ষে লইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ইলা সেই ভয়াবহ স্থানে একাকিনী উপস্থিত হইল।

ইলা। একি সত্যকথা, প্রিয়তম জয়সেন
বন্দী হইয়াছে? অথবা কুচক্রী পাপী
মিথ্যা রটাইল? বলিল সে—দেখে নাই
রণক্ষেত্রে জয়সেনে। তাঁহারি অর্জ্জিত

এই বিজয়-গৌরব, শুনিয়াছি আমি
সকলের মুখে ; তবু তাঁরে দেখে নাই
রণাঙ্গনে ! এও কি সম্ভব ! তবে কি সে
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা করেছে আশ্রয় ?
ইলারে ছাড়িয়া গেছে জনমের মত ?
জয়সেন ! প্রিয়তম ! কোথা—কোথা তুমি ?
কথা কও—দেখা দাও ; ডাকে ইলা, কাঁদে
শিশু স্তন ছেড়ে উদাস সজল-চোখে।

শ্মশানচারিণী এক ভৈরবী গীত গাহিতে গাহিতে প্রান্তরের একদিক্ হইতে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

ভৈরবী।—

গান

আমি চিনি না, মন যে চেনে
গন্ধ যে তার বাতাসে ভ'রে।
চেয়ে চেয়ে চোখ অন্ধ হ'ল,
স্বপ্নে দেখা নিতুই যারে।
স্বপ্নে যে তার যাওয়া-আসা
সজল চোখে ফোটে ভাসা,
কোন্ সুদূরের হাওয়ায় আসে
তার বাঁশীর গান সুরে সুরে।
সেই সুরে মোর পরাণ-পাখী
আপন ভুলে ওঠে ডাকি,
মন করবীর শাখায় ব'সে
দিবানিশি পঞ্চমেতে কুহরে।

[দ্রুতপদে ইলা পুনরায় সেইদিকে আসিল]

ইলা-। যদি তাই হয়? আহত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে এখানে কোথাও প'ড়ে থাকেন? ঈশ্বর—ঈশ্বর! আমায় দেখিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও! ওগো—ওগো, কোথায় তুমি? কথা কও—একটীবার কথা কও! কি করি? অন্ধকার যে ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে আস্ছে, ভাল দেখ্তে পাচ্ছি নে! ঐ না, কে শুয়ে আছে ওখানে? তাঁরই মত আজানুলম্বিত বাহু—প্রশস্ত বক্ষঃস্থল; কিন্তু মুখখানি ভাল দেখ্তে পাচ্ছি নে ত'! একটু আলো—ক্ষণিকের তরে একটু আলো দাও, ঈশ্বর! আকাশ! মনে করলে তুমি ত পার! তোমার বুকে যে শত শত বজ্র লুকান' আছে, লক্ষ লক্ষ তারকা—শত শত চন্দ্র; এক মুহূর্ত্তের জন্য পার না কি একটুখানি আলো দিতে? একটা কিছু—অভাগিনীকে দয়া ক'রে একটা কিছু থেকে একটুখানি আলো দাও, একটু করুণা কিংবা নিষ্ঠুরতা! তোমার নিষ্ঠুরতাও আমার কাছে অনন্ত করুণা। তাই কর, ফেলে দাও, একখানা বজ্র এ অভাগীর মাথায়: তার সেই ক্ষণিকের আলোকে মরবার আগে একটী বারের জন্য দেখে নি! দিলে না—দয়া করলে না? ওগো—ওগো—

আনন্দগিরির প্রবেশ।

আনন্দ-। কে, তুমি, মা

ইলা-। কে আমি? বল্ছি; একটু আলো দিতে পার এক মুহূর্ত্তের জন্য? আমি শুধু একবার তাঁকে খুঁজে দেখ্ব।

আনন্দ-। এ শ্মশানে শুধু গলিত শব আর নরকঙ্কাল; এখানে তুমি কা'কে খুঁজ্বে, মা?

ইলা-। ভুল ধারণা তোমার; এই যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু গলিত

শব আর নরকঙ্কালপূর্ণ নয়, অনেক আহত বীর সংজ্ঞা হারিয়ে এইখানে শুয়ে আছে ; তাদেরই একজনকে আমি খুঁজ্‌ছি।

আনন্দ-। কি বল্‌ছ, পাগলিনি ! যুদ্ধ ত অনেক দিন হ'য়ে গেছে ! বিরাট্ নিস্তব্ধতা আর ওই নর-কঙ্কালগুলো বুকে নিয়ে প'ড়ে আছে এই বিশাল প্রান্তর, আর তার মাঝে জীবিত মনুষ্য শুধু তুমি—আর আমি।

ইলা-। নেই ! এখানে নেই ! তবে সেইখানে—সেইখানে যেতে হবে। আর ত দেরী কর্‌তে পারব না ; যাই—যাই—

[গমনোদ্যত]

আনন্দ-। [বাধা দিয়া] এই অন্ধকার রাত্রে জনমানবহীন বিশাল প্রান্তর-পথে একাকিনী নারী এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বুকে নিয়ে কোথায় যাবে, মা ?

ইলা-। সাগরগামিনী স্রোতস্বতী উন্মাদিনী দিশাহারা উদ্দাম গতিতে কোথায় ছুটে যায়, তা কি তুমি জান না, বৃদ্ধ ? আমায় পথ ছেড়ে দাও—আমায় পথ ছেড়ে দাও—

আনন্দ-। উন্মাদিনীর ম'ত জ্ঞানহারা হ'য়ে ছুটে চলেছ কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে, তা জান' না ; কিন্তু একটীবারের জন্য কি ভেবেছ—মা, তোমার বুকের মাণিক ওই শিশুর কথা ? হয় ত একজনকে হারিয়েছ, সেই হারানিধির সন্ধান কর্‌তে গিয়ে তোমার ওই বক্ষের নিধি হারা হও, তখন—

ইলা-। ওগো, ব'লো না—ও কথা ব'লো না, এই জীর্ণ ভাঙা বুকখানাকে একেবারে চুর্‌মার ক'রে দিয়ো না। [আনন্দ-গিরির পদতলে পতন]

আনন্দ-। ওঠ—মা ; আমার সঙ্গে এস।

ইলা-। কোথায় যাব ?

আনন্দ-। আমার পর্ণকুটীরে। সেখানে গেলে যাকে খুঁজ্‌ছ, তাকে হয় ত পাবে না; কিন্তু যা আছে, তা আর হারাতে হবে না।

ইলা-। কুটীরে ? মানুষের আশ্রয়ে না—না, আমি আর মানুষের আশ্রয়ে যাব না; মানুষ রাক্ষসের চেয়েও ভয়ানক !

আনন্দ-। সন্তানের আশ্রয়ে সে ভয় নাই, মা !

ইলা-। কিন্তু—

আনন্দ-। বুঝেছি মা, তুমি কি বল্‌তে চাও। এ বার্দ্ধক্য-জীর্ণ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, তার সবটুকু নিয়োগ কর্‌ব তোমারই কাজে।

ইলা-। চলুন তবে—বাবা, আপনার সেই পর্ণকুটীরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পথ। কাল—প্রভাত।

উৎসব-বসনে সজ্জিতা জালন্ধরী রমণীগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

রমণীগণ।—

গান

এস সুন্দর—এস বীরবর,
বিজয়-কিরীটি মাথে।
যতনে তুলেছি ফুল্ল-কলিকা,
গেঁথেছি মালিকা প্রাতে।
ধর হে—পর হে—প্রিয় হে
নবীন পথিক জয়-যাত্রায় চিরসুন্দর হে,
আঁচলখানি বিছায়ে রেখেছি পথের ধুলা ঢাকিয়া,
সজল আঁখিতে হাসির রেখা,
অঙ্গে অঙ্গে পুলক লেখা,
যতনে বরণ করিব বলিয়া হৃদয় রেখেছি পাতিয়া;
রবির তিলক প'রেছে প্রকৃতি
সোনার দীপটি হাতে।

[সঙ্গীতের শেষ চরণ গাহিতে গাহিতে যখন রমণীগণ চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময় অপর্ণা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "দাঁড়াও।" গান বন্ধ করিয়া রমণীগণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং সকলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল।]

অপর্ণা। বল্‌তে পার তোমরা, এ বিজয়-উৎসব কার জন্য ?

১ম রমণী। কেন ? তুমি কি এ দেশের মানুষ নও ?

২য় রমণী। আকাশ থেকে নেমে এলে নাকি ?

৩য় রমণী। আহা-হা—যেন নেকী !

৪র্থ রমণী। অত কথায় কাজ কি ? বল্‌-না, যিনি শত্রুজয় ক'রে এসেছেন, তাঁর জন্য।

অপর্ণা। কে শত্রুজয় ক'রে এসেছে ?

১ম রমণী। ওমা ! এ বলে কি !

২য় রমণী। আবার বলা হচ্ছে, "এসেছে" যেন ওঁর ক্ষেত-খামারের মজুর !

৩য় রমণী। ছুঁড়ির দেমাক্‌ দেখে গা জ্ব'লে যায়।

৪র্থ রমণী। অতটা কিন্তু ভাল নয়। বলি, তুমি কি জান' না, জালন্ধরের মধ্যে এমন শক্তিমান্‌ বীর কে ?

অপর্ণা। তোমার মুখেই শুনি—

৪র্থ রমণী। মহারাজ শিলাদিত্য—আবার কে ?

অপর্ণা। ভুল শুনেছ তা হ'লে ; শত্রুজয়ী মহারাজ শিলাদিত্য নন্‌।

১ম রমণী। তবে কি তুমি নাকি ?

২য় রমণী। উনি না হন্‌, ওঁর সেই তিনি।

৩য় রমণী। কলির অর্জ্জুন আর কি !

৪র্থ রমণী। বলি—তোমার মতে তিনি কে ?

অপর্ণা। তোমরা জান না, তাই আজ উল্লাস করছ। এ যুদ্ধের জয়-গৌরব ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যাঁর প্রাপ্য, তাঁর কথা ভুলে গিয়ে আর একজনের পূজা করছ হীন স্তাবকের মত—চাটুকারের মত।

১ম রমণী। দেখ, মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌ছি—

২য় রমণী। মাগীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

৩য় রমণী। বলি, আধিক্যেতা দেখাবার আর জায়গা পাও নি?

১ম রমণী। কিলিয়ে থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেবো—জান?

৪র্থ রমণী। আহা-হা—শোন্ না ছাই—সেই রণজয়ী মহাপুরুষের নামটা।

অপর্ণা। অবজ্ঞেয় নন্ তিনি, সত্যই তিনি মহাপুরুষ।

১ম রমণী। তুমি যখন বল্‌ছ, তখন কি না হ'তে পারে?

২য় রমণী। স্বয়ং কল্কি-অবতার!

৩য় রমণী। ছল্‌তে এসেছেন।

৪র্থ রমণী। শ্রীমহাপুরুষের শ্রীনামটাই একবার শোনাও, শুনে আমরা ধন্য হই।

১ম রমণী। জন্ম সার্থক হ'ক্।

২য় রমণী। গো-জন্ম থেকে গন্ধর্ব্ব-জন্ম লাভ করি।

৩য় রমণী। চার পা তুলে স্বর্গে যাই।

৪র্থ রমণী। থাম্ তোরা, বল্‌তে দে।

১ম রমণী। সখীগণ, অবহিত হও।

২য় রমণী। নাম শ্রবণের জন্য শ্রবণ-পথ মুক্ত কর।

৩য় রমণী। অর্থাৎ কানের পাশের চুলগুলো সরিয়ে দাও।

১ম রমণী। সখি রে, বল্‌তে বল, আমরা প্রস্তুত।

২য় রমণী। ধৈর্য্য ধারণ করতে আর যে পারি নে, সখি!

৩য় রমণী। উঃ—দারুণ উৎকণ্ঠা!

১ম রমণী। উৎকণ্ঠার কণ্ঠরোধ কর, সখি! শল্য, শাল্ব

জামদগ্ন্য, জরাসন্ধ গোছের কোন একটা নাম হবে সে মহাপুরুষের ; তার জন্যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ো না।

২য় রমণী। ভাল লাগে না আর ; হয়—নাম বল, নয় আমরা গান ধরি।

[রমণীগণ যতক্ষণ ঐরূপভাবে ব্যঙ্গ করিতেছিল, ততক্ষণ অপর্ণা ক্রুদ্ধ অভিমানে ফুলিতেছিল। তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল ; কিন্তু আজন্মের শিক্ষা ও সংযমের গুণে আত্মসম্বরণ করিয়া দৃঢ় অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কহিল]

অপর্ণা। জানি—তোমাদের এ উৎকণ্ঠা অন্তরের নয় ; জানি —তোমরা এতটুকু তৃপ্ত হবে না সে মহাপুরুষের নাম শুনে ; জানি—তোমরা মহত্ত্বের উপাসক নও—ঐশ্বর্য্যের স্তাবক ; তবুও তোমাদের বল্‌ছি শোন, এ বিজয়-গৌরবের অধিকারী মহারাজ শিলাদিত্য নন্‌, সেনাপতি জয়সেন। ভাগ্যদোষে তিনি আজ শত্রু হস্তে বন্দী। বিজয়ী জালন্ধরীর আজ উৎসব কর্‌বার দিন নয়—কাঁদ্‌বার দিন। উৎসব কর্‌তে হয় ক'রো ; কিন্তু এখন নয়, জয়সেনের মুক্তির পর !

[রমণীগণের উচ্চহাস্য]

১ম রমণী। আহা-হা ! মহাপুরুষ বটে !

২য় রমণী। চমৎকার যুক্তি !

৩য় রমণী। একেবারে চার্ব্বাক্‌-সংহিতা !

৪র্থ রমণী। আচ্ছা, যুদ্ধে বন্দী হ'লে যদি বিজয়-গৌরবের অধিকারী হয়, তা হ'লে যাঁরা যুদ্ধে গত হয়েছেন, তাঁদের প্রাপ্যটা কি হবে বলুন ত, যুক্তি-সম্রাজ্ঞি ?

১ম রমণী। তাঁদের প্রাপ্য রাজ-সম্মান।

২য় রমণী। দূর, রাজ-সম্মান পায় শুধু একজন।

৩য় রমণী। তা রাজ-সম্মানই ত বটে ; রাজা মানেই ভূস্বামী তাঁরাও জনে-জনে চোদ্দ পোয়া জমী দখল ক'রে ভূস্বামী হন্।

৪র্থ রমণী। চল্—চল্, ওর সঙ্গে ব'কে আর সময় নষ্ট কর্‌তে হবে না ; ওর কি মাথার ঠিক আছে ?

[পূর্ব্বোক্ত গানের শেষ চরণ গাহিতে গাহিতে রমণীগণ প্রস্থান করিল। অপর্ণা স্থির নেত্রে তাহাদের দেখিতে লাগিল ; তারপর তাহারা তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। ঠিক সেই সময়ে ব্যস্তভাবে কর্পূরচাঁদ প্রবেশ করিল।

কর্পূর। বড় আঘাত লাগ্‌ল বুঝি ?

অপর্ণা। পাথরে কি আঘাত লাগে, ঠাকুর ?

কর্পূর। তা জানি ; তবুও আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, পাথর ফুঁড়ে মাঝে মাঝে জল বেরুতে দেখে। তখন মনে হয়, পাথরের ওপরটা যতই শক্ত হ'ক্, ভেতরটা বোধ হয় কাদাভরা—একটু বেশী চাপ পড়্‌লেই জল বেরোয়।

অপর্ণা। তোমার দর্শনশাস্ত্র এখন রেখে দাও, ঠাকুর ! বল্‌তে পার, কি করা যায় ? অবোধ জালন্ধরীদের ত আমি কিছুতেই বুঝোতে পার্‌ছি নে ! সবাই বিজয়-উৎসবে মত্ত ; কিন্তু জানে না, জয়সেনের উদ্ধার না হ'লে এ উল্লাসের স্থায়িত্ব কতক্ষণ।

কর্পূর। রাজার আদেশে উৎসব এক রকম বন্ধই হয়েছে ; তবে এখনও ঠাণ্ডা কর্‌তে পারা যায় নি তোমাদের এই মাতৃ-জাতির দলকে। নেহাৎ একগুঁয়ে কিনা, ছোট কথা শুন্‌তে

চান্ না—বড় কাজে যেতে উঠেছেন ব'লে ; কাজেই পিতৃজাতির দলও বিশেষ গা ঘামাচ্ছেন না।

অপর্ণা। তা হ'লে উপায় ?

কর্পূর। চল-না, তোমাতে আমাতে গিয়ে একবার জয়া-পীড়ের হাল-চালটা দেখে আসি।

অপর্ণা। কেমন ক'রে যাবে ? আগে কেউ চিন্‌ত না, তেমন গ্রাহ্যও কর্‌ত না ; কিন্তু এখন যে সবাই চেনে—বিশেষ তুমি আবার ছাগচোর।

কর্পূর। ভেক নিলে সেটা আর হবে না, অপর্ণা ! বাঙ্গলা দেশের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে তিলক ছাপ কেটে ভোল বদ্‌লে গেলে, জয়াপীড় ত জয়াপীড়, বৃত্র-নন্দন রুদ্রপীড়েরও সাধ্য নেই যে চিন্‌তে পারে।

অপর্ণা। বেশ, তাই চল, ঠাকুর !

কর্পূর। আর ধরা প'ড়ে শূলে যাই ত যাব ; পিছুটান্ ত কারও নেই ? তোমারও নেই—আমারও নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জয়াপীড়ের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

চিন্তিতমনে জয়াপীড় একাকী পদচারণ করিতেছিলেন।

জয়া-। ব্যর্থ—ব্যর্থ—ব্যর্থ! এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত আয়োজন সবই ব্যর্থ! কার জন্য? আমার দুর্ব্বলতা, না আমার দুরদৃষ্ট? কোথায় আমার দুর্ব্বলতা? দুর্ব্বল হ'লে জয়াপীড় আজ দিগ্বিজয়ী হ'ত না। দুরদৃষ্টই বা কেমন ক'রে বলি? এতখানি উন্নতি—এতখানি আত্ম-প্রতিষ্ঠা দুরদৃষ্টের ফল হ'তে পারে না। তা ছাড়া অদৃষ্টবাদ দুর্ব্বলের জন্য; শক্তিমান্ জয়াপীড় অদৃষ্ট মানে না, জানে শুধু পুরুষকার। এ ব্যর্থতার মূলে শুধু জয়সেন—বিশ্বাসঘাতক জয়সেন। এক জয়সেনের জন্য দিগ্বিজয়ী জয়াপীড়ের পতন! অসম্ভব! না, এর প্রতিবিধান করতেই হবে। কে? চন্দ্রা? এ সময়?

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। কেন, আস্তে নেই কি?

জয়া-। আস্তে মানা নেই; তবে এ সময়ে আমি নির্জ্জনে ব'সে—

চন্দ্রা। আক্রমণের একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করছিলে—কেমন?

জয়া-। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না; তোমার আসার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বল।

চন্দ্রা। বিস্তারিত বল্‌তে গেলে বুঝি কাশ্মীর-সেনাপতির শোন্‌বার অবসর হবে না ?

জয়া-। ঠিক তাই ; তোমার বক্তব্য সংক্ষেপে বল।

চন্দ্রা। বল্‌বার আমার কিছুই নেই, আমি শুধু দেখ্‌তে এসেছি।

জয়া-। ও—চিরজয়ী জয়াপীড় আজ শত্রুহস্তে পরাজিত হ'য়ে একরাশ অপমানের বোঝা ব'য়ে কী গভীর মর্ম্মবেদনা নিয়ে কাল কাটাচ্ছে, সে দৃশ্য কেমন উপভোগ্য, তাই দেখ্‌তে এসেছ ?

চন্দ্রা। আমি তা দেখ্‌তে আসি নি, কাশ্মীর-সেনাপতি ; আমি দেখ্‌তে এসেছি, দিগ্বিজয়ী বীর জয়াপীড় ঠিক আগের মত আছে কি না।

জয়া-। কি দেখ্‌ছ ?

চন্দ্রা। দেখ্‌ছি, অটল মহীরুহ আজ একটা আঘাতে বিচলিত হ'য়ে পড়েছে। দিগ্বিজয়ী বীর জয়াপীড়ের এ ভাবান্তর স্বাভাবিক নয় ; চিরস্থিরা ধরিত্রীর কম্পন শুধু ভূমিকম্পের সময়, ভূমিকম্পের পর নয়। ঝটিকাময়ী অন্ধকার রাত্রির অবসানে শান্ত সুনির্ম্মল প্রভাত—নবীন তেজ—নবীন উৎসাহ ; নিরাশ হবার কোন কারণ নেই।

জয়া-। নেই বটে তোমার কাছে ; কিন্তু আমার সেনাদলের এতখানি মনের বল কই ?

চন্দ্রা। থাক্‌লে হয় ত তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হ'তে পার্‌তে ; সেজন্য আক্ষেপ করা বৃথা। ক্ষেত্র রয়েছে, তাকে উর্ব্বর ক'রে নাও।

জয়া-। সব পারি, চন্দ্রা! সে শক্তি আমার আছে, তাই আজ জয়াপীড় দিগ্বিজয়ী বীর ; কিন্তু—

চন্দ্রা। কিন্তু কি ?

জয়া-। কিন্তু আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে একমাত্র অন্তরায় বিশ্বাসঘাতক জয়সেন।

চন্দ্রা। একটা মূষিকের ভয়ে পশুরাজও বিচলিত হয় দেখ্‌ছি !

জয়া-। বিচলিত ! না—চন্দ্রা, আমি বিচলিত হই নি. তবে আমার হাতে মানুষ হয়েছে কি না, আমার সমর-কৌশল তার অনেকখানি পরিচিত।

চন্দ্রা। এমন একটা প্রবল শত্রু যদি তোমার আয়ত্তে আসে, কাশ্মীর-সেনাপতি ?

জয়া-। চন্দ্রা—[ব্যগ্রদৃষ্টিতে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিলেন]

চন্দ্রা। জয়সেন বন্দী।

জয়া-। [উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া] বন্দী !

চন্দ্রা। হাঁ—বন্দী।

জয়া-। রহস্য রাখ—সত্য বল, চন্দ্রা !

চন্দ্রা। চেৎসিংহ কৌশলে তাকে বন্দী করেছে।

জয়া-। জয় হর হর মহাদেও ! চন্দ্রা ! জয়সেন আমাদের করতলগত, আর চিন্তা নেই। বড় সুসংবাদ দিয়েছ তুমি ; পুরস্কার ? বল—চন্দ্রা, এ সুসংবাদের পুরস্কার স্বরূপ তুমি কি চাও ?

চন্দ্রা। পুরস্কার ! এত আনন্দ হয়েছে তোমার যে, তুমি আমায় পুরস্কৃত করতে চাও ? দিগ্বিজয়ী বীর, একজন যোগ্য

আততায়ী কৌশলে বন্দী হয়েছে শুনে এত উল্লাস তোমার? বীরোচিত আচরণ বটে! আবার পুরস্কার দিয়ে আমাকেও এই হীন-আনন্দের অংশভাগিনী কর্‌তে চাও? ছিঃ—

জয়া-। যোগ্যই হ'ক আর অযোগ্যই হ'ক, এই একজন—এই একজনেরই জন্য আজ আমার সমস্ত আশা, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ; সে আজ আমার আয়ত্তের মধ্যে, এ কি শুধু আনন্দের কথা, চন্দ্রা? এ আমার সৌভাগ্য।

চন্দ্রা। যার জন্য দিগ্বিজয়ী বীর জয়াপীড় আজ এতখানি বিচলিত, তাকে দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা যে আমি কিছুতেই দমন কর্‌তে পার্‌ছি নে, কাশ্মীর-সেনাপতি!

জয়া-। [সহাস্যে] বটে! কে আছিস্? বন্দী জালন্ধরী।

চন্দ্রা। শুন্‌তে পাই কি কাশ্মীর-সেনাপতি, এ বন্দীকে নিয়ে কি কর্‌বে?

জয়া-। বুভুক্ষু শার্দ্দূল শিকার সম্মুখে পেলে যা করে, তাই কর্‌ব, চন্দ্রা!

চন্দ্রা। তাকে বধ কর্‌বে?

জয়া-। অবিকল; শুধু মৃত্যু নয়—চন্দ্রা, দুঃসহ যন্ত্রণা তাকে একটু একটু ক'রে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশ্বাস-ঘাতকের এই শাস্তি!

চন্দ্রা। তাতে লাভ?

জয়া-। আনন্দ—পৈশাচিক আনন্দ। বিশ্বাসহন্তা আততায়ীকে যোগ্য শাস্তি দিয়ে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ।

চন্দ্রা। দিগ্বিজয়ী কাশ্মীর-সেনাপতির পক্ষে কি এটা গৌরবজনক? দেশের ছোট-বড় সকলে একবাক্যে বল্‌বে,

"জয়াশা অসম্ভব জেনে কাশ্মীর-সেনাপতি তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তস্করের মতো গোপনে হত্যা ক'রে—সম্মুখ সংগ্রামে নয়।"

জয়া-। বলে—বলুক, তাতে জয়াপীড়ের কিছু যায়-আসে না। অজ্ঞ লোকে বল্‌বে, এ গুপ্তহত্যা—আমি বল্‌ব, এ বিচার।

চন্দ্রা। শুধু লোকের কথা নয়, কাশ্মীর সেনাপতি! আমিও বল্‌ছি এ অন্যায়।

জয়া-। তুমি স্ত্রীলোক; এ তোমার অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু বল্‌তে পার—চন্দ্রা, একজন আততায়ীর উপর তোমার এতখানি দরদ কেন?

চন্দ্রা। দরদ আততায়ীর উপর নয়—জয়াপীড়, দরদ সত্যের উপর—ন্যায়ের উপর—ধর্ম্মের উপর। বন্দীর মৃত্যুতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না; কিন্তু তুমি তোমার এই অন্যায়ের জন্য সাধারণের চক্ষে কতখানি নেমে যাবে, তা কি একবারও ভেবে দেখেছ, জয়াপীড়? শুধু তাই নয়, এর জন্য ঈশ্বরের কাছেও তোমার জবাবদিহি করতে হবে।

জয়া-। তা হ'লে চিন্তা শুধু তোমার, আমার স্বার্থের জন্য, তোমার নিজের স্বার্থ কিছু নেই; তা যদি হয়, তা হ'লে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, চন্দ্রা! আগুনে হাত দিচ্ছি আমি, হাত যদি পোড়ে—আমারই পুড়্‌বে।

চন্দ্রা। হাত পুড়্‌বে স্বীকার করি তোমার; কিন্তু দাহিকার যন্ত্রণা যে আমাকেই ভোগ করতে হবে, জয়াপীড়! আমার স্বার্থ নেই? তোমার স্বার্থই যে আমার স্বার্থ। আমি তোমায় আত্মদান করেছি—ভালবেসেছি; আমি চাই তোমার গৌরব—

তোমার মহত্ব—তোমার মনুষ্যত্ব। আজ যদি তোমায় এতটুকু কলঙ্ক স্পর্শ করে, না—না—জয়পীড়, আমি তা সইব না—সইতে পারব না।

জয়া-। সে কলঙ্ক চাঁদেও আছে, চন্দ্রা!

শৃঙ্খলিত জয়সেনকে লইয়া রক্ষী উপস্থিত হইল।

এই যে জলন্ধর-সেনাপতি! তোমার আর তোমার প্রভুর সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত?

জয়। অকুশলের কারণ ত কিছু দেখি না; বরং সে প্রশ্ন আমি কর্‌তে পারি কাশ্মীর-সেনাপতিকে।

জয়া-। বটে! এখনও দম্ভ?

চন্দ্রা। এ ত দম্ভ নয়—জয়াপীড়, তোমার বিদ্রূপের এ সহজ সরল উত্তর।

জয়া-। তোমার এ দম্ভ থাক্‌বে না, জয়সেন!

চন্দ্রা। বিজয়ীর যাতে চিরদিনের অধিকার, তা হ'তে তুমি তাকে বঞ্চিত কর্‌তে পার না, জয়াপীড়!

জয়া-। কে বিজয়ী?

চন্দ্রা। জালন্ধরী।

জয়া-। কিন্তু বন্দীর নয়।

চন্দ্রা। সেও জালন্ধরী।

জয়া-। জান—জয়সেন, তোমায় কি জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?

জয়। জানি। অত্যাচারী নৃশংস ঘাতক কাশ্মীর-সেনাপতি যা চিরদিন ক'রে আস্‌ছে, তাই কর্‌তে; এ ত কারো অজানা নয়?

জয়া-। না—না, মূর্খ জালন্ধরী, তোমায় নিয়ে আসা হয়েছে তোমার অপরাধের বিচার করতে।

জয়। অপরাধ ! কিসের অপরাধ ?

জয়া-। তুমি বিশ্বাসঘাতক—তুমি স্বজাতিদ্রোহী।

জয়। তুমি মিথ্যাবাদী ; আমি এর কোনটাই নই। অত্যাচারী নৃশংস ঘাতকের সংস্রব ত্যাগ করা বিশ্বাসঘাতকতা নয়। উৎপীড়িত, নির্যাতিত জলান্ধরবাসীও মানুষ—আর আমিও মানুষ ; মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা স্বজাতি-দ্রোহিতা নয়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

জয়া-। হুঁ—তা ব'লে ভিক্ষার ঝুলি ছেড়ে দেবে দান গ্রহণের উত্তেজনায় ? বিশ্বাসঘাতক—

জয়। ভাল কথা, এ অভিযোগ বোধ হয় তোমারই দেওয়া ?

জয়া-। কিসে বুঝলে ?

জয়। কারণ, তুমি মনুষ্য নামের অযোগ্য।

জয়া-। আর এটাও বোধ হয় বুঝেছ, বিচারক আমি ? তোমার শাস্তি—মৃত্যু।

চন্দ্রা। জয়াপীড়—

জয়া-। তুমি এখান থেকে যাও, চন্দ্রা !

চন্দ্রা। কেন ?

জয়া-। প্রশ্ন ক'রো না, যাও।

চন্দ্রা। যদি না যাই ?

জয়া-। বলপ্রকাশে বাধ্য করাব।

জয়। হিংস্র শার্দ্দূল সম্মুখে শিকার পেয়ে তার হিংসাবৃত্তি

চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছে ; তাকে বাধা দিয়ে তুমি কেন অকারণ নির্যাতন ভোগ করবে, মা ?

জয়া- । আত্মীয়তা বেশ জ'মে উঠেছে দেখছি ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী । রক্ষি, আমার দণ্ডাজ্ঞা শুনেছ ? কাল প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি চাই—এই বন্দীর ছিন্নমুণ্ড । যাও—নিয়ে যাও ।

[রক্ষী জয়সেনকে লইয়া গমনোদ্যোগী হইলে জয়াপীড় বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, "দাঁড়াও"—রক্ষী দাঁড়াইল]

নূতন আত্মীয়তা যখন করলে—চন্দ্রা, তখন আত্মীয়দের শেষ উপকারটা তুমিই ক'রো । জালন্ধর-সেনাপতির মৃত্যু সংবাদটা তার প্রিয়তমা পত্নীকে জানিয়ে দিয়ো তুমি স্বয়ং জলন্ধরে গিয়ে । যাও—নিয়ে যাও ।

জয় । বাধিত হলুম, কাশ্মীর-সেনাপতি ! প্রতিহিংসার যে পৈশাচিক উল্লাস তোমার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে, সে উল্লাস তুমি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ কর ; কিন্তু মনে রেখো, আমি মরলে সমস্ত দেশটায় বইবে অশ্রুর প্রবাহ—সঙ্গে নিয়ে যাব আমি দেশবাসীর অজস্র আশীর্ব্বাদ, আর হন্তারক তুমি—বেঁচে থাকবে অভিশপ্ত জীবন নিয়ে, ভোগ করবে হৃদয়ে অজস্র বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র জ্বালা—জীবিত থেকেও পলে পলে দুঃসহ মৃত্যুর যন্ত্রণা ।

[রক্ষী জয়সেনকে লইয়া গেল, জয়াপীড় তীব্রদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন]

চন্দ্রা । শুনলে ? এখনও ভাল চাও ত আদেশ প্রত্যাহার কর, জয়াপীড় ! ধূমায়িত বহ্নি আগে থেকে নিবিয়ে দাও, তাকে জ্বলে উঠতে দিয়ো না ; সে দাবাগ্নির মত সব পুড়িয়ে দেবে । তুমি

যাবে, তোমার দেশ যাবে, তোমার যশ, মান, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য কিছু থাক্‌বে না—সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

জয়া-। দুঃস্বপ্নের ভয় আমাকে দেখিয়ো না, চন্দ্রা! জয়াপীড় নিজের বাহুবলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে; সেই বাহুবলের উপরেই তার অটুট বিশ্বাস।

চন্দ্রা। তুমি কি পরকালের ভয় কর না? ধর্ম্মের ভয় কর না? ভেবেছ কি তুমি, তোমার এ মহাপাপের শাস্তি দিতে কেউ নেই?

জয়া-! হাঃ হাঃ হাঃ! পরকাল? দুর্ব্বলের প্রলাপ। মানুষ ঐশ্বর্য্য, যশ, ক্ষমতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে ইহকালের জন্য—পরকালের জন্য নয়।

চন্দ্রা। তুমি কি ঈশ্বর মান না, জয়াপীড়?

জয়া-। জীব যখন জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন আবার ঈশ্বর কি?

চন্দ্রা। জয়াপীড়, তোমার পতন অনিবার্য্য।

জয়া-। পতন নয়—চন্দ্রা, উত্থান।

চন্দ্রা। অধর্ম্মের উত্থান অসম্ভব, জয়াপীড়! এখনও বল্‌ছি, যদি ভাল চাও, আদেশ প্রত্যাহার কর।

জয়া-। এত দরদ! শয়তানি, তোর দরাদের এই যোগ্য পুরস্কার—

[সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

চন্দ্রা। ঠিক হয়েছে; নারীর প্রাণঢালা ভালবাসার এই যোগ্য পুরস্কার! তবু—তবু আমি তোমায় ভালবাস্‌ব, এমনই ভালবাস্‌ব—তোমার জন্য নিজেকে বলি দেব, দেখ্‌ব, তোমায় পাপের পথ থেকে ফেরাতে পারি কি না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জয়াপীড়ের শিবিরের একাংশ পথ। কাল—সন্ধ্যা

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী বেশে কর্পূর চাঁদ ও
অপর্ণা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।

উভয়ে।—

গান।

মাধব গেল মধুপুর।
আকুল ব্রজপুরী, আকুল গোপনারী,
হা—কানু—কাঁহা কানু অঝোর ঝুর॥
(কাঁদে অঝোর ঝরে)
(কানু কানু কানু বলি কাঁদে অঝোর ঝরে)
(তার বিরাম নাই—বিরাম নাই, কাঁদে অঝোর ঝরে)
লুটত অলিকুল, ফুলকলি ত্যজই
ধেনুকুল মলিন বয়ান।
বোলে না শুক-সারী, নাচে না ময়ূরী
গাহে না কোকিলা গান॥
(কোকিলা গাহে না—গাহে না)
(বিরহবিধুরা আকুলা কোকিলা গাহে না—গাহে না)
(কানুর বিরহে আকুলা কোকিলা গাহে না—গাহে না)
রোয়ত রোয়ত সকল ব্রজবাসী
ভুলল পুলক হাস।
বাড়িল যমুনা-জল গোপিনী-নয়নজলে
পবন বহল হা-হুতাশ॥

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। আরে, তু লোক কৌন্ হ্যায় ?

কর্পূর। হ্যায়—বাপ্ধন, হ্যায় ; দেখ্ছনা, একজন মরদ লোক আর একজন মেইয়া লোক হ্যায় ?

অপর্ণা। রাধে কৃষ্ণ !

প্রহরী। লেকীন্ তু কৌন্ হ্যায় ?

অপর্ণা। রাধে কৃষ্ণ !

কর্পূর। বুঝ্লে—সেপাইজী, বুঝ্লে ? ওই হ্যায়।

প্রহরী। আরে বেকুব, ও তো বুলি হ্যায়।

কর্পূর। ঠিক ঠাউরেছ হ্যায়—সিপাইজী, বুলি হ্যায়।

প্রহরী। লেকীন্ তোম্—

কর্পূর। [বাধা দিয়া] বুলি হ্যায়, ঠাকুরজী !

প্রহরী। নেহি—নেহি—ও বাত নেহি, তোম্—

কর্পূর। [পূর্ব্ববৎ বাধা দিয়া] বুলি হ্যায়—

প্রহরী। আরে উল্লু—

কর্পূর। বুলি হ্যায়—

অপর্ণা। রাধে কৃষ্ণ !

প্রহরী। কাঁহাকা বেকুব ! তুম্হারা নাম কেয়া ?

কর্পূর। আহা—তাই বল, সেপাইজী ! আমার নাম ?

প্রহরী। হাঁ, তুম্হারা নাম।

কর্পূর। আমার নাম গন্ধ-গোকুল।

অপর্ণা। রাধে কৃষ্ণ !

প্রহরী। আউর তুম্হারা ?

কর্পূর। ওর যে নাম বল্‌তে নাই, সেপাইজী !

প্রহরী। তোম্ বোলো।

কর্পূর। অহি-নকুল। এইবার কিছু ভিক্ষে দাও—সেপাইজী, নাম ত শুন্‌লে।

প্রহরী। আরে হাম্ কেয়া ভিখ্ দেগা, ভিখ্ দেনেওয়ালা সর্দ্দার।

[প্রস্থান।

অপর্ণা। এম্‌নি ক'রে কত জবাবদিহি কর্‌বে, ঠাকুর? যে কাজে এসেছি, তার যে কিছুই হ'ল না।

কর্পূর। তা হ'লে কি করবে মনে কর্‌ছ?

অপর্ণা। চল, দু'জনে দু'দিকে যাই, কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখি গে।

কর্পূর। তাতে কি বিপদের ভয় নেই, অপর্ণা?

অপর্ণা। বিপদ্ আছে জানি; জেনে-শুনেই বিপদের মুখে পা দিয়েছি। হয় কার্য্যোদ্ধার, নয় মৃত্যু; দুটোর একটা হবেই। জয়সেনের সংবাদ নিতেই হবে, মরি আর বাঁচি।

কর্পূর। সংবাদ পেলেই কি আমাদের কার্য্যোদ্ধার হবে মনে কর? সে যে বন্দী হয়েছে, এ সংবাদ আমরা জানি।

অপর্ণা। তাও—অনুমান মাত্র।

কর্পূর। অনুমান নয়, ঠিক। যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি, সেনাপতি চন্দ্রসেন এই কথা বলেছেন।

অপর্ণা। ঐখানেই সন্দেহ, ঠাকুর! যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁ'কে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি, তিনি হয় বন্দী, নয় মৃত।

কর্পূর। যুদ্ধে নিহত হ'লে লোকচক্ষু এড়ায় না; বিশেষ, জয়সেন একজন সামান্য সৈনিক নয়।

অপর্ণা। ঈশ্বর করুন, যেন তাই হয়। তা হ'লে আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রে ফল কি, চল—দু'জনে দু'দিকে যাই।

কর্পূর। তুমি কোন্ দিকে যাবে ?

অপর্ণা। আমি মনে কর্‌ছি, একবার চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

কর্পূর। চন্দ্রাদেবীকে চেন ?

অপর্ণা। চিনি। তাঁর দ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই ; বরং আশা হয়—

কর্পূর। কি আশা হয় ? থাম্‌লে কেন, অপর্ণা ?

অপর্ণা। চুপ—আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ আড়াল থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছে। চ'লে এস—ঠাকুর, আর এখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা উচিত নয়।

[উভয়ে উভয়দিকে প্রস্থান করিল।

সপ্তম দৃশ্য

জয়াপীড়ের শিবিরের অপরাংশ। কাল—রাত্রি।

নির্জ্জন কক্ষে জয়াপীড় বসিয়াছিলেন।

জয়া-। কেন এত অনুরোধ? কিসের কারণ
শক্রর জীবন-ভিক্ষা মাগে বার বার?
যাহার কারণ বার বার হতমান
আমি, ক্ষুদ্র জালন্ধরী কাছে পরাজিত
দিগ্বিজয়ী বীর জয়াপীড় পুনঃ পুনঃ,
সেই শত্রু এত আপনার? তার লাগি
এত টান্ কি হেতু চন্দ্রার? স্বামী হ'তে
সে কি প্রিয়তর? ভুলি স্বামীর মঙ্গল—
আত্মদান শক্রর কল্যাণে! ধিক্ নারী,
শত ধিক্ নারীর চরিত্রে! মুখে শুধু
মধুময় প্রেম-সম্ভাষণ, হৃদে জ্বলে
লালসা আগুন সদা তুষানল সম!
চন্দ্রা—চন্দ্রা, বড় ভালবাসিতাম তোরে;
দিলি তার যোগ্য প্রতিদান! কাল-ফণি,
উদ্গীরণ করি হলাহল ব্রহ্মরন্ধ্রে
করিলি দংশন! প্রতিকার—প্রতিকার—

চরের প্রবেশ।

চর। সর্দ্দার—

জয়া- । কি হেতু নীরব ? কহ—কি চাও
বলিতে ? সঙ্কোচ কেন ? কহ স্পষ্টভাষে।

চর । শিবিরের পূর্ব্বপ্রান্তে বটবৃক্ষতলে
দেখিনু পুরুষ এক, এক নারী সহ
গোপনে কহিছে কথা। ঘন অন্ধকারে
নাহি যায় চেনা ; বন্দী জালন্ধরী নাম
শুনি তাহাদের মুখে হইল সন্দেহ,
অন্তরালে থাকিয়া ক্ষণেক শুনিলাম—

জয়া- । কি শুনিলে ?

চর । শুনিলাম সঙ্কল্প তাদের,
উদ্ধার করিতে চায় বন্দী জয়সেনে।

জয়া- । উদ্ধার করিতে চায় বন্দী জয়সেনে !
পার নাই চিনিতে তাদের ?

চর । পারি নাই ;
ঘন অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা
সাধ্যের অতীত।

জয়া- । কণ্ঠস্বর ?

চর । স্পষ্ট হ'লে
চিনিতাম ; মৃদুভাষা অস্পষ্ট—জড়িত,
বোঝা নাহি যায় তাহা চেনা কি অচেনা,
সার-মর্ম্মটুকু শুধু করেছি সংগ্রহ।

জয়া- । [স্বগত] চিনিবার নাহি প্রয়োজন অপরের,
আমি চিনিয়াছি তারে ; বিশ্বাসঘাতিনী
চন্দ্রা বিনা দুঃসাহস কার ? করেছিল

কত অনুরোধ—কত অনুনয়—কত
মর্ম্ম-ব্যথা শুনাইল মুক্তি লাগি তার ;
দেখি বিফল প্রয়াস, শেষ-চেষ্টা এই
তাহার উদ্ধার লাগি । জ্ঞানহীনা নারী
আজো বোঝে নাই—একা জয়াপীড়
দেখে সহস্র নয়নে, আছে তার শত শত
উৎকর্ণ কর্ণ শুনিবারে রাজ্যের বারতা ।
কিন্তু—কেবা এই বিশ্বাসঘাতক মূর্খ
কালসর্প ল'য়ে করে খেলা ? ঝাঁপ দেয়
অগ্নিকুণ্ড মাঝে, মৃত্যু যাহে সুনিশ্চিত ?
যে হ'ক—সে হ'ক, নাহি চিন্তা তার লাগি ,
অগ্রে করি অনর্থের মূল উৎপাটন,
তার পর উপাড়িব আগাছা সকল
একে একে । [প্রকাশ্যে] যাও ত্বরা, অবিলম্বে আন
ছিন্নমুণ্ড সে নারীর ।

চর । বধিব তাহারে ?

জয়া- । অসঙ্কোচে—নির্ব্বিচারে, না করিও দ্বিধা ।

[চরের প্রস্থান ।

এই নারী—এই তার প্রেম, ভালবাসা ।
হাবে, ভাবে, ভাষার ছটায় তুলে দেয়
হাতে আকাশের চাঁদ, কোমল পরশে
কত সুখ—কত তৃপ্তি ! জগতে অতুল
মনে হয় এই নারী ! এ স্নিগ্ধ পরশ
মনে হয়, স্বরগের মন্দাকিনী-ধারা !

কিন্তু কেহ কি কখনো ভাবে পরশের
এ স্নিগ্ধতা আছে ভুজঙ্গিনী দেহে ? আছে
সুনিবিড় আলিঙ্গন ; কিন্তু হলাহল
ক্ষরে তার প্রত্যেক চুম্বনে। ওকি! কার

[নেপথ্যে আর্ত্তনাদ]

ওই আর্ত্তনাদ! চন্দ্রা বিনা আর কার
হবে ? বিশ্বাসঘাতিনী নারী পাইয়াছে
যোগ্য প্রতিফল।

অপর্ণার ছিন্নমুণ্ড লইয়া চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। সুচিন্তিত সুবিচার
যোগ্য দণ্ড দান অমর আদর্শ ইহা ;
তাই দণ্ডদাতা মহান্ পুরুষে আজি
আসিয়াছি দিতে পুরস্কার। ধর বীর,
যোগ্য কার্য্যে যোগ্য উপহার মহামূল্য
এই ভিখারিণী-শির। এ জগতে যার
নাহি শত্রু, নাহি মিত্র, আত্মীয়-বান্ধব,
জগতের যত অনাদর—যত ঘৃণা
যত অবহেলা—যত নির্দ্দয়তা ছিল
যার পূর্ণ অধিকারে, তোমার কারণ
সকলি রাখিয়া গেল সেই ভাগ্যহীনা
দেবতা-বাঞ্ছিত লোকে। থাক সেনাপতি,
এই সব অতুল সম্পদ্ ল'য়ে, কর
আরো দৃঢ় উন্নতির ভিত্তি আপনার
পীড়িতের অভিশাপে ; গন্তব্য পথের

ধুয়ে যাক কর্দ্দম-কঙ্কর অশ্রুজলে,
চ'লে যাক বিজয়-শকট ভীমবেগে
মহান্ ধ্বংসের পথে ।

জয়া-। চন্দ্রা—চন্দ্রা তুমি !

চন্দ্রা- এখনো রয়েছি বেঁচে ; বিস্ময়ের কথা
ভাবিতেছ, জয়াপীড ? নাহিক বিস্ময়,
অতি সত্য—ধ্রুবসত্য—মৃত্যুর মতন,
চন্দ্রা বেঁচে নাই—তোমারি ইচ্ছায় চন্দ্রা
মৃত । আজি হ'তে, এবে দেখিতেছ যারে
সম্মুখে তোমার, নহে চন্দ্রা—তব প্রিয় ;
প্রেতমূর্ত্তি তার বিভীষণা ভয়ঙ্করী
প্রতিহিংসা-পরায়ণা রমণী পিশাচী ।
ছায়া মম অহরহঃ ফিরিবে পশ্চাতে
নিরুদ্ধ করিতে তব দানবীয় লীলা !

বেগে কর্পূর চাঁদের প্রবেশ ।

কর্পূর । শুধু তুমি নও মাতা, রয়েছে সহায়
সন্তান তোমার । ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকর্ম্ম,
তপ, যাগ-যজ্ঞ ভুলি ব্রাহ্মণ-সন্তান
প্রতিহিংসা মহামন্ত্রে হইবে দীক্ষিত
আজি হ'তে । এস মাতা, মাতা-পুত্র মিলি
পৈশাচিক মহোল্লাসে প্রতিহিংসা ব্রত
করি সম্পাদন ।

[চন্দ্রার হাত ধরিয়া প্রস্থান ।

জয়া। কে আছিস্? বন্দী কর্—
বন্দী কর্ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে।

[বেগে প্রস্থান।

কর্পূর। [নেপথ্যে] হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জয়াপীড়ের শিবির মধ্যস্থ কারাকক্ষ। কাল—রাত্রি।

বন্দী জয়সেন আপন মনে চিন্তা করিতেছিলেন। বাহিরে প্রহরায় প্রহরী পরিভ্রমণ করিতেছে।

জয়। ওই নীলাকাশ-খচিত অসংখ্য তারা
অনন্ত বিস্তৃত, এ চোখে নূতন নয়,
দেখিতেছি জন্মাবধি; কিন্তু দেখি নাই
কভু এমন সুন্দর! নিত্য অপরাহ্নে
দেখিয়াছি অস্তগামী রক্তিম-তপন,
রক্তরাগ মাখা তরুশির, সরোনীর,
আকাশ, ভূধর; নহে তা সুন্দর এত
যাহা দেখিয়াছি আজ। অরুণ উদয়ে
অনন্ত বিস্তৃত রম্য লালিমার আভা
নিত্য-সত্য-পুরাতন; আজি দেখিয়াছি
নূতন নয়নে। আর না দেখিতে পাব
প্রকৃতির এই হাসি—এই রূপরাশি,
এই গান পাপিয়ার না আসিবে কানে;
অরুণ-উদয় সনে ফুরাইবে মোর
জীবনের লীলা। যাব জীবনের পারে

পশ্চাতে ফেলিয়া যত সুখ, যত শান্তি,
যত চিন্তা, যত ব্যথা, যত কিছু আছে
মানব-জীবনে ; চির-বিস্মৃতির কোলে
ডুবে যাবে সব। এই যশ, এই মান,
এ পদ-গৌরব—আত্মীয়-বান্ধব আর—
আর—পারিব কি ? না—না পারিব না কভু
ভুলিতে তাদের ; জীবন-সঙ্গিনী ইলা,
প্রেমময়ী আদরিণী, হৃদয়ের রাণী,
আর ক্ষুদ্র শিশু—ক্ষুদ্র কুসুম-কোরক
পিতৃহারা অনাথ অবোধ, ভগবন্ !
অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতি, সর্ব্বশক্তিমান্ !
দাও—দাও একটু করুণা, কণামাত্র
ভিক্ষা দাও অফুরন্ত করুণা-ভাণ্ডার
হ'তে তব। পূর্ণ কর শেষ আশা মোর,
দেখাও তাদের একবার ক্ষণেকের
তরে—শুধু একবার। আসুক মরণ
তার পর, আলিঙ্গন করিব তাহারে
সমাদরে। দয়া কর—দয়া কর, প্রভু !

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। জয়সেন !

জয়-। এখনো ত হয় নি প্রভাত ?
তবে কিসের আহ্বান ? কোন্ প্রয়োজনে
আসিয়াছ বাধা দিতে শেষের চিন্তায়

অভাগা বন্দীর? সীমাবদ্ধ জীবনের
অতি ক্ষুদ্র অবসর নিভৃত চিন্তায়;
কেন তাহে সাধিতেছ বাদ? অতি ক্ষুদ্র
এ মুহূর্ত্তটুকু কেন কেড়ে নাও?

রক্ষী। না—না,
আসি নাই মন্দ অভিপ্রায়ে; চন্দ্রাদেবী
পাঠালেন মোরে। অতীব কাতর তুমি
ক্ষুধা-পিপাসায়, তাই আনিয়াছি এই
ফল-জল তোমার লাগিয়া।

জয়-। ধন্যবাদ
সনে জানাইয়ো অন্তরের কৃতজ্ঞতা
মোর দেবীরে তোমার; আর ব'লো তাঁরে,
করুণারূপিণী তিনি, ভুলিবার নয়
অপার্থিব করুণা তাঁহার। ভাগ্যহীন
অভাজন বঞ্চিত সকল সাধে; নাহি
সাধ—নাহি আশা—নাহি প্রয়োজন কিছু,
মরণ-পথের যাত্রী গিয়াছে ভুলিয়া
সংসারের সব প্রয়োজন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা,
আরাম, বিরাম, তন্দ্রা কিংবা স্নেহ-মায়া
নাহি কিছু কামনা তাহার। যাও বন্ধু,
ল'য়ে যাও ফিরাইয়ে স্নেহ-উপহার
স্নেহময়ী জননীর।

রক্ষী। ব্যথা পাবে দেবী
প্রত্যাখ্যান কর যদি উপহার।

জয়-। কোথা—

কোথা—বন্ধু, সেই অনুভূতি—জননীর
বুঝিব বেদনা ? সর্ব্বহারা ভাগ্যহীন
আমি দাঁড়ায়েছি মরণের তীরে ; যত
অনুভূতি আছে ধারণার সীমাবদ্ধ
দেহী মানবের, বঞ্চিত তাহাতে আমি ;
তাই প্রত্যাখ্যান—ক্ষমা কর মোরে।

[বিষণ্ণ বদনে রক্ষীর প্রস্থান।

উদ্দেশে প্রণাম করি জননী তোমায়,
লইও না অপরাধ। ওই—ওই বাজে
শঙ্খ-ঘণ্টা দেবতা-মন্দিরে ! রাত্রি কত ?
বুঝিতে না পারি মঙ্গল-আরতি কিংবা
আগমন-বার্ত্তা প্রভাতের ! শুনিয়াছি,
দুঃখের রজনী পোহাতে বিলম্ব হয়,
আসে সুখ-নিশা ক্ষণেকের তরে ; তবে
মধুর প্রভাত এত শীঘ্র আসে কেন ?
বুঝি ভুল করিতেছি। ওই থেমে গেল
শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, ব্রহ্মাণ্ড ডুবিল পুনঃ
নীরবতা কোলে ; এই বিশ্বমাঝে শুধু
আমিই একাকী শান্তিহারা—তন্দ্রাহারা—
ভাগ্য-বিতাড়িত—অভিশপ্ত ক্ষুদ্র জীব।
আকুল হৃদয়ে ডাকিতেছি, কোথা ত্রাতা—
কোথা হে ভাগ্য-বিধাতা, দয়া কর, দাও
এক কণা করুণা তোমার ! ব্যর্থ ব্যর্থ,

কেহ নাই ;　কে শুনিবে অরণ্যে রোদন ?
মৃত্যুই যখন অদৃষ্টের লিপি, তবে
আর কেন ?　কিসের আশায় আর বহি
জীবন-ভার ?　বাঁচিয়া সহিতে শুধু
মরণ-যন্ত্রণা ?　যে জীবনের সীমা শুধু
রজনীর ক্ষুদ্র যামটুকু !　এস—মৃত্যু,
এস—বন্ধু, দয়া কর—দয়া কর তুমি ;
সর্ব্বহারা অভাগার পূর্ণ কর আশা ।

[অন্ধকারে উঠিতে গিয়া সহসা প্রস্তরময় দেওয়ালে মাথায় আঘাত লাগিয়া আহত স্থান হইতে শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল ; জয়সেন ভূপতিত হইয়া অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীন অভিভূতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন ।]

প্রহরী । কে—কে তুমি ?

সন্ন্যাসী-বেশে চন্দ্রসেনের প্রবেশ ।

চন্দ্র- ।　　　　সাধু আমি, সংসার-বিরাগী ।

প্রহরী । সাধু কি অসাধু জানিতে চাহি না আমি ;
লুকাইয়া আপনারে নিশীথ-তিমিরে,
তস্করের মত বল, কোন্ প্রয়োজনে
আসিয়াছ হেথা ?　শিবিরের চতুর্দ্দিকে
নানা ছলে ফিরে শত্রু চর—ছলে বলে
সাধিতে অহিত ; তাহাদের একজন
নহ তুমি, কেমনে প্রত্যয় করি ?

চন্দ্র- ।　　　　　　ভুল—
ভুল বুঝিতেছ, বন্ধু !　নহি শত্রু আমি ;

এ সংসারে নাহি শত্রু, নাহি মিত্র মোর।
নাহি আকর্ষণ—নাহিক বন্ধন, মুক্ত
বিহঙ্গম সম ফিরি যথা ইচ্ছা হয় ;
সর্ব্বহারা, সর্ব্বগতি, কামনা-বিহীন
সন্ন্যাসী, সংসার-ত্যাগী। আমার কারণ
শঙ্কা নাহি কর, বীরশ্রেষ্ঠ-অনুচর
বীরেন্দ্র-কেশরী ! দুর্ব্বল সন্ন্যাসী। দীন
ভিক্ষা পাত্র সম্বল যাহার, তার ভয়ে
ভীত কবে কাশ্মীর-সন্তান ? বীর-গাঁথা
যাহাদের বিশ্ব-বিঘোষিত ? পশুরাজ
ত্রস্ত কবে শশকের ভয়ে ?

প্রহরী। হ'তে পার
সাধু তুমি সংসার-বিরাগী, হ'তে পার
অনাসক্ত কামনা-বিহীন, হ'তে পার
ধর্ম্মপ্রাণ নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী ; তবু তুমি
নহ পরিচিত।

চন্দ্র-। সন্ন্যাসীর পরিচয়
কিবা ? নাম নাই—ধাম নাই—গোত্র নাই
যার, কি আছে তাহার পরিচয় ? শুধু
সে মানব বিশাল বিশ্বের মাঝে, এক
দেহধারী।

প্রহরী। প্রয়োজন ?

চন্দ্র-। নহে তা আমার।

প্রহরী। তবে ?

চন্দ্র-। বন্দী জয়সেন আছে কারাগৃহে ;
প্রয়োজন তাহার কারণ। একবার
চাই তার সনে করিতে সাক্ষাৎ।

প্রহরী। কেন,
জান না কি তুমি বন্দী-সনে সাক্ষাতের
নাহি অনুমতি ?

চন্দ্র-। জানি ; তবু আসিয়াছি।

প্রহরী। তবু আসিয়াছ ? কি বিশ্বাসে আসিয়াছ ?

চন্দ্র-। মানুষের সব ব্যথা মানুষেই বোঝে।
তুমিও মানুষ ; আসিয়াছি এ বিশ্বাসে।

প্রহরী। পরাধীন ভৃত্য আমি, কোন শক্তি নাই।

চন্দ্র-। হ'তে পার কর্ম্মে তুমি পরের অধীন ;
কিন্তু হৃদয় তোমার নহে কারো দাস।
স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা,
অনুভূতি, বিবেক, বিচার নহে কারো
আজ্ঞাধীন। কঠোর কর্ত্তব্য মাঝে এর
মানবে দেখায় পথ।

প্রহরী। ভাল, প্রয়োজন ?

চন্দ্র-। বারেক সাক্ষাৎ বন্দী জয়সেন সনে ;
যদি দাও অনুমতি হব উপকৃত।

প্রহরী। সাধ্যের অতীত মোর এই উপকার।
নহে শুধু কর্ত্তব্য হেলন, প্রভু পাশে
বিশ্বাসঘাতক হব।

চন্দ্র-। পরের কারণ

সাধুজন করে আত্মদান ; তুচ্ছ ইহা
তার তুলনায়। ক্ষুদ্র কয়টী মুহূর্ত্ত
এক বিপন্নের লাগি দাও—বন্ধু, যদি,
কি ক্ষতি হইবে বল প্রভুর তোমার ?
বন্দী র'বে ওইখানে আছে যেই মত,
নিভৃত সাক্ষাত শুধু ক্ষণেকের তরে
একজন নির্ব্বিরোধী সন্ন্যাসীর সনে।
চাহ যদি, দিতে পারি এর বিনিময়ে
এই কণ্ঠহার হীরক-খচিত ; দেখ,
নহেক সামান্য ইহা।

প্রহরী। চ'লে যাও—সাধু,
অসাধু সঙ্কল্প ল'য়ে, ভেবেছ কি মনে,
প্রলোভনে কর্ত্তব্য ভুলাবে ? রাজপুত—
রাজপুত চিরদিন ; ধর্ম্মপরায়ণ
কর্ত্তব্যে অটল, হ'লেও নগণ্য দীন,
নহে হীন কৃতঘ্ন তস্কর। যাও—সাধু,
এ শিবির হ'তে।

চন্দ্র-। ধন্য—ধন্য ক্ষত্রবীর ;
ক্ষত্রবীর বিনা অন্যে কভু কি সম্ভবে
এহেন দৃঢ়তা ? এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ?
এ শুধু পরীক্ষা—বীর, নহে অনুরোধ।
বুঝিলাম, ক্ষত্রোচিত আছে সব গুণ ;
শৌর্য্য বীর্য্য, মনুষ্যত্ব স্নেহ দয়া মায়া
ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার, অগ্রণী সবার

সর্ব্বকার্য্যে ক্ষত্রগণ উদারহৃদয়।
ভাল; রাজপুত বীর, কহ দেখি শুনি—
কার লাগি করিতেছ পরের দাসত্ব?
কার লাগি এই আত্মত্যাগ, এই নিষ্ঠা,
এ দৃঢ়তা কর্ত্তব্য পালনে? কার তরে
ভুলিয়াছ নিজ সুখ, নিজ শান্তি-স্বচ্ছন্দতা?
আপনারে দিতে পার বলি অনায়াসে
তুচ্ছ অর্থ-বিনিময়ে? কহ—বীরবর,
কার লাগি করিতেছ এত? যাহাদের
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা কঠিন নিগড়ে
বাঁধা চিরদিন, নহে কি তাদের লাগি?
যদি সন্তান-জনক, মনে কর—বন্ধু,
অস্ফুট কোরক সম শিশু মুখখানি
মাতৃ-ক্রোড়ে বসি ডাকে আধ-আধ ভাবে,
আত্মহারা মাতা সস্নেহে চুম্বন করে
কচি-মুখখানি, কী সে সুখময় দৃশ্য!
ভাব একবার, সেই শিশুর জনক
তুমি দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা; ভাগ্যদোষে
যদি হয় কভু শত্রুকরে এই দশা,
ভাগ্যহীন জয়সেন আজি যে দশায়
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে একাকী নীরবে,
শিশুর জনক সে-ও বাস্তব জগতে;
আপন অন্তর দিয়ে ভাব—বীরবর,
অন্তর তাহার। আমি আসিয়াছি আজ

ল'য়ে যেতে তার শেষ স্নেহ-আশীর্ব্বাদ
পত্নী-পুত্র তরে ; শুধু এইটুকু দয়া
ভিক্ষা চাই—বন্ধুবর, তোমার সকাশে।

প্রহরী। [ক্ষণেক চিন্তার পর]
এইমাত্র প্রয়োজন ? যাও তুমি, সাধু ;
শুধু অনুরোধ, অযথা বিলম্ব করি
বিপন্ন না করিও আমারে।

চন্দ্র-। ধন্যবাদ,
মহাপ্রাণ রাজপুত উদার হৃদয় !
বিশ্বপতি মহাকার্য্যে করুন মঙ্গল।

[কারাদ্বার মুক্ত করিয়া প্রহরীর প্রস্থান
এবং চন্দ্রসেনের কারাকক্ষের নিকট গমন।

জয়সেন—

জয়-। [স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়] কে ? কে তুমি ?

চন্দ্র-। আমি চন্দ্রসেন।

জয়-। তুমি ! হা দুর্ভাগ্য, তুমিও হয়েছ বন্দী ?

চন্দ্র-। নহে জয়াপীড় কভু এত ভাগ্যবান্।
আমি আসিয়াছি—জয়, মুক্তি দিতে তোমা।

জয়-। মুক্তি দিতে মোরে ! সত্য বল—চন্দ্রসেন,
আসিয়াছ মুক্তি দিতে ? এও কি সম্ভব !

চন্দ্র-। এ সংসারে অসম্ভব কিছু নয়, জয় !
ইলার মলিন মুখ, শিশুর ক্রন্দন
বহাইল যে ঝড় হৃদয়ে—জয়সেন,
পাইলাম কী যে ব্যথা বলিতে না পারি !

উন্মত্তের মত হেথা আসিলাম ছুটে
উদ্ধার করিতে তোমা করি দৃঢ় পণ—
ছলে, বলে অথবা কৌশলে কিংবা যদি
হয় প্রয়োজন, আপনারে দিব বলি।
এস—বন্ধু, ত্বরা কর—বিলম্ব না সয়।
লহ এই তপস্বীর বেশ, দাও মোরে
বন্দিবেশ তব ; নিঃশঙ্ক চলিয়া যাও।

জয়-। আর তুমি ?

চন্দ্র-। ভাবিবার নাহিক সময়
মোর কথা। তব স্থান করি অধিকার
আমি র'ব এইখানে।

জয়-। অসম্ভব ইহা ;
জয়সেন নহে কভু কৃতঘ্ন এমন,
আত্মরক্ষা হেতু হবে মৃত্যুর কারণ
অকৃত্রিম বান্ধবের। যাও —চন্দ্রসেন,
পারিব না অনুরোধ রাখিতে তোমার।

চন্দ্র-। অবশ্য পারিতে হবে ইলার কারণ ;
সংসারে কে আছে তার ? অজ্ঞান, অবোধ
ক্ষুদ্র শিশু নিরাশ্রয় দুটী ক্ষুদ্রপ্রাণ
কার মুখ চেয়ে বল ধরিবে জীবন ?
ভেবো না আমার কথা, আমি ভবে একা,
নাহি আশা, নাহি আকর্ষণ, নাহি সাথী,
নাহি কেহ ভাবিতে—কাঁদিতে এ সংসারে ;
সমতুল মোর পাশে জীবন-মরণ।

কথা রাখ, বিলম্ব না কর ; পার যদি
আত্মরক্ষা করি আমারে উদ্ধার কর।

জয়- । চন্দ্রসেন—চন্দ্রসেন, রক্ষা কর মোরে ;
প্রলোভনে ভুলায়ো না কর্ত্তব্য আমার।
ক্ষুদ্র জলবিম্ব প্রায় নশ্বর জীবন,
সে প্রাণ করিতে রক্ষা বন্ধুঘাতী হব ?
না—না, পারিব না কভু। যাক ছার প্রাণ,
হয় হোক পত্নী-পুত্র ভাগ্যে যাহা আছে ;
পারিব না বন্ধুঘাতী হ'তে কদাচন
রক্ষিতে এ ছার প্রাণ।

চন্দ্র- । কেন ভাবিতেছ ?
এ কৌশল নহে শুধু তোমার উদ্ধারে ?
আকস্মিক বিপদে তোমার হারায়েছি
মনের স্থিরতা, তাই করেছি সঙ্কল্প,
যদি কোনরূপে তোমারে উদ্ধার করি,
তুমি সু-কৌশলী বীর, না হতে প্রভাত
উদ্ধার করিবে মোরে। যাও—বন্ধু, যাও ;
আর না বিলম্ব কর।

জয়- । সত্য বলিতেছ ;
সঙ্কল্প তোমার ইহা ?

চন্দ্র- । তুমি বুদ্ধিমান্ ;
পার না কি সত্য-মিথ্যা করিতে বিচার ?

জয়- । ভাল ; দাও তবে। দেখি, কি করিতে পারি।

[চন্দ্রসেন প্রদত্ত সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিল]

চন্দ্র-। দাও—সখা, বিদায়ের শেষ-আলিঙ্গন।

জয়-। নহে শেষ, দেখা হবে পুনঃ সুনিশ্চয়।

[আলিঙ্গনান্তে জয়সেনের প্রস্থান।

চন্দ্র-। সুখী হও—ইলাবতি, স্বামীরে লইয়া ;
পার যদি, ক্ষমা কর অভাগারে, সতি !
করিয়াছি অপরাধ ; দেখুক জগৎ,
কী কঠোর কর্ত্তব্য করিতেছি আমি !

[চিন্তান্বিতভাবে উপবেশন]

দূরে একজন সন্ন্যাসী গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী। —

গান।

দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল আস্ছে গহীন রাত্রি।
তোর পারের কড়ি গুছিয়ে নে ওরে পারের যাত্রী॥
কাজ্‌লা-রাতে আকাশ ঘেরা ঘন-বাদলে,
ঝমাঝমের মাঝে ঘা দেবে মাদলে ;
পারের ঘাটে লা ভিড়েছে,
দেরি কেন করিস্ মিছে,
হাতছানি দে ডাক্‌ছে নেয়ে,
"আয় রে ওরে আয় রে ধেয়ে,"
যেমন, মা-হারা ছেলেকে ডাকে স্নেহময়ী ধাত্রী॥

ধীরে ধীরে চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। মরিয়াছে চন্দ্রাবতী ; প্রেতমূর্ত্তি তার
ফিরিতেছে প্রতিহিংসা করিতে সাধন।
প্রতিহিংসা ! কার তরে ? কে শত্রু আমার ?

জয়াপীড় ? সে ত নয় অরাতি আমার,
জীবনের আরাধ্য-দেবতা স্বামী মোর ;
নহে প্রতিহিংসা তাঁর প্রতি। প্রতিষ্ঠিত
সে মুরতি মানস-মন্দিরে, পূজি নিত্য
সে আরাধ্য দেবে ; তবে প্রতিহিংসা কেন ?
অত্যাচার, অনাচার, দুর্ব্বল-পীড়ন
জ্বালিয়াছে প্রতিহিংসা-বহ্নি হৃদিমাঝে,
টুঁটি টিপে তাহাদের সমূলে বিনাশ
করিতে বাসনা মোর ; তাই প্রতিহিংসা-
বহ্নি জ্বালি হৃদয়ের মাঝে ফিরিতেছি
লক্ষ্যভ্রষ্ট উল্কা পিণ্ড সম। নিস্তব্ধতা
সারা বিশ্ব করিয়াছে গ্রাস। সুখী দুঃখী,
ব্যথিত তাপিত সবে ঢালিয়াছে অঙ্গ
গাঢ় সুষুপ্তির কোলে, নীরব সকলি ;
আমি শুধু শান্তিহারা এই বিশ্বমাঝে,
অসহ্য যাতনা-বিষে জর্জ্জরিত হিয়া—
ফিরিতেছি একাকিনী। ওই কারাকক্ষ,
ওইখানে বন্দী জালন্ধরী জয়সেন ;
প্রথম কর্ত্তব্য মোর তারে মুক্তিদান।

[অগ্রসর হইলেন]

জয়সেন—

চন্দ্র-। কে—কে তুমি ?

চন্দ্রা। আমি চন্দ্রাবাঈ।

আসিয়াছি মুক্তি দিতে তোমারে, বীরেন্দ্র !

চন্দ্র- । শত ধন্যবাদ এহেন করুণা দেখি
জয়সেন প্রতি ! প্রয়োজন নাহি আর
তব করুণায় ; জয়সেন মুক্ত, দেবি !

চন্দ্রা । মুক্ত জয়সেন ! কে দিল তাহারে মুক্তি ?

চন্দ্র- । আমি ।

চন্দ্রা । কে তুমি হে, মুক্তিদাতা ?

চন্দ্র- । মিত্র তার,
নাম চন্দ্রসেন ।

চন্দ্রা । জলন্ধর-সেনাপতি
চন্দ্রসেন ?

চন্দ্র- । নহি আর সেনাপতি, এবে
বন্দী কারাগারে ।

[সহসা চন্দ্রার পথ রোধ করিয়া]

আমারে মার্জ্জনা কর
অশিষ্ট আচার এই অতি প্রয়োজন
মুক্ত জয়সেন যায় নাই বহুদূর,
শত্রুর আয়ত্ত মাঝে এখনো রয়েছে ।

চন্দ্রা । পথরোধ করিতেছ বটে ; বাক্যরোধ
করিবে কেমনে রক্ষীরে যদ্যপি ডাকি ?

চন্দ্র- । তার পূর্ব্বে বাক্‌রোধ করিব তোমার
চিরতরে ।

[কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিল]

চন্দ্রা । আমিও প্রস্তুত, বীর ; কিন্তু

[ছুরিকা প্রদর্শন]

নাহি তার প্রয়োজন। নহি শত্রু তব,
আসিয়াছিলাম আমি মুক্ত করিবারে
জয়সেনে। উদ্দেশ্য সফল হয় নাই,
কিন্তু কার্য্য শেষ ; অসম্পূর্ণ অংশটুকু
সম্পূর্ণ করিবে তুমি।

চন্দ্র-। আমি কি করিব ?
বন্দী আমি কারাগারে।

চন্দ্রা। আমি মুক্তি দিব ;
আগে প্রতিশ্রুতি দাও।

চন্দ্র-। কি করিতে হবে ?

চন্দ্রা। এই অনাচার—এই অত্যাচার, যাহা
সহিতেছে জালন্ধরী, বিনাশ তাহার
সমূলে করিতে হবে। ওই তীক্ষ্ণ ছুরি
উদ্যত করিয়াছিলে করিতে বিদীর্ণ
যে বক্ষ-পঞ্জর অতি ক্ষীণ রমণীর,
পাষাণ বিঁধিতে হবে ওই ছুরিকায় ;
ভাবিবে না—টলিবে না—করিবে না দ্বিধা,
দৃঢ়মুষ্টি হবে না কম্পিত। পারিবে না,
চন্দ্রসেন ?

চন্দ্র-। জয়াপীড়ে গুপ্তহত্যা—দেবি,
বাসনা কি তব ?

চন্দ্রা। যদি তাই হয়, বীর।

চন্দ্র-। জয়াপীড় স্বামী তব !

চন্দ্রা। জানে বিশ্বজন,

জয়াপীড় স্বামী মোর—আরাধ্য-দেবতা,
দেবতার মত রহিবেন চিরদিন
মানস-মন্দিরে, করিব তাঁহার পূজা
নিভৃতে নয়ন-নীরে আমরণ কাল ;
জীবনের পরপারে হইবে মিলন
আমাদের পুনঃ। অত্যাচার, অনাচার,
দুর্ব্বল-পীড়ন, প্রতিকার প্রয়োজন ;
অবিলম্বে কণ্ঠরোধ করিব তাদের।
মানব-রাক্ষস বধে নাহি কোন পাপ।
পারিবে কি—চন্দ্রসেন, প্রতিশ্রুতি দিতে ?
পার যদি, এস ত্বরা—বিলম্ব ক'রো না ;
কোমল পর্য্যঙ্কে শুয়ে ভুঞ্জে নিদ্রাসুখ,
এই নিদ্রা মহানিদ্রা হোক আজি তার।
এস সাথে।

চন্দ্র-। চারিধারে সজাগ প্রহরী ;
ভয় হয়, হিতে পাছে হয় বিপরীত ?

চন্দ্রা। এত কাপুরুষ তুমি ! আমি হীন নারী,
আমি আসিয়াছি এ দৃঢ় সঙ্কল্প ল'য়ে,
আর তুমি বীর্য্যবান্ পুরুষপ্রধান ;
তোমার সঙ্কোচ এত ?

চন্দ্র-। সম্মুখ সংগ্রাম
বীরের বাঞ্ছিত চিরদিন ; ঘৃণা করি
এ জঘন্য ঘাতকের কাজে। কৃপা করি
মুক্তি দাও যদি—দেবি, করিতেছি পণ ;

মুছে দেব জয়াপীড় নাম চিরতরে
ধরা বক্ষ হ'তে কালি প্রাতে রণাঙ্গণে :
কিন্তু গুপ্ত ঘাতকের মত—

চন্দ্রা। বল শীঘ্র—
পারিবে, কি পারিবে না ? নাহি পার যদি,
আমিই দেখাব আজি নারীর যোগ্যতা ;
আছে কি না আছে তার সাহস দুর্জ্জয়
ক্ষুদ্র বক্ষে, মহাশক্তি এ মৃণাল-ভুজে।

চন্দ্র-। চল—নারি, কোথা যেতে হবে।

চন্দ্রা। ভেবে দেখ
আর একবার।

চন্দ্র-। নাহি কিছু ভাবিবার ;
চল যাই, নারি, ভাগ্য যথা ল'য়ে যায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান। কাল—রাত্রি।

নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার সম্মুখে কর্পূরচাঁদ বসিয়া ভাবিতেছিল।

কর্পূর। নিবে গেল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্ষুধাতুর অগ্নিদেব অমন সোণার দেহখানাকে অম্লানবদনে পেটে পূর্‌লেন, রইল না এতটুকু চিহ্ন তার—আগুনও নিবে গেল! তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার নিদর্শন রইল মুঠো-কতক ছাই; হাওয়ার দাপটে তাও উড়ে গিয়ে কোন্ অনন্তের কোলে মিশিয়ে যাবে কে জানে? একা এসেছিল অভাগিনী, একাই চ'লে গেল; রেখে গেল একরাশ যাতনা শুধু আমার জন্য। কেন? আমার জন্য কেন? আমি তার কে? কেউ নই? তবে আমার বুকে এতখানি ব্যথার গুরুভার কেন? হা রে মূর্খ, কেন তা বুঝ্‌তে পার্‌লি নি? তুই-ই যে তার অপমৃত্যুর কারণ। দীন ভিখারী বামুন তুই, তোর যোগ্যতাই বা কতটুকু, যে তুই এত বড় একটা কাজ কর্‌তে যাস্? যা এমন একটা হোমড়া-চোমড়া রাজা পার্‌লে না, তা-বড়—তা-বড় সেনাপতিরা পার্‌লে না, কুশাস্ত্রধারী দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ হ'য়ে তুই তা কর্‌তে সাহস করিস্? এতখানি বুকের পাটা তোর? কর্‌লি কি? একটা সরলা, অবলা, কচি মেয়েকে দিব্যি যমের মুখে তুলে দিলি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রায়শ্চিত্ত কর্—মূর্খ প্রায়শ্চিত্ত কর্। এত বড় একটা অন্যায়ের প্রতিকার কর্‌তে না পারিস, অন্ততঃ তুই যতটুকু ঋণী সেই অসহায় বালিকার

কাছে, তার ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দে, অঞ্জলি ভ'রে ঐ নর-রাক্ষসের বুকের রক্ত সেই হতভাগিনীর অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশে তর্পণ ক'রে। পার্‌বি কি—পার্‌বি কি, কর্পূরচাঁদ ?

শিলাদিত্যের প্রবেশ।

শিলা-। কে তুমি ?

কর্পূর। শ্মশানে আর কে থাকে ? হয় কুকুর-শেয়াল, নয় ভূত-প্রেত ; মনে কর, তারই মধ্যে একরকম।

শিলা-। যে-ই হও, তুমি কি কর্পূরচাঁদকে দেখেছ ? বিশেষ প্রয়োজন তাকে আমার।

কর্পূর। হাওয়ায় বোধ হয় উবে গেছে ; মরিচ দেওয়া ছিল কি, মশায় ?

শিলা-। তুমি ! তুমি এখানে ? অন্ধকারে ঠাওর কর্‌তে পারি নি, কিছু মনে ক'রো না, ভাই ! তা—তুমি এখানে কেন ?

কর্পূর। একদিন আস্‌তেই হবে, তাই পথটা চিনে রাখ্‌ছি। এই রমারমের ভেতর হঠাৎ এ গরীব বামুনের খোঁজ পড়্‌ল যে ?

শিলা-। শুনেছিলুম, তোমরা নাকি গোপনে শত্রু-শিবিরে গেছ—জয়সেনের সন্ধান কর্‌তে। সন্ধান পেয়েছ, কর্পূরচাঁদ ?

কর্পূর। পেয়েছি ; তিনি বন্দী।

শিলা-। শুনেছি—তোমরা গিয়েছিলে ; কিন্তু তোমার সঙ্গী হয়েছিল কে, তা ত শুনি নি ? কে সে, বন্ধু ?

কর্পূর। এক অভাগিনী বালিকা।

শিলা-। কোথায় সে ? সে কি এখনও ফেরে নি ?

কর্পূর। সে ঐখানে। [ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ] আর ফির্‌বে না।

শিলা- । কর্পূরচাঁদ—

কর্পূর । মুখের দিকে দেখ্‌ছেন কি? আমাদের যতটুকু সাধ্য করেছি; শক্তিমান্ রাজা আপনি, পারেন ত বাকীটুকু সম্পূর্ণ করুন। সে শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে, আমি বেঁচে ফিরে এসেছি। আমি মহারাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি সশরীরে, আর তার শেষ-স্মৃতি মিশিয়ে রয়েছে ঐ চিতা-ভস্মের সঙ্গে; একটু পরে হয় ত তাও থাক্‌বে না।

শিলা- । নিশ্চিন্ত থাক, বন্ধু! এর প্রতিশোধ নেব। আমার সমস্ত সৈন্য সমবেত হয়েছে জয়াপীড়ের ঘুমন্ত শিবিরের চতুর্দ্দিকে; আমরা আক্রমণ কর্‌ব।

কর্পূর । করুন আক্রমণ আপনারা; ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমি শুধু পরিক্রমণ কর্‌ব, এই নিস্তব্ধ ভয়াবহ শ্মশানভূমি, ফলাফলের জন্য কারো উপর নির্ভর কর্‌ব না; সে নির্ভরতা আমার নিজের উপর, ফলাফলও আমার নিজের হাতে।

[বেগে প্রস্থান।

শিলা- । একি উন্মাদের মত কোথায় ছুটে গেল! কর্পূর—কর্পূর—বন্ধু—

[সেইদিকে প্রস্থান।

কর্পূর । [নেপথ্যে] ডুবে গেলুম, মহারাজ!

শিলা- । দাঁড়াও—দাঁড়াও, বন্ধু!

তৃতীয় দৃশ্য

শিবিরাভ্যন্তরে জয়াপীড়ের শয়ন-কক্ষ। কাল—রাত্রি

পালঙ্কোপরি একাকী বসিয়া জয়াপীড় চিন্তা করিতেছিল।

জয়া-। মরিয়াছে শত্রু-কন্যা—আনন্দের কথা!
এসেছিল মন্দ অভিপ্রায়ে, পাইয়াছে
যোগ্য প্রতিফল। চন্দ্রার কি যায়-আসে
তাতে? কেন তার হেন ভাবান্তর? শত্রু—
শিশু হ'ক, বৃদ্ধ হ'ক, বালক, যুবক,
শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে কেহ; তবে কেন
তার প্রতি এতই করুণা? এই দয়া
দেখিয়াছি তার জয়সেন প্রতি; শুধু
দয়া নয় তাহা, রহিয়াছে আরো কিছু
ভাব অন্তরে লুকান। বিশ্বাসঘাতিনী নারী
অবনী মাঝারে, সংসারে জঞ্জাল;
সে জঞ্জাল দূর করা অবশ্য বিহিত।
আগে জলন্ধর, অন্য চিন্তা তারপর।
রাত্রি কত? অবসন্ন দেহে আসে তন্দ্রা
শান্তি দিতে; করিব না প্রত্যাখ্যান তারে
এস—এস, শান্তিময়ি! কোমল পরশে
স্নিগ্ধ কর অভাগার উত্তপ্ত ললাট।

[শয়ন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইলেন।,
সহসা স্বপ্নঘোরে বলিতে লাগিলেন]

বধ কর—বধ কর বিশ্বাসঘাতকে,
প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ তার বিক্ষত করিয়া
তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে লবণ নিক্ষেপ কর ;
ছিঁড়ে ফেল নখাঘাতে উদ্ধত রসনা ।
হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঐ আর্ত্তনাদ ! হউক ধ্বনিত
দশ দিক্ আকাশ, বাতাস, চরাচর ।

[পুনরায় নিদ্রিত হইলেন]

চন্দ্রা ও চন্দ্রসেনের প্রবেশ ।

চন্দ্রা । ওই দেখ—চন্দ্রসেন, পালঙ্ক উপরি
মহাসুখে নিদ্রা যায় পাপী । এই দণ্ডে
বক্ষে তার তীক্ষ্ণ-অস্ত্র আমূল বসাও,
নিবে যাক্ জীবনের দীপ ।

চন্দ্র- । যাও তুমি
অন্তরালে, কার্য্যশেষে মিলিব আবার ।
পত্নীর সম্মুখে কভু নহে সমীচীন
বধ করা পতিরে তাহার ।

চন্দ্রা । যাইতেছি ।
কার্য্য শেষ করি অবশ্য করিও দেখা ।
যতক্ষণ নাহি ফের, জানিও নিশ্চয়—
উৎকণ্ঠায় র'ব ততক্ষণ । [প্রস্থান ।

চন্দ্র- । এই নারী !
অপূর্ব্ব চরিত্র এর !

জয়া- । [নিদ্রাঘোরে] কে আছ কোথায়,
রক্ষা কর মোরে ; নিদারুণ কশাঘাতে

প্রাণ যায়। ওকি! আসে কদর্য্যমূরতি
লোলচর্ম্ম, দীর্ঘদন্ত, জীবন্ত কঙ্কাল
বদন ব্যাদন করি গ্রাসিতে আমায়।
স'রে যাও, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে।

চন্দ্র-। স্বপ্ন, না প্রলাপ ইহা? স্বপ্ন সুনিশ্চয়;
মহাপাপীজন ভুঞ্জে সুখনিদ্রা কবে?

[নেপথ্যে প্রহর-জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি]

উত্তীর্ণ তৃতীয় যাম রজনীর; আর
কালব্যাজে নাহি প্রয়োজন। অকাতরে
নিদ্রা যায় পাপী, এই ত সুযোগ; কিন্তু—

[হত্যা করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।]

চন্দ্রসেন বীর বলি বিদিত সংসারে;
এই কি সে বীরের আচার? চোর সম
করিয়া প্রবেশ নিদ্রাতুরে গুপ্তহত্যা
বীর-যোগ্য, বীর-ধর্ম্ম কোন্ নীতি মতে?
না—না, পারিব না—পারিব না বীর ধর্ম্মে
দিতে জলাঞ্জলি হীন কাপুরুষ সম।
জয়াপীড়—জয়াপীড়—

জয়া-। [সুপ্তোত্থিত হইয়া] কে তুমি? কি চাও?

চন্দ্র-। পরিচয়ে নাহি হবে সুখী; শত্রু আমি—
জালন্ধরী আসিয়াছি যে সঙ্কল্প ল'য়ে
শুনিলে বিস্মিত হবে। এই নিদর্শন।

[ছুরিকা প্রদর্শন।]

জয়া-। তুমি জালন্ধরী ?

চন্দ্র-। সেনাপতি চন্দ্রসেন।

জয়া-। তুমি হত্যা করিবে আমারে ?

চন্দ্র-। ইচ্ছা ছিল

কিন্তু বিবেকের মানা, তাই পরিহারে

করিনু সঙ্কল্প।

জয়া- আশঙ্কা জাগিল প্রাণে,

সে কথা না বলি বিবেকের অনুযোগ

কেন অকারণ ?

চন্দ্র- এখনো অশক্ত নই,

এই দণ্ডে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা এই পারি

আমূল বসাতে উন্মুক্ত হৃদয়ে তব ;

কিন্তু বীরোচিত নহে এই আচরণ।

জয়া-। ভুলে গেছ বুঝি, মূর্খ ? নাহি এ শিবিরে

সজাগ প্রহরী একজন দিতে তোমা

যোগ্য শাস্তি ?

চন্দ্র-। তার আগে ওই শির

করিবে চুম্বন ধরণীর মাটি।

শোন—

শোন, জয়াপীড় ! আসিয়াছিলাম আমি

মুক্তি দিতে জয়সেনে ছলে কিংবা বলে ;

মুক্ত জয়সেন, আমি বন্দী তব পাশে

আর অপরাধী গুপ্তহত্যা অভিযোগে ;

শাস্তি দাও যথা অভিরুচি।

চন্দ্রার প্রবেশ।

চন্দ্রা। চন্দ্রসেন,
কি হেতু বিলম্ব এত ? আততায়ী বধে
ইতস্ততঃ কেন করিতেছ ? এ কি—এ কি !
জাগিয়াছে জয়াপীড় !

জয়া-। জাগিয়াছে, চন্দ্রা !
তুমি কেন আসিলে না ? ভীরু জয়সেন
পারে নাই যাহা, সুসাধ্য হইত তাহা
তোমার সকাশে। ধিক্ পাপীয়সী নারি !
স্বামীবধে এত আকিঞ্চন ! কে আছিস্ ?

রক্ষীর প্রবেশ।

শৃঙ্খলিত করি পাপিনীরে ল'য়ে যাও
কারাগারে। দণ্ড দিব বিচার করিয়া।

চন্দ্রা। কেন আর বিচারের ভান ? জানি আমি,
কি দণ্ড আমার ; কিন্তু রহিল আক্ষেপ
উৎপাটিত না হইল অনর্থের মূল।
ধিক্ কাপুরুষ চন্দ্রসেন ! অপদার্থ !

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

চন্দ্র। আর কেন, জয়াপীড়, চিন্তান্বিত মন ?
দণ্ড দাও—অপরাধী সম্মুখে তোমার।

জয়া-। সত্যকথা—জয়সেনে মুক্ত করিয়াছ ?

চন্দ্র। সত্য—অতি সত্যকথা, সত্য যেইরূপ
অস্তিত্ব তোমার, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য।
দণ্ড দাও এইবার।

জয়া-। হ'তে পারি আমি

উচ্চ অভিলাষ নিয়ে নির্ম্মম পাষাণ,
স্বার্থে অন্ধ—হারায়েছি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ;
কিন্তু দিতে জানি আমি সুযোগ্য সম্মান
মহত্ত্বের ! তাই বলিতেছি উচ্চকণ্ঠে—
চন্দ্রসেন, মুক্ত তুমি, যথা ইচ্ছা যাও ;
পারি যদি, রণাঙ্গনে পরীক্ষা করিব
কত শক্তি ধর তুমি ।

চন্দ্র । আততায়ী তুমি ;

তবু মুগ্ধ আজি আমি মহত্ত্বে তোমার ।

[নিস্ক্রান্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আনন্দগিরির কুটীর সম্মুখ। কাল—প্রভাত।

একটী বৃক্ষতলে শিশুক্রোড়ে ইলাবতী ও আনন্দগিরি দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

ইলা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে ক'দিন হ'য়ে গেল, বাবা!

আনন্দ। অধীরা হ'য়ো না—মা, এ বিপদের মেঘ কেটে যাবে।

ইলা। আপনি আমায় বৃথা প্রবোধ দিচ্ছেন; নিষ্ঠুরতার অবতার জয়াপীড়, তাঁকে মুক্তি দেওয়া দূরে থাক্, হয় ত তাঁকে—বাবা—বাবা, আপনার পায়ে ধরি, আপনি সত্য ক'রে বলুন, তিনি বেঁচে আছেন ত?

আনন্দ। পাগ্‌লী মেয়ে! কেন আশঙ্কা কর্‌ছিস্ তুই? জ্যোতিষ চির-সত্য।

ইলা। কিন্তু গণনায় ভুল হওয়া অসম্ভব নয়, বাবা!

আনন্দ। আমার গণনায় ভুল হবে? তুই কি বল্‌ছিস্, মা? আমার অভ্রান্ত গণনা ভুল হ'লে, নিজের উপরে নিজের বিশ্বাস হারাতে হয়। এই আত্মবিশ্বাসের বলে এক বস্তু এখনও দ্বিতীয়বার গণনা করি নি। বুড়ো হয়েছি ব'লে কি স্মৃতি-শক্তি

ধারণা-শক্তি এতখানি ক'মে গেছে? ভাল, তুই এইখানে অপেক্ষা কর্; তোর জন্য আজ জীবনে এই প্রথমবার একটা বিষয় দ্বিতীয় বার গণনা কর্‌ছি। দেখি, আমার অভ্রান্ত গণনায় ভুল কোন্‌খানে।

[ত্বরিতপদে কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ইলা-। বাবা কি বিরক্ত হলেন? যে দেব-হৃদয় মহাপুরুষ পথের ধূলো থেকে একটা অজানা-অচেনা মেয়েকে কুড়িয়ে এনে শুধু আশ্রয় দেওয়া নয়, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢেলে পালন কর্‌ছেন, তিনি কি বিরক্ত হ'তে পারেন? না—না—না, এ কথা মনে করাও পাপ—মহাপাপ। শুনেছি, তাঁর গণনা অভ্রান্ত; তাঁর এতখানি আত্ম-বিশ্বাসই তার প্রমাণ। তবে আমার মনকে শান্ত কর্‌তে পার্‌ছি নে কেন? অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাঝে মাঝে এমন আত্মহারা হচ্ছি কেন? কেন এ দুর্ব্বলতা আমার? ঈশ্বর, মনে বল দাও—আশীর্ব্বাদ কর, যেন বাবার কথা সত্য হয়। তাই ত, খোকা যে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। এইখানেই একটু শুইয়ে দিই। [বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করিয়া শয্যা রচনা করিল] এই পর্ণশয্যা আজ কার জন্য? সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাকে শুইয়ে তৃপ্তি হ'ত না, সেই জলন্ধরের অন্যতম সেনানায়ক জয়সেনের পুত্রের জন্য? হা দুরদৃষ্ট! হা হতভাগ্য শিশু! আজ যে তুই আশ্রয়হীনা ভিখারিণীর সন্তান; এই পর্ণ-শয্যাই আজ তোর সুখশয্যা! [চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে শিশুকে পর্ণ-শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল] গণনা যদি সত্য হয়, ঈশ্বর—ছিঃ ছিঃ কী দুর্ব্বলতা আমার! এইজন্যই নারী দুর্ব্বলা, ভাব্‌তে পারে শুধু মন্দটা। বিবেক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তবু——

সহাস্যমুখে আনন্দগিরি কুটীর হইতে বাহিরে আসিলেন।

আনন্দ। অভ্রান্ত গণনা—মা, অভ্রান্ত গণনা। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া সম্ভব হ'তে পারে, অচল হিমাদ্রি মলয়-স্পর্শে স্থানচ্যুত হ'তে পারে, বাজের আগুনে পুষ্পবৃষ্টি হ'তে পারে; তবু আনন্দ স্বামীর গণনা কখনও ভুল হ'তে পারে না। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এইখানে ব'সে তোমার স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আসি।

[গমনোদ্যোগ]

ইলা। পায়ের ধূলো দিন্, বাবা! [পদধূলি গ্রহণ]

আনন্দ। ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[প্রস্থান।

ইলা। আস্‌ছেন তিনি—আস্‌ছেন তিনি? এত সৌভাগ্য আমার? এত ভাগ্যবতী তুই ইলা? ওরে—ওরে আনন্দ-দুলাল আমার, আঁধার ঘরের মাণিক আমার, ভাগ্যবান্ তুই। ওরে, কে বলে তুই অভাগা? ভাগ্যবান্ পিতার ভাগ্যবান্ পুত্র তুই। এখনও ঘুমুচ্ছিস্ তুই? কতদিন পরে তুই তোর স্নেহময় পিতাকে দেখ্‌বি; এখন কি তোর এত ঘুম সাজে? ওঠ্—ওঠ্, বাছা আমার অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক্—আর একটু ঘুমুক্, তাঁর স্নেহের ডাকেই এর ঘুম ভাঙুক, ষোলকলায় পূর্ণ হ'ক্ ওর জাগ্রতের আনন্দ হাসিমুখে কচি হাত দু'খানা বাড়িয়ে পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে।

[নেপথ্যে জয়সেন ডাকিল, "ইলা—ইলা!"]

কে ডাকে? এ যে তাঁর স্বর—তাঁর স্বর! তবে কি তিনি—তিনি এসেছেন?

[নেপথ্যে জয়সেন পুনরায় ডাকিল, "ইলা—ইলা !"]

তিনি, নিশ্চয়ই তিনি। প্রিয়তম—প্রিয়তম ! এই যে আমি।

[জয়সেন পুনরায় ডাকিল "ইলা—ইলা !" শব্দ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দূরে বলিয়া অনুমিত হইল ইলা আত্মহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া "প্রিয়তম—প্রিয়তম, এই যে আমি"—বলিতে বলিতে শব্দের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া গেল। সহসা মেঘের গুরু-গর্জ্জনে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে জাগিয়া উঠিয়া "মা—মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুইজন কাশ্মীর সৈন্য যেন কা'র অনুসন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১ম সৈন্য। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমাদের সেনাপতি চেৎসিংহের বুদ্ধির দৌড় ঠিক ঐ রকম।

২য় সৈন্য। কেন ?

১ম সৈন্য। নয় কেন ? বন্দী জয়সেন চম্পট দিলে রাত দুপুরে ; তাঁর হুঁস হ'ল ভোরের বেলায়। অমনি হুকুম "খোঁজ—খোঁজ"—ছুট্‌ল লোক চারিদিকে ; জয়সেন যেন বেতো ঘোড়া আর কি, দু'কদম গিয়ে কাৎ হ'য়ে পড়্‌বে ডোবার ধারে !

২য় সৈন্য। যা বলেছ বন্ধু, আজ্‌গুবি মত্‌লব !

১ম সৈন্য। আমরাও হুকুম তামিল কর্‌ছি তেমনই পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে। সেই উৎসাহ নিয়ে এইখানে এস, বরং দিব্যি ব'সে ব'সে পড়া যাক্।

২য় সৈন্য। অনুসন্ধান ত যথেষ্ট করা গেল ; এখন চল, বীরদাপে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

১ম সৈন্য। তাত কর্‌তেই হবে ; কিন্তু—

২য় সৈন্য। ভাব্‌ছ, রিক্তহস্তে ফির্‌তে হবে ?

১ম সৈন্য। হস্ত রিক্ত—মেজাজও তিক্ত।

২য় সৈন্য। অন্ততঃ দেহটাকে সিক্ত ক'রে নিয়ে গেলে কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচা যায়, নয় ?

১ম সৈন্য। কেমন ক'রে ?

২য় সৈন্য। এমন সোজা কথাটা বুঝ্‌লে না, বন্ধু ? গায়ে একটু রক্তের ছিটে অন্ততঃ নিয়ে যেতে পার্‌লে একটা কৈফিয়ৎ দেবার পথ হয়।

১ম সৈন্য। নিজের বুকে নিজে ছুরি বসিয়ে দিয়ে ?

২য় সৈন্য। তারই বা আবশ্যক কি ? পথের কুকুর, বনের শিয়াল, এদের ত আর অভাব নেই ?

১ম সৈন্য। বল্‌বে তাকে বধ করেছি ?

২য় সৈন্য। মনে কর, সে আহত হয়েছিল, তারপর হঠাৎ জনকতক জালন্ধরী এসে তাকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

১ম সৈন্য। গল্পটা রচনা করেছ মন্দ নয় !

২য় সৈন্য। আরে, দেখ—দেখ, পাতার উপর শুয়ে কে কাঁদে !

১ম সৈন্য। বটপত্রে নারায়ণ, জল থেকে ডাঙায় উঠেছেন।

২য় সৈন্য। আহা—দিব্যি ছেলেটি !

১ম সৈন্য। অপত্য-স্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌ল নাকি ?

২য় সৈন্য। [শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া] আহা—ননীর পুতুল ! কোত্থেকে এল এ শিশু ?

১ম সৈন্য। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে, তোমার ও গল্প চেয়ে জম্‌বে ভাল।

২য় সৈন্য। কি বুদ্ধি ?

১ম সৈন্য। চল—একে সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যাই।

২য় সৈন্য। তার পর ?

১ম সৈন্য। তার পর সর্দ্দারকে বল্‌ব, এ জয়সেনের পুত্র, তার পত্নীর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি।

২য় সৈন্য। প্রমাণ ?

১ম সৈন্য। এ আর প্রমাণ কর্‌তে কষ্ট হয়, ভায়া ? বল্‌লেই হবে, এর মা জয়সেনের নাম ক'রে আকুলি-বিকুলি কর্‌তে লাগ্‌ল ; পথে যার সঙ্গে দেখা হ'ল, সে-ই ওই কথা বল্‌লে। ব্যস্, অকাট্য প্রমাণ। এই ছেলেকে আট্‌কে রাখ্‌লেই এর বাপকে পাওয়া যাবে ; কান টান্‌লেই মাথা আসে।

২য় সৈন্য। পরে যদি ধরা পড়ে এ জয়সেনের পুত্র নয় ?

১ম সৈন্য। সে পরের কথা পরে ; উপস্থিত ত বাহাদুরী নেওয়া যাক্। যে রমারম বেধেছে এখন, কে থাকে—কে যায় তারই বা ঠিক কি ?

২য় সৈন্য। সেই-ই ভাল, উপস্থিত কিছু হাতিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দিলেই হবে।

[শিশুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

[দূরে একজন সন্ন্যাসী গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল]।

সন্ন্যাসী।—

গান।

কেন মরি ঘুরে ঘুরে একলা বনে কার তরে।
মনটা সদাই কেমন ক'রে খুঁজে বেড়ায় মনচোরে॥

একা ভেবে পাঁতি পাঁতি,
খুঁজি বনে কোথা সাথী,
মন বলে সে সঙ্গে আছে,
দেখা দেবে ঘুমঘোরে ॥
চোখ বলে ঘুম আসে ফিরে,
দিবানিশি বাদল ঝরে,
মন বলে দেখ জ্ঞানের চোখে,
সে রয়েছে আপন-ঘরে ।

অদূরে জয়সেন ও ইলার প্রবেশ ।

জয় । কোথায়, ইলা ?

ইলা । ঐখানে কচি কচি পাতার বিছানায় খোকাকে শুইয়ে রেখেছি ; অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে ; তোমার আদরের ডাক্ শুন্‌লেই দেখ্‌বে—কী আনন্দ হবে তার ! কচি হাত দুটী বাড়িয়ে কী আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে তোমার কোলে !

জয় । খোকাকে একলা রেখে কেমন ক'রে এলে, ইলা ?

ইলা । জানি নে, কেমন ক'রে এলুম ; তোমার ডাক্ শুনে আত্মহারা হ'য়ে গেছ্‌লুম—সব ভুলে গেছ্‌লুম ।

জয় । খোকাকেও ?

ইলা । আমায় মার্জ্জনা কর । এস, খোকাকে কোলে নেবে, এস । কী আকুলি-বিকুলি করে তোমার জন্য ! তোমায় পেয়ে কী আনন্দ হবে আজ তার !

[চন্দ্রসেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অগ্রসর হইল ; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া শিশুকে দেখিতে না পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল]

"খোকা—খোকা, আমার খোকা—"

জয়। কোথায় খোকা, ইলা? কোথায় শুইয়ে রেখেছিলে তাকে?

ইলা। এইখানে? এই ত তার পাতার বিছানা—যেমন তেমনই রয়েছে; তবে খোকা কোথায় গেল?

জয়। হয় ত ঘুম ভেঙে যাবার পর তোমায় দেখ্‌তে না পেয়ে হামা-টেনে আশে-পাশে কোথাও গেছে। খুঁজে দেখ, বেশি দূর যাবে না সে—যেতে পার্‌বে না।

ইলা। খোকা—খোকা—বাপ্‌ আমার, কোথায় তুই? খোকা—খোকা—

[বেগে প্রস্থান।

জয়। তাই ত, কোথায় ছুটে গেল? ইলা—ইলা——

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে ইলা। খোকা—খোকা——

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তরভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

একদিকে ঘন বনানী, অপর দিকে কিয়দ্দূরে একটী নদী। নদীর উপর একটী সেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। নেপথ্যে উভয় পক্ষের সৈন্য-দলের "জয় মা ভবানী"" "হর-হর মহাদেও" ইত্যাদি চীৎকার শোনা যাইতেছিল।

বেগে দুইজন কাশ্মীর-সৈন্য প্রবেশ করিল।

১ম সৈন্য। চতুর জলন্ধর-রাজ নৈশ-আক্রমণে আমাদের সৈন্যদলকে একেবারে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়েছে; ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে আবার একত্রিত করা একেবারে অসম্ভব বল্‌লেই হয়।

২য় সৈন্য। এ যুদ্ধেও আমাদের জয়াশা অতি অল্প।

১ম সৈন্য। সর্দ্দার যুদ্ধ কর্‌ছেন যেন একাই একশ'।

২য় সৈন্য। তাঁর এমন যুদ্ধ আমি কখনও দেখি নি।

১ম সৈন্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে না। দেখ—দেখ, রাজা শিলাদিত্য সদলে সর্দ্দারকে ঘিরে ফেল্‌লে, একা সর্দ্দার শত সৈন্যের মাঝে। সর্ব্বনাশ!

২য় সৈন্য। চল—চল, এ সময়ে আর নেমকহারামি করব না, যতটুকু পারি সর্দ্দারকে সাহায্য করি।

১ম সৈন্য। একশ' জনের মাঝখানে দু'জন আমরা ওখানে যাওয়ার অর্থ মরণকে গলা বাড়িয়ে দেওয়া। বদান্যতা দেখাতে

হয়—তুমি দেখাও গে, আমি আমার পথ দেখি ; যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

[প্রস্থান।

২য় সৈন্য। যা বলেছ—বন্ধু, বেঁচে থাক্‌লে অমন মর্‌বার সুযোগ ঢের আস্‌বে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে জালন্ধরীগণ। জয় মা ভবানি !

যুদ্ধ করিতে করিতে সসৈন্যে শিলাদিত্য ও জয়াপীড়ের প্রবেশ।

শিলা-। আর কেন, জয়াপীড় ? ক্ষান্ত দাও রণে।
এখনো কি পার নি বুঝিতে, অসম্ভব
জয়াশা তোমার ? জেনে-শুনে কেন, মূঢ়,
কর আলিঙ্গন নিশ্চিত মরণ ? কর
অস্ত্র ত্যাগ, মাগ ক্ষমা দন্তে তৃণ করি।

জয়া-। নাহি লাজ আস্ফালনে ? কত সৈন্য মিলি
ঘিরিয়াছ মোরে ; যুঝিতেছি একা আমি
পশুরাজ যথা ক্ষুদ্র ফেরুদল মাঝে।
কী ভয় দেখাও মোরে ? ছাড়ি বাক্যছটা
অস্ত্র ধরি বীরত্বের দাও পরিচয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান এবং নেপথ্যে জালন্ধরীগণ "জয় মা ভবানী" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল।]

ভগ্ন অসিহস্তে জয়াপীড়ের প্রবেশ।

জয়া-। একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র, কে কোথায় কাশ্মীরী আছ, একখানা অস্ত্র দাও। একা আমি নিরস্ত্র, শত শত সশস্ত্র

জালন্ধরী আমায় বধ কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। নিরস্ত্র দেখে পশুর মত হত্যা করবে ; যদি কাশ্মীরীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে চাও, যদি তোমাদের সর্দ্দারকে বাঁচাতে চাও, তবে দাও—একখানা অস্ত্র দাও। কেউ নেই ? কেউ শুনলে না ? বিশ্বাসঘাতকের দল! ধিক্—শতধিক্ তোদের ! আমার এত চেষ্টা—এত আয়োজন, সব ব্যর্থ কর্‌লে ? ধিক্—কাপুরুষের দল ! শতধিক্ তোদের বীরত্বে ! ঐ—ঐ শিলাদিত্য লেলিহান হিংস্র শার্দ্দূলের মত সসৈন্যে ছুটে আস্‌ছে। ঐ এল—ঐ এল—

[নেপথ্যে জালন্ধরীগণ "জয় মা ভবানী" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল।]

কি করি ? কে আমায় একখানা অস্ত্র দেবে ? শত্রু-মিত্র যে হও, ভিক্ষা দাও—আমায় একখানা অস্ত্র। বিনিময়ে যা চাও, তাই দেব ; একখানা অস্ত্র দাও।

বেগে চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই নাও—সর্দ্দার, অস্ত্র—আততায়ীকে আক্রমণ কর।

জয়া-। একি ! তুমি ? চন্দ্রসেন ?

চন্দ্র। বিস্মিত হ'য়ো না, জয়াপীড় ; মুক্তি দিয়েছ তুমি ; এ সেই মুক্তির প্রতিদান।

[প্রস্থান।

জয়া-। আশ্চর্য্য ! যতই দেখ্‌ছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি, এই জালন্ধরীদের আচরণে !

জয়সেনের শিশুপুত্রকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

একি ! কোথা থেকে নিয়ে এলে এই শিশুকে ? কে এই শিশু ?

১ম সৈন্য। সর্দ্দার! এ শিশু—

২য় সৈন্য। জয়সেনের পুত্র।

জয়া-। জয়সেনের পুত্র! যদি যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারি, তা হ'লে পলায়িত বন্দী জয়সেনকে ধর্‌বার একটা চমৎকার ফাঁদ। অপত্য-স্নেহ সংসারের অপরাজেয় শক্তি তার চুলের টিকি ধরে টেনে আন্‌বে। নিয়ে যাও শিশুকে কোন নিরাপদ্ স্থানে, সযত্নে রক্ষা ক'রো, যুদ্ধান্তে আমি তোমাদের পুরস্কৃত কর্‌ব।

১ম সৈন্য। যথা আদেশ—

[সৈন্যদ্বয় শিশুকে লইয়া গমনোদ্যত হইলে সহসা চন্দ্রসেন প্রবেশ করিল এবং এক নিমেষে এক হস্তে প্রথম সৈনিকের অস্ত্র ও অপর হস্তে শিশুকে ধরিয়া, সৈনিককে এক পদা-ঘাতে ভূপতিত করিয়া, অস্ত্র ও শিশুকে লইয়া প্রস্থান করিল। সৈনিক "গেছি গেছি" বলিয়া আহত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, জয়াপীড় বজ্রকণ্ঠে কহিলেন]

জয়া-। কাপুরুষের দল, আক্রমণ কর্—শিশুকে ছিনিয়ে নে।

কতিপয় কাশ্মীরী সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। সর্দ্দার—

জয়া-। কাকেও চাই না আমি; সবাই যাও। যেমন ক'রে পার, ছিনিয়ে আন ঐ শিশুকে। যাও—যাও—

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

ঐ চন্দ্রসেন পালাচ্ছে। প্রাণপণে ছুটেছে; শিকারী কুকুরের মত আমার সৈন্যগণ তার পিছু নিয়েছে। ছোট—ছোট কাশ্মীরী বীরগণ, প্রাণপণে ছোট; যেমন ক'রে পার, শিশুকে ছিনিয়ে

নাও। ঐ চন্দ্রসেন সেতুর উপর উঠেছে ; নদী পার হ'লেই জালন্ধরী তীরন্দাজগণের সঙ্গে মিশ্‌বে। তীর বর্শা যা পার, তাই দিয়ে আততায়ীর বক্ষ বিদ্ধ কর।

[নেপথ্যে "জয় হর হর মহাদেও"]

ঐ যে—ঐ যে, একটা—দুটো—তিনটে তীর চন্দ্রসেনের দেহ বিদ্ধ কর্‌লে ; তবু ছুটেছে সেই উল্কার মত বেগে ! ওই বুঝি সেতু পার হ'য়ে গেল ; কাশ্মীরীগণ, অনুসরণ কর—আরও তীব্রবেগে। ওকি—ওকি সর্ব্বনাশ ! সেতু ভেঙে গেল ! অর্দ্ধেক সৈন্য নদী-গর্ভে পতিত হ'ল, বাকী কয়জন ভগ্ন সেতুর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ! একেই বলে ভাগ্য। আর আশা নেই !

সসৈন্যে শিলাদিত্যের প্রবেশ।

শিলা-। অতি সত্য—জয়াপীড়, আর আশা নেই ; মৃত্যুর পূর্ব্বে স্মরণ কর তোমার ইষ্টদেবতাকে।

জয়া-। মৃত্যু ! হাঃ—হাঃ—হাঃ ! আত্মরক্ষা কর আগে, উন্মাদ !

[শিলাদিত্যকে আক্রমণ করিলেন, পরে যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান এবং নেপথ্যে জালন্ধরীগণ "জয় মহারাজ শিলাদিত্যের জয় ! জয় মা ভবানী" বলিয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল]

ভগ্ন তরবারির উপর ভর দিয়া রক্তাক্ত দেহে আহত জয়াপীড় পুনরায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

জয়া-। আর পার্‌লুম না, সব শেষ। বীর কাশ্মীরীগণ দেহের শেষ শোণিত-বিন্দুটী পর্য্যন্ত ঢেলে দিয়েছে তাদের সর্দ্দারের মর্য্যাদা রাখ্‌তে ; তবুও পার্‌লে না তারা—দুর্ভাগ্য আমার, তারাও গেল—আমিও যেতে বসেছি। মোহিনী আশা ! এখনও প্রলোভন

দেখাচ্ছিস্ তুই ? কী আছে আমার ! যদি বাঁচি, আবার সব হবে ; কিন্তু সে উপায় কই ? শত্রু-সৈন্য শিকারী কুকুরের মত আমার পিছনে ছুটে আস্‌ছে আমায় বধ কর্‌তে। কে রক্ষা করবে আমায় ? কে আশ্রয় দেবে ? চন্দ্রা বিশ্বাসঘাতিনী, চেৎসিংহ নেই যে আমার জন্য—ঐ না কে একজন ? সন্ন্যাসী ব'লে মনে হচ্ছে ; ও ইচ্ছা করলে আমায় কোথাও লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে। পারে না কি—পারে না কি ? মহাপুরুষ – দেবতা --

সন্ন্যাসীবেশে কর্পূরচাদের প্রবেশ ।

কর্পূর। [স্বগত] এই যে শিকার সম্মুখে। [প্রকাশ্যে] তুমি আশ্রয় খুঁজ্‌ছ ? কোন চিন্তা নেই তোমার, এস আমার সঙ্গে।

জয়া-। আশ্রয় দেবেন, প্রভু ?

কর্পূর। বিলম্ব ক'রো না। ঐ শত্রুদল ছুটে আস্‌ছে ; এস আমার সঙ্গে, পাহাড়ের গুহায় আমি তোমায় লুকিয়ে রাখ্‌ব।

[জয়াপীড়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তরের অপরাংশ। কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

উন্মাদিনীর ন্যায় ইলাবতী ও তৎপশ্চাৎ জয়সেনের প্রবেশ।

ইলা-। খোকা—খোকা—আমার খোকা, কোথা তুই? ওরে, সাড়া দে—একটীবার সাড়া দে। খোকা—খোকা—

জয়-। কোথায় চলেছ, ইলা? সমস্ত বন পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজ্‌লে, যখন সেখানে তাকে পেলে না, মনে কর কি সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু এতদূরে এসেছে? শুন্‌তে পাচ্ছ, ইলা, যুদ্ধের দামামা বাদ্য? বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি, কোথায় এসে পড়েছ—কত দূরে এসে পড়েছ?

ইলা-। তবে কি—তবে কি আমার খোকা নেই? বল—বল, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, বল কোথায় আমার খোকা? আমি যে তাকে না পেলে আর বাঁচ্‌ব না। বল—ওগো, বল।

জয়-। কেমন ক'রে বল্‌ব, ইলা? তোমার কুটীর থেকে—

ইলা-। আমার কুটীর নয়, কুটীর আনন্দগিরির।

জয়-। আনন্দগিরি! জয়াপীড়ের গুরু আনন্দগিরি? তিনি এখানে?

ইলা-। জয়াপীড়ের গুরু তিনি! ভণ্ড প্রতারক সে; এ তবে তার কাজ। এই জন্যই আমায় আশ্রয় দিয়েছিল, আমার এই সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য। সে ভণ্ড—

জয়-। ছিঃ ইলা, মহাপুরুষ তিনি; আমি তাঁকে বিলক্ষণ জানি। তাঁর নামে দোষারোপ ক'রো না।

ইলা-। তবে তুমিই ব'লে দাও, কোথায় আমার খোকা? আমি যে—[আর্ত্তনাদ করিয়া] খোকা—খোকা—বাপ্‌রে আমার!

[মূর্চ্ছিতা হইল]

জয়-। তাই ত! একি হ'ল! ঈশ্বর, বিপদের উপর আবার এ কী বিপদে ফেল্‌লে! ইলা—ইলা—

ইলা-। [মূর্চ্ছা ভঙ্গে] কে—কে ডাকে? তুমি? তুমি এসেছ? এসেছে আমার খোকা? কথা কইছ না যে? তবে কি আমার খোকা—খোকা—বাপ্‌রে আমার—

[পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইল]

জয়-। কি করি! এ যে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছে! ঈশ্বর—ঈশ্বর! কোন্ অপরাধে আমার এ শাস্তি? ইলা—ইলা—

ইলা-। [মূর্চ্ছা ভঙ্গে] খোকা—খোকা—বাপ্ আমার, কই? কোথায়? কোথায় আমার খোকা?

পৃষ্ঠে কয়েকটা তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে শিশুকে বক্ষে লইয়া

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্র-। এই নাও—ইলা, তোমার খোকা। এ অবস্থায় যে এতখানি পথ এনে, তোমার হারানিধি তোমায় ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। নাও—ইলা, আর দাঁড়াতে পার্‌ছি নে। [খোকাকে প্রদান]

জয়-। চন্দ্রসেন, তুমি?

চন্দ্র-। হাঁ—ভাই, আমি। আমায় এইখানে একটু পড়্‌তে দাও—আর পার্‌ছি নে—ওঃ—　　[শয়ন করিল]

ইলা-। একি সর্ব্বনাশ! তিন-তিনটে তীর পিঠে বিঁধেছে! এ কেমন ক'রে হ'ল, দাদা?

চন্দ্র-। তোমার খোকাকে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে আন্‌তে। দু'টো শয়তান চুরি করেছিল; জয়াপীড় মতলব করেছিল, ওকে দিয়েই ওর বাপকে ধর্‌বে; আড়াল থেকে আমি সে পরামর্শ শুন্‌তে পেয়ে, ঐ দু'টো শয়তানের হাত থেকে খোকাকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ছুট্‌তে লাগ্‌লুম; কুকুরের মত তার সেনাদল আমাকে তাড়া কর্‌লে; সেতুর উপর তীর খেলুম, একটা—দু'টো—তিনটে, পার হলুম সেই সেতু; ঈশ্বর সহায় হলেন অভাগার প্রতি সেতুটা ভেঙে পড়্‌ল। জয়াপীড়ের সেনাদলকে নিয়ে নদীর বুকে, পালিয়ে এলুম। এত কষ্ট ক'রে নিয়ে এসেছি তোমার খোকাকে। ওঃ—ওঃ——

ইলা-। চন্দ্র-দা—চন্দ্র-দা, আমি——

চন্দ্র-। দুঃখ ক'রো না, ইলা! আমি যে তোমাদের এতটুকু সুখী কর্‌তে পেরেছি, এই আমার মনে মরণ-পথের পাথেয়।

জয়-। চন্দ্রসেন—

ইলা-। দাদা—

চন্দ্র-। ক্ষমা কর—ইলা, ক্ষমা কর—জয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। ওঃ—বিদায়—

[মৃত্যু]

ইলা-। চন্দ্র-দা—চন্দ্র-দা। নেই—নেই! চন্দ্র-দা ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে! কী কর্‌লে, চন্দ্র-দা! মার্জ্জনা চাইবারও অবসর দিলে না?

সসৈন্যে শিলাদিত্যের প্রবেশ।

শিলা-। এই যে জয়সেন; তুমি এখানে? জয়সেন, যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে।

জয়াপীড়ের ছিন্নশির লইয়া কর্পূরচাদের প্রবেশ।

কর্পূর। শুধু জয়ের আনন্দ নয়, রাজা! মহারাজের বিজয়-উৎসব গৌরবমণ্ডিত করতে দীন ব্রাহ্মণ এনেছে একটা মহান্ উপঢৌকন।

শিলা-। একি! এ যে জয়াপীড়ের ছিন্নমুণ্ড!

কর্পূর। আপনি দেখ্‌ছেন ছিন্নমুণ্ড, আর আমি দেখ্‌ছি জালন্ধরীদের স্বস্তির নিশান।

জয়-। মহারাজ এ বিজয়-উৎসব আনন্দের নয়—বিষাদভরা দেখুন—দেখুন, আমরা কী অমূল্য রত্ন হারিয়েছি!

শিলা-। এঁ্যা! চন্দ্রসেন নেই! ঈশ্বর! এ কী দেখালে!

উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। এই যে দিব্বি বাসর সাজান হয়েছে! হবে না? আজ যে আমার বিয়ে, আমার প্রিয়তম জয়াপীড়ের প্রতিশ্রুতি পালনের মাহেন্দ্রক্ষণ! একি! তোমরা কাঁদ্‌ছ? হাস, আমার মত হো হো ক'রে—হাস। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এই যে আমার প্রিয়তম—[জয়াপীড়ের ছিন্নমুণ্ড লইয়া] একি! তুমি কাঁদ্‌ছ? কেন চোখে জল তোমার? দিগ্বিজয়ী বীর, তোল—তোল তোমার গৌরব-পতাকা উচ্চে—আরও উচ্চে। পারবে না? তবে চল—চল, এখান থেকে বিদায় হই আমরা, এখানে আমাদের স্থান নেই—

[পতন ও মৃত্যু]

জয়-। মহারাজ—

শিলা-। সব পেলুম, জয়সেন ; কিন্তু দক্ষিণ হস্ত হারালুম—আমার চন্দ্রসেন আর নেই—

[যবনিকা।

বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শৈশব-সাধনা বা ধ্রুবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরার অপূর্ব্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, সবর্ণ, সুবাদী, সংযোগ, সুনীতি, সুরুচি, ইরাবতী প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।॰ মাত্র।

শ্মশানে মিলন ভাবুক-কবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত; এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদকের দলে মহাসমারোহে অভিনীত, ইহাতে আছে—সেই সেনাপতি বিরাটকেতনের বিরাট ষড়্‌যন্ত্র, মন্ত্রীর ভীষণ চক্রান্ত, শশবিন্দুর আত্মত্যাগ; আত্মসাৎএর হাস্যের তরঙ্গ—নানা রঙ্গভঙ্গ, আরও আছে শোকাকুলা শৈব্যাসতী, প্রেমাকুলা দেবসেনা, শক্তি পাগলিনীর গীত-লহরী প্রভৃতি। এমন দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মূল্য ১।॰ মাত্র।

যুগল বীর-কুমার "শ্মশানে মিলন" প্রণেতা সুকবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরা পার্টির অভিনয়; ইহাতে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব কুশের যুদ্ধ, পুত্র-পরিচয়, অকাল-মৃত্যু, বাল্মীকি, অবতার, অবতারের সেই "আমার বাবা" গান, সবই আছে, মূল্য ১।॰ মাত্র।

বিক্রমাদিত্য "শ্মশানে মিলন" লেখক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত সমাজে অভিনীত; ইহাতে যশোবর্দ্ধন, জ্ঞানগুপ্ত, ভর্তৃহরি, শকাদিত্য, তত্ত্বানন্দ, মুগসর্ব্বস্ব, তিলোত্তমা, ভানুমতী সবই আছে। মূল্য ১।॰ মাত্র।

শিবি-চরিত্র প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জ্জীর দলে যশের অভিনয়, সেই বিকর্ত্তন, জয়সেন, সুসেন, চণ্ডবিক্রম, পৃথুপাল, কীর্ত্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, সুশীলা সবই আছে। মূল্য ১।॰

জয়দেব ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সতীশ মুখার্জ্জির অপেরার অভিনয়ে কোহিনুর-মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীরানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, কীর্ত্তিসেন, কমলিনী, পদ্মাবতী, নর্ম্মদা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।॰ মাত্র।

কল্যাণী "শ্মশান" লেখক সেই তেজস্বী নাট্যকার শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রণীত। সতীশ মুখার্জ্জির উজ্জ্বল অভিনয়। ইহাতে সেই চন্দ্রকেতু, মৈনাকবাহু, ঘনোচোরা, চঞ্চলা, মালাবতী, মৃণালিনী সবই আছে। মূল্য ১।॰ মাত্র।

শ্মশান সুকবি শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী রচিত; সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির অপেরায় গৌরবপূর্ণ অভিনয়। সেই জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ, সুধীর ও ধীরেন্দ্রসিংহ, কল্যাণসিংহ, মঙ্গলাচার্য্য, অবিদ্যা, বিবেক, ধর্ম্মক্ষেপা, ইন্দুমতী, বিমলা প্রভৃতি সকলই আছে। মূল্য ১।॰ মাত্র।

সুযজ্ঞ উক্ত পশুপতি বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান! ইহাতে কবির কল্পনা-কাননের সেই অজিতবাহু ও ভীমসিংহ, সেই নবকুমার ও অভাগা, সেই কুহকের ষড়্‌যন্ত্র ও চক্রান্ত, সেই ছায়াবতী, মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা, রণোন্মাদিনী শৈলেন্দ্রী সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, মূল্য ১।॰ মাত্র।

'পরিমল'-ছবির নমুনা

"সঞ্জীব তাহাকে তটে টানিয়া আনিলে"

"নীলবসনা সুন্দরী"—ছবির নমুনা

"সাবধান! উঠিবার চেষ্টা করিলেই মরিবে—" নীল- সুন্দরী-

সকল উপন্যাসেই—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়!